গীতা-রহস্য।

[পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।]

গীতা, মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ

নীলকণ্ঠ মজুমদার এম. এ.

কর্ত্তৃক প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

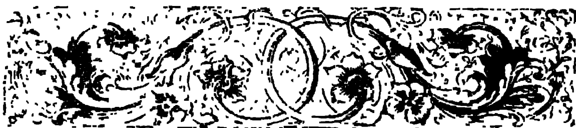
কলিকাতা ২৮।৪ নং অখিল মিস্ত্রি লেন হইতে

শ্রীকেদারনাথ বসু বি. এ. কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৯১১

কলিকাতা ;
২৮ নং বৈঠকখানা রোড, "বকুলগু প্রেসে"
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



মুখবন্ধ।

কেহ বলেন যে নিত্য, নৈমিত্তিক, ও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ হয়। কেহ বলেন যে ঈশ্বর-জ্ঞানই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কেহ বলেন যে ভক্তিই মোক্ষ-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুখ-সাধ্য উপায়। কেহ বলেন যে যোগ অর্থাৎ অন্তবায়ুনিরোধ-প্রণালীই মোক্ষের একমাত্র সাধন। পৃথিবীতে যত যত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে বা হইতেছে সকলেই কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই চারি পন্থার একটি না একটি অবলম্বন করিয়া থাকেন। মীমাংসক, বৌদ্ধ ও Positivists (বা প্রত্যক্ষবাদী) প্রধানত কর্ম্মমার্গের পক্ষপাতী। সাংখ্য, বেদান্ত, Plato, Spinoza, প্রভৃতি জ্ঞানমার্গ অন্বেষণ করেন। ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মগ্রন্থ ভক্তিমার্গের অনুসরণ করেন। পাতঞ্জল যোগধর্ম্মের প্রধান্য স্বীকার করেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই নিজ নিজ মার্গের প্রশংসা ও অন্য অন্য মার্গের কুৎসা করিয়া থাকেন। কেবল গীতাই এই চারি মার্গের সমান

প্রশংসা করিয়াছেন। এজন্য কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি বৈষ্ণব, কি খ্রীষ্টান সকলেই গীতাতে নিজ নিজ মতের পরিপোষক শ্লোক দেখিতে পান। হিন্দু বলেন—দেখ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" জ্ঞানী বলেন—দেখ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" ভক্ত গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"। এমন কি Positivists রাও গীতাতে নিজ মতের পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পান। খ্রীষ্টানেরা গীতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বলেন যে বাইবেলই গীতার প্রধান ভিত্তি। যেমন এক সূর্য্য সমস্ত জগৎ আলোকিত করেন, তেমনি এক গীতালোকে সমস্ত বিশ্ব বিভাসিত হইতেছে।

কিন্তু গীতা যে কেবল সকল ধর্ম্মাবলম্বীর আশ্রয়ীভূত তাহা নহে। ইহাতে সকল ধর্ম্মের বা মার্গের সামঞ্জস্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন—অগ্রে কর্ম্ম কর; বিনা কর্ম্মে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব; জ্ঞান হইলে ভক্তি আপনা হইতেই আসিবে। যে এই বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বরের অচিন্ত্য কৌশল দর্শন করে এবং যে ঈশ্বরের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করে সে আপনা হইতেই ভক্তি ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত হয়। বিনা জ্ঞানে অচলা ও অহৈতুকী ভক্তি উৎপন্ন হয় না। আর ভক্তি হইলেই আপনা হইতেই জীব ও ঈশ্বর অবিচ্ছিন্নভাবে সংযোজিত ও সম্মিলিত হয়। গীতা দেখাইতেছেন কর্ম্ম জ্ঞানের সোপান, জ্ঞান ভক্তির ও ভক্তি যোগের সোপান।

হিন্দুসমাজও এই মার্গচতুষ্টয়ের উপর গঠিত। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য কর্ম্মের বিলাসভূমি। বাণপ্রস্থ জ্ঞান ও ভক্তির লীলাস্থল। ভিক্ষু যোগের সহায়। অপিচ সমস্ত মনুষ্যেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত মার্গচতুষ্টয়ের অনুক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যে ও যৌবনে কর্ম্ম; প্রৌঢ়ে জ্ঞান ও বার্দ্ধক্যে ভক্তি স্বভাবতঃই মনুষ্যমনে আধিপত্য করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে গীতার উক্তি স্বাভাবিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া হিন্দুসমাজের গঠনপ্রণালীর উৎকর্ষ প্রতিপাদিত করিতেছে। এবং ঐ প্রণালীই যে মনুষ্যমাত্রেরই অবলম্বনীয় তাহাও সপ্রমাণ করিতেছে।

তদ্ভিন্ন, গীতা যে কেবল জ্ঞানরাজ্যে এরূপ সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে। হিন্দুসমাজ গীতার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। যখন "বৌদ্ধপতাকা" ভারতে ঘোর বিভীষিকা উপস্থিত করিয়াছিল তখন শঙ্করাচার্য্য প্রধানতঃ গীতার সাহায্যে ভারতের সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার মধুর বংশীস্বরে মোহিত হইয়া হিন্দুকে ও হিন্দুধর্ম্মকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করেন। অতএব এই গীতা আমাদের পিতামাতা অপেক্ষাও গরীয়সী ও হিতৈষিণী। গৃহে গৃহে ইহা অধীত ও আলোচিত হউক।

"গীতারহস্য" প্রথমে বান্ধবে প্রবন্ধাকারে লিখিত হইয়াছিল। গীতার প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্য নানা উপায়ে সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং "গীতারহস্য" পুনঃ প্রচারের স্থল নাই বলিয়া আমি

মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু "গীতারহস্যের" কোন কোন পাঠকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আমি ইহার পুনর্মুদ্রণে সাহসী হইলাম। লোকে শুকমুখেও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন; সে শুকের গুণে নয়, কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যগুণে। সেইরূপে পাঠক মহোদয়-গণও কৃষ্ণকথার মাহাত্ম্যগুণে আমার এ সামান্য পুস্তক পাঠ করিলেও করিতে পারেন এই আশাতেই আমি ইহা পুনঃ প্রচার করিলাম। এবার গীতার মূল ও বঙ্গানুবাদও ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। কিমধিকমিতি।

গ্রন্থকারস্য।



গীতামাহাত্ম্য।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ১॥
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩ ॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা ॥ ৪ ॥

"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহভূতং।...গীতাশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানেন সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥ শঙ্করাচার্য্য।

সমস্ত উপনিষদ গাভীস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ উহার দোগ্ধাস্বরূপ। পার্থ উহার বৎসস্বরূপ। সুধী ঐ দুগ্ধের ভোক্তাস্বরূপ। এবং গীতা ঐ গাভীর অমৃততুল্য দুগ্ধস্বরূপ। ১।

গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত। গীতা নির্ম্মল। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রধান শাস্ত্র। ২।

যিনি ভক্তিভাবে গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছেন। ৩।

গীতা সুচারুরূপে অধ্যয়ন কর। অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? গীতা পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছিল। ৪।

এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহস্বরূপ। এই শাস্ত্রের অর্থ সম্যকরূপে জানিতে পারিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই সংসাধিত হয়। ৫।





গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অতীতের গৌরব-গাথা এখন বিস্মৃত হউন। বর্ত্তমানে জননী জন্মভূমি মেদিনীপুর তিনটি অত্যুজ্জ্বল রত্নের প্রসবিনী। ইহাঁর কৃতী সন্তানগণের মধ্যে তিনটি "রায়চাঁদ স্কলার";—একটি মেদিনীপুরের সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, আর একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার, অন্যতমটি পাবনার মাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি,—তিনটিই মেদিনী-মাতার গৌরব-স্থল। কুটীল কাল, অকালে যে রত্নটিকে অপহরণ করিয়াছে, তাঁহাব সহোদর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম এ, মহাশয় তাঁহার অনন্যসাধারণ জীবন-চরিত সম্বন্ধে অশ্রু-জলে অভিষিক্ত হইতে হইতে যে কয়েকটি কথা লিখিয়া দিয়াছেন তাহাই অতি সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত করা গেল।

মেদিনীপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী জনার্দ্দনপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মজুমদারোপাধিক পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে ১২৬২ সালের ৬ই ফাল্গুন নীলকণ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। অতি প্রাচীন জনার্দ্দনপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে ইহাঁর শিক্ষা-বীজ উপ্ত হয়। পাঠ্যাবস্থায় ইনি

নিতান্ত কৃশ ছিলেন, কিন্তু আকৃতি দীর্ঘ ছিল। ঐ বিদ্যালয়ে ইহাঁর প্রায় ২০ জন সহাধ্যায়ীর মধ্যে ইনি বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও পাঠে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বাল্যকালে ইনি সুশীল, সুশান্ত ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। কোন দুরন্ত বালককে উপদেশ দিবার সময় শিক্ষক নীলকণ্ঠের দৃষ্টান্ত দিতেন। অচীরে শ্রমশীল, তীক্ষ্ণধী নীলকণ্ঠ প্রাগুক্ত বিদ্যালয় হইতে মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সবৃত্তিক উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হন। এই স্কুলে তিনি প্রতি বৎসর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন এবং প্রতিভা ও পরিশ্রমগুণে ছাত্রবৃত্তি পাসের পর তিন বৎসর আট মাসের মধ্যেই ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হন। ইনি যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন, তখন ইহাঁর মধ্য-বাঙ্গালা পরীক্ষালব্ধ বৃত্তির কাল শেষ হয় নাই ; প্রায় চারি মাস বাকী ছিল। কম প্রতিভার কথা কি !

ইহাঁর মেদিনীপুরের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়, কেননা যে মেদিনীপুর কলেজ এক্ষণে অনেক হীনবস্থ শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে,—যে মেদিনীপুর কলেজ কত মেধাবী ছাত্রের গৌরবময়ী সফলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা তখন কলেজে পরিণত হয় নাই। সুতরাং ইনি বাধ্য হইয়াই কলিকাতায় যান এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলিকাতায় ইহাঁকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও অসঙ্গতির মধ্যে অধ্যয়ন করিতে হয়। তথাপি ইনি এফ-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় বিশিষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া অধ্যাপকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া ইনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন,—যেরূপ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি এম-এ পরীক্ষায় ইংলিশে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। এম্-এ পাসের পর কিছু দিন 'আমতা' ও পাটনা বেহার স্কুলে হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহার আকৃতি এরূপ স্থূল হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যাইত না। বেহার স্কুল হইতে ইনি প্রথম বার 'ষ্টুডেণ্টশীপ' পরীক্ষা দেন। ইনি ইংলিশ, ফিলজফি এবং হিষ্ট্রী লন। ইহাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী 'কেনেডি প্রিঙ্গল' সাহেব পাঁচ বিষয়ে পরীক্ষা দেন। সাহেবই ঐ বৎসর 'ষ্টুডেণ্টশীপ' প্রাপ্ত হন। প্রিঙ্গল সাহেব যদিও পাঁচ বিষয়ে পরীক্ষা দেন তথাপি নীলকণ্ঠ বাবুর প্রাপ্তসংখ্যা অপেক্ষা তাঁহার প্রাপ্তসংখ্যা সামান্যমাত্রই অধিক হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর মহোদয় ইহাঁর এতই অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি স্বয়ং পত্র লিখিয়া ইহাঁকে কলিকাতায় আনান ও সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। ইনি যে বৎসর দ্বিতীয় বার 'ষ্টুডেণ্টশীপ' পরীক্ষা দেন সেই বৎসর সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার য়্যাট্-ল মহোদয়ত্রয় ইহাঁর প্রতিযোগী ছিলেন। কিন্তু

নীলকণ্ঠ বাবুই "রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ" প্রাপ্ত হন। পরীক্ষক হেষ্টী সাহেব ইহাঁর প্রশ্নোত্তর পত্র দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে ইহাঁকে ডাকাইয়া ইহাঁর যত নম্বর প্রয়োজন ততই দিবেন বলিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ বাবু আর্য্য-দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা করিয়া প্রশ্নোত্তর দিয়াছিলেন বলিয়াই হেষ্টী সাহেব এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অতঃপর ইনি ঢাকা, রাজসাহী, কৃষ্ণনগব ও প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রতিষ্ঠার সহিত অধ্যাপকের কার্য্য করেন; পরে কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি এই গৌরবাত্মক পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি যখন যেখানে কার্য্য করিয়াছেন তখন সেই খানেই স্বীয় পদেব গৌরবরক্ষা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ছাত্রগণ ইহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাবত্তা ও শাসন-ক্ষমতার যুগপৎ সম্মিলনে ইহাঁর অধ্যাপকতা মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় সুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

"গীতা-রহস্য," "বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম", "Village School Masrer" এবং "Are we Aryans ?" প্রভৃতি কয়েক খানি সুন্দর ভাবপূর্ণ ও সারগর্ভ গ্রন্থ, ইহাঁর চিন্তাপ্রসূত। গ্রন্থ নিচয়ের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে স্বদেশ-হিতৈষণা, স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বজাতি-প্রিয়তা, ভাবুকতা ও গভীর-গবেষণা জ্বলন্তভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

ঊনবিংশ সংহিতা হইতে "জাতি চতুষ্টয় ও চতুরাশ্রমের

কর্ত্তব্য" এবং শ্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে যে হস্তলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রকাশিত হইলে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে।

ইনি গম্ভীরপ্রকৃতি, মৃদুভাষী, সদালাপী, স্বধর্ম্মানুরাগী, সংযত-চিত্ত, মিতাচারী, সাহিত্যানুরাগী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও আত্মীয়বৎসল ছিলেন।

নীলকণ্ঠ ঘটনা-চক্রে এবং কার্য্যসূত্রে সুদীর্ঘ কাল জননী-জন্মভূমি হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইহঁার শেষ জীবনের কথোপকথন এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যে ইহাঁর বাল্য ও যৌবনের সেই জীবন্ত স্বদেশপ্রীতি,—সতত প্রবাস-বাসে যাহা শুষ্ক ও সুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, অবসর বুঝিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে জাগরূক হইতেছিল। ইনি যখন জনার্দ্দনপুরে আসিতেন তখনকার ইহাঁর উৎসাহ-ভাব, পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার্থ জ্ঞাতিবর্গের প্রতি অনুরোধ, অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও স্বদেশোন্নতির ঐকান্তিক বাসনা কি তাঁহার স্বদেশানুরাগের জলন্ত উদাহরণ নহে?

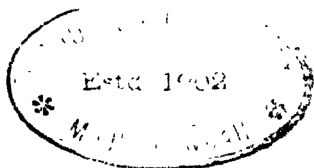
কংসাবতী-তটে যে মহাত্মার জন্মপরিগ্রহ হইয়াছিল,—যাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রথম প্রবাহ কংসাবতী-তটেই উদ্বেলিত হইয়াছিল,—যাঁহার গৌরব-গরিমায় জন্মভূমি গরীয়সী হইয়াছিলেন, মেদিনীপুরের সেই গৌরব-রবি, ১৩০৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় সার্দ্ধষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে, পূত-সলিলা জাহ্নবী-তটে অস্তমিত হইয়াছে।

যাও নীলকণ্ঠ, তুমি অনন্ত স্বর্গে চলিয়া যাও। অবনীতলে

তুমি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছ তাহাই তোমার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে,—তোমার 'গীতা-রহস্য",—তোমার "বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম" তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

উপসংহারে আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান ইঁহার শোকাতুর অনুজদ্বয় এবং পিতৃমাতৃহীন পুত্র তিনটি ও কন্যা দুইটির শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির সলিল সেচন করুন।



গীতা-রহস্য।

প্রথম দিন।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য এম্. এ. এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু এম্. এ. মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গীতার কথা উঠিল ও তৎসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইল। বিষয়ের গুরুত্ববোধে আমরা ঐ তর্কাত্মক কথোপকথন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা:—

বিনোদ। সংস্কৃত দেবভাষা। সংস্কৃতদর্শন প্রভৃতি, বোধ হয়, দেবলোকের জন্য লিখিত হইয়াছিল। অতএব ও সব ছাড়িয়া দাও। যাহাতে মর্ত্ত্যলোকের উপকার হয়, আইস, এইরূপ শাস্ত্রের আলোচনা করা যাউক। ভগবদ্গীতা শুনিয়া মর্ত্ত্যলোকের কোন লাভ নাই। আইস তৎপরিবর্ত্তে কোনরূপ বিজ্ঞানের আলচনা করা যাউক।

গোপীনাথ। যে সংস্কৃত-শাস্ত্রে মর্ত্ত্যলোকের উপকার হয় না তাহা আমি নিজেও পাঠ করি না, এবং অন্যকেও পাঠ করিতে বলি না। ভগবদ্গীতায় মর্ত্ত্যলোকের উপকার

সম্ভবপর, তাই তোমাকে ভগবদ্গীতা শুনিতে অনুরোধ করি।

বিনোদ। ভগবদ্গীতায় মর্ত্তালোকের কিছুমাত্র উপকার নাই। আকাশে রামধনু বড় সুন্দর দেখায়, কিন্তু উহাতে মনুষ্যের কিছুমাত্র উপকার সংসাধিত হয় না। সেইরূপ—

গোপী। সেইরূপ ভগবদ্গীতাতেও কিছু উপকার সাধিত হয় না। কিন্তু ভায়া! ভগবদ্গীতা বিষয়টা কি কিছু বোধ আছে কি?

বিনোদ। ভগবদ্গীতা অর্থে Divine Lay. * ইহাতেই বোধ হইতেছে ইহা Lyrical ballad. †

গোপী। ভায়ার সংস্কৃতে জ্ঞান খুব টন্‌টনে। ভায়ার এই জ্ঞানটা প্রত্যাদেশ-লব্ধ?

বিনোদ। প্রায় প্রত্যাদেশ-লব্ধই বটে। যাহা সাহেবের কাছে শুনা যায়, তাহার সহিত প্রত্যাদেশের কোন প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। সাহেব সাক্ষাৎ দেবাবতার।

গোপী। তাহা ঠিক্। কিন্তু কোন্ সাহেবের পবিত্র গোমুখী হইতে ভায়ার এই জ্ঞান-মন্দাকিনী নিঃসৃত হইয়াছে?

বিনোদ। সাহেবের নামটা আমার মনে নাই।

গোপী। ভালই হইয়াছে। এরূপ সাহেবের নাম মুখে আনিলে গঙ্গাস্নানেও প্রায়শ্চিত্ত হয় না

---

* দেব সংগীত। † বিবিধ ছন্দোবদ্ধ গীতিকাব্য।

বিনোদ। কেন? সাহেবের অপরাধ?

গোপী। ভগবদ্গীতার বিষয়—মনুষ্য-জীবনের সমস্যানির্ণয়। ভগবদ্গীতার রচনা তর্কশাস্ত্রের রচনার ন্যায় গ্রন্থনাযুক্ত। ভগবদ্গীতাকে গীতিকাব্য বলাও যা, সমুদ্রকে গোষ্পদ বলাও তা।

বিনোদ। ভগবদ্গীতায় মনুষ্য-জীবনের কোন্ সমস্যাটি নির্ণীত হইয়াছে?

গোপী। মনুষ্য-জীবনের শত শত সমস্যা ভগবদ্গীতায় মীমাংসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটি এই—"কর্ত্তব্য-বিমুখের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে উপদেশ।" যে পুস্তকে শুদ্ধ এই উপদেশটিও থাকে, তাহাকে কি তুমি দেবলোকের পুস্তক বলিয়া উপহাস করিতে পার?

বিনোদ। না। তাহা মর্ত্ত্যলোকেরই পুস্তক সন্দেহ নাই। কারণ অধিকাংশ মর্ত্ত্যই কর্ত্তব্য বিমুখ। কিন্তু ভগবদ্গীতায় যে এই উপদেশ আছে তাহা তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার।

গোপী। প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যাহার সহিত ভগবদ্গীতার চাক্ষুষ আলাপ মাত্রও হইয়াছে, সেও জানে যে—"কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ত্তব্য-কার্য্যে প্রণোদিত করাই ভগবদ্গীতার মূল সূত্র।"

বিনোদ। কথাটা একটু প্রকাশ করিয়া বল।

গোপী। বলিতেছি। দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনের জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য-কার্য্য।* দেখ দুর্য্যোধনাদি পুরুবংশীয়েরা

---

* সংস্কৃতে কর্ত্তব্য কার্য্যকে "ধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করে।

বড়ই দুঃশীল। জ্ঞাতিহিংসা, পরস্বাপহরণ, প্রতারণা, প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম তাহাদের নিত্যব্রত ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় মাত্রেরই কর্ত্তব্য-কার্য্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। অতএব কুরুবংশীয়দের সহিত যুদ্ধ করা অর্জ্জুনেরও কর্ত্তব্য ছিল। বটে কি না?

বিনোদ। কর্ত্তব্য থাকুক বা না থাকুক এখন আর সে বিষয়ে তর্ক করায় লাভ কি? অর্জ্জুন অনেক কাল মর্ত্ত্যলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র সমরও অনেক কাল হইল ফুরাইয়া গিয়াছে।

গোপী। কে বলিল ফুরাইয়া গিয়াছে? এই সে দিন যখন নেপোলিয়ন বিশ্ববিজয়ী সেনাবৃন্দ লইয়া ইয়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত রণানল প্রজ্জ্বলিত করেন, তখনও ইয়ুরোপে এই দুষ্টদমনের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। তখনও অর্জ্জুনরূপী ওয়েলিংটন দুর্য্যোধনরূপী নেপোলীয়নকে নিহত করিবার জন্য আপনাকে আপনি মনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন।

বিনোদ। ঠিক কথা। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি না এ বিষয় লইয়া পার্লেমেণ্টেও মহা বাদানুবাদ চলিয়াছিল। ফক্স বলিলেন, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়, বার্ক বলিলেন উচিত।

গোপী। ভায়ার ইংরাজী জ্ঞানটি যেমন টন্‌টনে, সংস্কৃত জ্ঞানটি যদি তাহার শতাংশের একাংশও হইত, তাহা হইলে

সংস্কৃতশিক্ষার জন্য ভারতবাসীদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। সে যাহা হউক, এখন কাজের কথা বলা যাউক। দুষ্টদমনার্থে অস্ত্রধারণ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য-কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। অর্জ্জুনের উচিত ছিল যে তিনি কুরুবংশীয়দের নিধনসাধনার্থে অস্ত্রধারণ করেন। বটে কিনা?

বিনোদ। হাঁ। বোধ হয় বটে।

গোপী। আর এক দিক হইতে দেখ। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া সর্ব্বললামভূতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই পরিণীতা পত্নী, কুরুবংশীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। দুঃশাসন, তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে আপন উরুদেশে বসাইতে চাহিয়াছিলেন। যে কুরুবংশীয়দের দ্বারা অর্জ্জুনের প্রিয়তমা, পরিণীতা পত্নী এইরূপে অপমানিতা হইয়াছিলেন, সেই কুরুবংশীয়দের নিধনসাধনার্থে অর্জ্জুনের অস্ত্রধারণ করা উচিত কি না?

বিনোদ। একবার কেন, সহস্রবার উচিত। পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর অপমান! ইহা যে সহ্য করে সে কাপুরুষ।

গোপী। তোমার "বোধ" টা তবে ঘুচিয়াছে?

বিনোদ। সম্পূর্ণ ঘুচিয়াছে।

গোপী। বেশ কথা। কিন্তু আরও একটু দেখ। অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির নির্লোভ, নিষ্কাম, নিরঞ্জন, নিরত্যয়, নির্লেপ, অনির্ব্বিণ্ণ মহাপুরুষ। যে পাপিষ্ঠ এই মহা-

পুরুষকে প্রতারণা দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় নিয়োজিত করে, যাহাদের মন্ত্রণায় এই নরদেবতা, হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ভিক্ষুকের বেশে বনে বনে ভ্রমণ করেন, সেই পাপিষ্ঠদিগকে নিধন করা ক্ষত্রিয়মাত্রেরই বিশেষতঃ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য কার্য্য কি না?

বিনোদ। একশতবার কর্ত্তব্য, একসহস্রবার কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন যদি এই কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হন তাহা হইলে তিনি কাপুরুষ।

গোপী। বেশ কথা এখন একবার ভগবদ্গীতার কথা ভাবিয়া দেখ। পাণ্ডবেরা নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াও কুরু-বংশীয়দের সহিত প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হন নাই। তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। বলদর্পী দুর্য্যোধন বলিল—"বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিব না" *। তখন অগত্যা যুদ্ধসজ্জা হইল। ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রদেশ হইতেও সৈন্যসংগ্রহ হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রে এই বিশাল সমুদ্রের ন্যায় কুরুপাণ্ডবের সৈন্যব্যূহ সজ্জিত হইল। এই স্থলে ভগবদ্গীতা আরব্ধ হইল।

বিনোদ। ভগবদ্গীতার কাব্যাংশও বড় সুন্দর বোধ হইতেছে।

গোপী। কাব্যাংশে ভগবদ্গীতা ভূতলে অতুল। দেখ

---

* সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

ভূতভাবন ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার বক্তা। শত্রুনিসূদন, বিশ্ববিজেতা, শিবপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় ইহার শ্রোতা। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরাঙ্গণ যে কুরুক্ষেত্র তাহাই ইহার স্থল, আর যখন রণোন্মুখ কুরুপাণ্ডবের শঙ্খনাদে পৃথিবী তুমুল কলরবে পরিপূরিত হইয়াছে তাহাই ইহার সময়। স্থানকালপাত্রসম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

বিনোদ। অত্যুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এরূপ কাব্য ভূতলে অনেক আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতা যে কাব্যাংশে বিশেষ সমৃদ্ধ, ইহা আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি। তুমি কাজের কথা বলিতে থাক।

গোপী। কুরুপাণ্ডব নিজ নিজ শঙ্খনাদ করিতেছেন, এমত সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—"প্রভো! আমি সৈনিকদিগকে বিশিষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সমরাঙ্গণের মধ্যস্থলে রথ লইয়া চলুন।" কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। অর্জ্জুন বিপক্ষপক্ষের সৈন্যদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন বিপক্ষপক্ষের কেহ বা তাঁহার পিতামহ, কেহ বা পিতৃস্থলীয় (পিতৃব্য প্রভৃতি), কেহ বা তাঁহার আচার্য্য, কেহ বা তাঁহার মাতুল, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা পুত্রসম্পর্কীয়, কেহ বা পৌত্রসম্পর্কীয়, কেহ বা শ্বশুর, কেহ বা বন্ধু, কেহ বা সখা, কেহ বা সুহৃৎ। যুদ্ধ করিয়া এই সব স্বসম্পর্কীয়দিগকে নিহত করিতে হইবে এই ভাবিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় দয়াতে পরিপ্লুত হইল। তিনি

ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"প্রভো? আমা হইতে এ নৃশংস কার্য্য সম্পাদিত হইবে না। আমি যুদ্ধ করিব না।" অর্জ্জুন কুরুবংশীয়ের দুঃশীলতা, পত্নীর অপমান, ভ্রাতার লাঞ্ছনা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রণে পরাঙ্মুখ হইলেন। এ অবস্থায় তুমি অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য-বিমুখ বল কি না?

বিনোদ। অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য-বিমুখ বলিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনের নিন্দা করিতে পারিতেছি না।

গোপী। কেন? যে কেহ কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয়, সেই ত নিন্দার পাত্র।

বিনোদ। ঠিক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে কর্ত্তব্য-বিমুখ হয়। কেহ বা আলস্যবশতঃ, কেহ বা দৌর্ব্বল্য-বশতঃ, কেহ বা অক্ষমতানিবন্ধন, কেহ বা লোকনিন্দাভয়ে, কর্ত্তব্য-বিমুখ হয়। এ সকল কর্ত্তব্য-বিমুখের নিন্দা করিতে পারি কিন্তু যে অধর্ম্মভয়ে কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে নিন্দা করিতে পারি না। বরং তাহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়।

গোপী। "অধর্ম্মভয়" আবার কি? কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য-বিমুখতাই অধর্ম্ম।

বিনোদ। এই নিষ্ঠুর মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না।

গোপী। কেন?

বিনোদ। মনে কর, আমাকে কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের জন্য সহস্র প্রাণিহত্যা করিতে হয়। এস্থলে বরং কর্ত্তব্য-বিমুখ হওয়া ভাল, তথাপি সহস্র প্রাণিহত্যা করা ভাল নয়।

গোপী। কিন্তু তুমি দেখিতেছ না যে, ঐ সহস্র প্রাণিহত্যা না করিলে জগতে লক্ষ প্রাণিহত্যার পথ পরিষ্কৃত হইবে। যদি সহস্র প্রাণিহত্যা করিয়া লক্ষ প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সহস্র প্রাণিবধ করা ভাল নয় ?

বিনোদ। কথাটা একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে ভাল হয়।

গোপী। আচ্ছা। মনে কর তুমি একজন বিচারপতি। চণ্ড একজন অপরাধী তোমার নিকট হত্যা-অপরাধে অভিযুক্ত হইল। তুমি দেখিলে যে, সে হত্যাকারী বটে। কিন্তু ইহাও দেখিলে যে,ঐ হত্যাকারীর একটি বিধবা মাতা, দুইটী বিধবা ভগ্নী, একটী যুবতী স্ত্রী ও দুইটী শিশু সন্তান আছে। যদি হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হয়, তাহা হইলে উহার এতগুলি পরিবার হয়ত অন্নাভাবে মারা যাইতে পারে। কিন্তু যদি হত্যাকারীর দণ্ড না হয়, তাহা হইলে উহা হইতে শত শত লোকের প্রাণহানি হইতে পারে। এজন্য হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড করা তোমার কর্ত্তব্য-কার্য্য, তাহার দুঃস্থ পরিবারের প্রতি দয়া-প্রকাশ তোমার কর্ত্তব্য নহে।

বিনোদ। হাঁ——এখন বুঝিলাম। অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিলে কুরুবংশীয়েরা শত শত দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত। সুতরাং যুদ্ধদ্বারা কুরুবংশীয়দিগকে নিহত করাই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-কার্য্য হইল। পাপিষ্ঠ কুরুবংশীয়দের প্রতি দয়াপ্রকাশ করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-কার্য্য নহে। কিন্তু এ সব ত তুমি নিজের কথা বলিতেছ। ভগবদ্গীতার কথা বল না কেন।

গোপী। আমি ভগবদ্গীতার কথা বলিতেছি। অর্জ্জুন যখন ভ্রান্তদয়াবশে কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলেন, কৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ দিয়া কর্ত্তব্য-কার্য্য অভিমুখে পুনরানয়ন করিলেন। ভগবদ্গীতার ইহা বিষয়। এখন তুমি ভগবদ্গীতাকে—"কর্ত্তব্য-বিমুখের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন সম্বন্ধে উপদেশ" এই আখ্যা দিতে পার কি?

বিনোদ। পারি।

গোপী। এখন তবে কৃষ্ণ কি কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করা যাউক।

বিনোদ। কর। কিন্তু অগ্রে আমার একটী কথার উত্তর দিয়া লও।

গোপী। কি কথা?

বিনোদ। কৃষ্ণ, জগদীশ্বর হইয়াও এক পাণ্ডবের পক্ষে যোগ দিলেন কেন?

গোপী। কৃষ্ণ দুই পক্ষকেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তুত ছিলেনই বা কেন বলি? তিনি দুই পক্ষেরই সাহায্য করিয়াছিলেন দুর্য্যোধনকে তিনি বলদ্বারা সাহায্য করিলেন, পাণ্ডবদিগকে তিনি মন্ত্রণাদ্বারা সাহায্য করিলেন।

বিনোদ। কিন্তু ইহাতেও ত একটু পক্ষপাতিত্ব করা হইল।

গোপী। হইল বটে। কিন্তু কৃষ্ণ প্রথম প্রথম কুরুবংশীয়দিগকে মন্ত্রণাদ্বারা সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কুরুরা তাঁহার মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া শকুনিকে আপনাদের মন্ত্র-গুরুপদে

দীক্ষিত করিলেন। সুতরাং তিনি আর কুরুদিগকে মন্ত্রণা দিতেন না। কৃষ্ণকে যদি ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া মনে করিয়া লও তাহা হইলে এখানেও একটী স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাইবে।

বিনোদ। সে কিরূপ?

গোপী। পাপী ও পুণ্যাত্মা ইহাদের উভয়েরই মনে ধর্ম্মজ্ঞান বড় প্রবল থাকে। কিন্তু পাপীকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হয় বলিয়া, পাপীর ধর্ম্মজ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু পুণ্যাত্মার মনে ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমশঃই অধিকতররূপে বিকশিত হয়। যৎকালে ধার্ম্মিক পাণ্ডুদের সঙ্গে কৃষ্ণের বন্ধুতা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল তৎকালেই পাপী কুরুরা ক্রমশঃ কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। ইহার অর্থ এই যে ধর্ম্মজ্ঞান পাপীদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া পুণ্যাত্মার মনে আশ্রয়লাভ করিল।

বিনোদ। ঠিক্ বটে। ধর্ম্মজ্ঞানকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায় বোধ হয় না। কারণ ইংরাজীতেও বলে—'Conscience is the voice of God.' কিন্তু এসব বাজে কথা যাউক। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় কি কি উপদেশ দিয়াছেন, তুমি তাহার বৃত্তান্ত বিবরণ কর।

গোপী। করিতেছি। কিন্তু আজি আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে। আজি এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাক্। কালি আবার সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে এই কথার অবতরণা করা যাইবে।

বিনোদ। আচ্ছা তাই ভাল।

দ্বিতীয় দিন।

পরদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে গোপী ও বিনোদ পুনর্ম্মিলিত হইয়া একথা সেকথার পর ভগবদ্গীতাসম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন :—

গোপী। কর্ত্তব্য-বিমুখ অর্জ্জুন কার্য্যকালে ধনুঃশর ত্যাগ করিলে পর, কৃষ্ণ মনে করিলেন, অর্জ্জুন অব্যবস্থিতচিত্ততাহেতু এইরূপ করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন 'হে অর্জ্জুন এই বিষম সময়ে তুমি কেন এইরূপে মোহপ্রাপ্ত হইতেছ? এইরূপ মোহ অনার্য্যদিগেরই হওয়া সম্ভব। ইহাতে তোমার ইহকাল পরকাল উভয়ই লোপ হইবে। এইরূপ ক্লৈব্য (দীনভাব) তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি এই হেয় চিত্তদৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর।'

বিনোদ। অর্জ্জুন এই তিরস্কার শুনিয়া কি বলিলেন?

গোপী। অর্জ্জুন বলিলেন—'হে নাথ! বরং ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পরিপূরিত করিব, তথাপি এই মহাপাতকে আমি লিপ্ত হইতে পারিব না। যে যুদ্ধে জ্ঞাতি ও গুরুগণের রক্তপাত করিতে হয়, সে যুদ্ধে জয়ী হওয়া অপেক্ষা পরাজিত হওয়া অনেক ভাল।

বিনোদ। অর্জ্জুন মন্দ বলেন নাই। দেখা যাউক কৃষ্ণ ইহার কি উত্তর দেন।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ, অতএব অগ্রে তোমার সঙ্গে পণ্ডিতের ন্যায় তর্ক করা যাউক। পরে তোমার সঙ্গে সংসারীর ন্যায় তর্ক করিব।

বিনোদ। পণ্ডিত্তী তর্ক ও সংসারী তর্কে কিছু প্রভেদ অছে না কি?

গোপী। আছে বৈ কি। পণ্ডিতী তর্কে ভূমণ্ডলের আদ্যোপান্ত বুঝিয়া লইয়া তর্ক করিতে হয়। পণ্ডিতী তর্ক অতি বিস্তীর্ণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান। কিন্তু সংসারী তর্ক অপেক্ষাকৃত অনেক সঙ্কীর্ণ। যখন আমরা সভ্যতার নিম্নদেশে অবস্থান করি, তখন সংসারী তর্ক ভিন্ন অন্য কোনরূপ তর্ক অমাদের মনে উদিত হয় না। কিন্তু যখন আমাদের জ্ঞান বহুবিস্তৃত হয়, তখন আমাদের তর্কপ্রণালীও সংসারী অবস্থা ছাড়াইয়া পণ্ডিতী অবস্থায় প্রবেশ করে। সংসারী তর্ক বুঝি-বার জন্য কোন প্রকার জ্ঞান কি বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পণ্ডিতী তর্ক বুঝিবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন।

বিনোদ। বুঝিলাম। এখন তুমি কৃষ্ণের পণ্ডিতী তর্কের ব্যাখ্যা কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! তুমি অশোচ্য বিষয়ের জন্য শোক করিও না। পণ্ডিতেরা, মৃত বা জীবিত ইহাদের কাহারও জন্য শোক করেন না। কারণ জীবন মরণ এই সমস্ত কথা নিরর্থ। আমি তুমি আমরা তোমরা

চিরকালই জীবিত আছি ও থাকিব। মনুষ্য যেমন একবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যবস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আমরাও কখন বা একদেহ কখন বা অন্যদেহ ধারণ করি। দেখ যে অগ্নি শীতকালে সুখকর, সেই অগ্নি গ্রীষ্মকালে অতীব কষ্টকর। যে জল গ্রীষ্মকালে সুখকর, শীতকালে সেই জল অতীব কষ্টকর। সেইরূপ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি অবস্থাভেদে কখন বা সুখকর, কখন বা কষ্টকর। যুবার মৃত্যু কষ্টকর; বৃদ্ধের মৃত্যু সুখকর। জন্ম মৃত্যু যখন এত অনিত্য, এত অস্থির, তখন কেন তাহাদের জন্য শোক বা হর্ষপ্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য-কার্য্যে অবহেলা করিবে?'

বিনোদ। কৃষ্ণের এই পণ্ডিতী তর্ক শুনিয়া অর্জ্জুন কি বলিলেন?

গোপী। অর্জ্জুন কিছু বলিলেন না। কৃষ্ণই বলিতে লাগিলেন—'হে অর্জ্জুন! যদি তুমি মনে কর যে ইহাদের শোকে তোমার মৃত্যু হইতে পারে, তাহা হইলে তুমি বড় ভ্রান্ত। কেন না ইহাদের আত্মা যেমন নিত্য, তোমার আত্মাও ত সেইরূপ নিত্য। মনুষ্যের শরীর অনিত্য, কিন্তু তোমার ও ইহাদের সকলের আত্মাই অবিনাশী ও নিত্য। ফলতঃ এক আত্মা অন্য আত্মাকে বিনাশ করিতে যেরূপ অক্ষম, এক আত্মা অন্য আত্মা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেও সেইরূপ অসমর্থ। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; শরীর হত হইলেও আত্মা হত হয় না। আত্মা শস্ত্রে ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ

হয় না, জলে আর্দ্র হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না। আরও দেখ যদি আত্মা অনিত্যই হয়,তাহা হইলেও তোমার শোকের কোন কারণ দেখিতেছি না। যেখানে দেখা যাইতেছে যে জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, সেখানে এই অপরিহার্য্য ঘটনার জন্য শোক করা মূঢ়ের কার্য্য। আরও দেখ তুমি আত্মার আদিও দেখ নাই,অন্তও দেখিতে পাইবে না, শুদ্ধ ইহার মধ্যকাল দেখিয়া শোক করা অন্যায়।’

বিনোদ। তার পর?

গোপী। এইখানে কৃষ্ণের পণ্ডিতী তর্ক শেষ হইল। পণ্ডিতী তর্ক শেষ হইলে, তিনি সংসারী তর্ক আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন ‘হে অর্জ্জুন! আরও দেখ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই। তোমাদের এই যুদ্ধটি ন্যায়সঙ্গত ও ইহা তোমাদের অযত্ন-সংঘটিত। এ সুযোগ ছাড়িও না। যদি তুমি এই যুদ্ধে বিমুখ হও, তাহা হইলে তুমি স্বধর্ম্মত্যাগ-রূপ পাপে লিপ্ত হইবে। আর, সকলে তোমার নিন্দা করিবে। দেখ যশস্বী ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু, নিন্দা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। তুমি যুদ্ধ-বিমুখ হইলে অন্য অন্য ক্ষত্রিয়েরা তোমাকে ভীরু বলিয়া নিন্দা করিবেন। রণস্থলে যদি তোমার মৃত্যু হয়,তাহা হইলে তুমি স্বর্গে যাইবে, আর যদি রণস্থলে তোমার জয় হয়, তাহা হইলে তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবে। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধে লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে, ধর্ম্ম হইবে কি অধর্ম্ম হইবে, এসব বিচার না করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হও। এইরূপে যদি নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে তোমাকে কোনরূপ পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না।

বিনোদ। এখানে আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যদি কর্ম্ম করিতে হয় তাহা হইলে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিব কেন? কৃষ্ণের এই উপদেশটী যেন—'ধরি মাছ না ছুঁই পানি।'

গোপী। কৃষ্ণের যুক্তিগুলি শুনিয়া লও, পরে উপহাস করিও। কৃষ্ণ দেখাইতেছেন যে সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণের প্রথম যুক্তি এই যে সকাম কর্ম্মে নৈষ্ফল্য আছে, নিষ্কাম কর্ম্মে নৈষ্ফল্য নাই। যদি কোন দৈব কারণে কামনা নিষ্ফল হয় তাহা হইলে সকাম ব্যক্তির মনোবেদনার সীমা থাকে না। কিন্তু যিনি নিষ্কাম তাঁহার মনোবেদনার সম্ভাবনা নাই।

বিনোদ। ঠিক্ কথা। কিন্তু সকাম হইলে কর্ম্মে যেমন উদ্যোগ থাকে নিষ্কাম হইলে বোধ হয় তাহা থাকে না।

গোপী। কৃষ্ণ দ্বিতীয় যুক্তি দ্বারা একথারও খণ্ডন করিয়াছেন। যে সকাম, তাহার কামনা নানা দিকে প্রধাবিত হয়। সে কখনও বা ধনের কামনা করে, কখনও বা যশের কামনা করে। এখন, ধনের দিকে লোভ থাকিলে যশ উপেক্ষা করিতে হয়। আবার যশের দিকে লোভ থাকিলে ধনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি সকাম, সে সেইরূপ দোটানায় পড়িয়া কোনদিকেই বাঞ্ছনীয় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না।

বিনোদ। আর যে নিষ্কাম, সে অমৃতরস কূপমধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু খায়।

গোপী। না। সে কর্ত্তব্য-পথের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একদিকেই চলিতে থাকে।

বিনোদ। যে নিষ্কাম, তাহার আবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি? পৃথিবী পুড়িয়া যাউক না কেন, তাহাতেও তাহার ক্ষতি নাই।

গোপী। যে ষোল আনা নিষ্কাম তাহার পক্ষে এ কথা খাটে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকে কর্ত্তব্য-কার্য্যের সৌকর্য্যসম্পাদন করিবার জন্যই নিষ্কাম হইতে পারে।

বিনোদ। সে কিরূপ?

গোপী। শুন। এস্থলে নিষ্কাম বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে, তুমি তোমার নিজের সম্বন্ধে নিষ্কাম। কিন্তু তুমি অন্যের সম্বন্ধে বা পৃথিবীর সম্বন্ধে নিষ্কাম নহ। পৃথিবীর মঙ্গল তোমার প্রার্থনীয়। এবং তুমি জান যে কর্ত্তব্য সম্পাদন পৃথিবীর মঙ্গলের অনন্যভূত উপাদান। আবার তুমি ইহাও বুঝিতেছ যে নিষ্কাম না হইলে সুচারুরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন হয় না। এজন্য তুমি বলিবে মনুষ্যের নিষ্কাম হওয়া উচিত। এখানে তোমার নিষ্কামত্ব আলস্য বা ঘৃণার ফল নহে। তোমার নিষ্কামত্ব নিঃস্বার্থ পর-হিতৈষিতার ফল। অন্যের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিবে বলিয়া তুমি নিজের কামনা পরিত্যাগ করিলে। *

---

* অথবা নিষ্কামের এরূপও অর্থ করা যাইতে পারে। ধন মান সম্পদ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুর কামনাই কামনা; আর চিত্তশুদ্ধি, মোক্ষ, ঈশ্বর-প্রেম প্রভৃতির কামনা, কামনা হইলেও নিষ্কাম।

বিনোদ। ভাই! কৃষ্ণের এই মতটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। কোম্‌তেরও এই মত "Live for others" অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলসাধনার্থে নিজ জীবন ব্যয়িত কর। কৃষ্ণ এই মত সম্বন্ধে আর যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমস্ত আমার নিকট বিস্তারিতভাবে বর্ণন কর।

গোপী। বলিতেছি। এক্ষণে তুমি বুঝিলে যে নিষ্কাম কর্ম্ম সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। (১ম) নিষ্কাম কর্ম্মে সাফল্য বা বৈফল্যের স্থল নাই; (২য়) নিষ্কাম কর্ম্ম, অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হইলেও মনস্তাপের করণীভূত হয় না; (৩য়) নিষ্কাম কর্ম্ম একমাত্র কর্ত্তব্য-কার্য্যের দিকেই পরিচালিত হয়; সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে।

বিনোদ। হাঁ; বুঝিলাম। নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বও অঙ্গীকার করিয়া লইলাম।

গোপী। কিন্তু এস্থলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি নিষ্কাম কর্ম্ম সকাম কর্ম্মাপেক্ষা এত সহজ, সুখসাধ্য ও নিরবদ্য হয়, তাহা হইলে সকল লোকে নিষ্কাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করে কেন?

বিনোদ। মনুষ্য ভ্রান্ত অথবা মূর্খ তাই এইরূপ করে।

গোপী। কৃষ্ণ প্রায় ঐ কথাই বলিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিলেন—"মনুষ্য বেদের কদর্থবাদীদিগের কথায় অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এইরূপ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্ম কর, তাহা হইলে ইহকালে সুখ ও পরকালে স্বর্গলাভ করিবে। অধিকার বিচার

না করিয়া তাহারা এই সমস্ত আপাতরমণীয় কিন্তু পরিণামে বিষময় উপদেশ দিয়া মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কিন্তু হে অর্জ্জুন! তাহাদের এ কথায় বিশ্বাস করিও না। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মকৃৎ, তাঁহারাই প্রকৃত যোগী। যোগী সুখদুঃখের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে।"

বিনোদ। কৃষ্ণের এই কথায় অর্জ্জুন কি বলিলেন?

গোপী। অর্জ্জুন বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি যোগ ও যোগীর যে লক্ষণ করিলেন, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যোগীর স্পষ্টরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন।"

বিনোদ। কৃষ্ণ ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—'যে নিষ্কাম কর্ম্মকৃৎ, সেই প্রকৃত যোগী।' তবে আবার অর্জ্জুন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

গোপী। যোগীর সাধারণ অর্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কৃষ্ণ ইহার নূতন অর্থ করিলেন দেখিয়া অর্জ্জুন যোগীর প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন—'যিনি সর্ব্ব কাম পরাজিত করিয়াছেন, যিনি ভয়ক্রোধশূন্য, যিনি শুভপ্রার্থী নহেন, যিনি সর্ব্ববিষয়ে স্নেহশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়জিৎ, যিনি নির্ম্মল ও নিরহঙ্কার, তিনিই যোগী।'

বিনোদ। কৃষ্ণ ত এখানে কর্ম্মের কথা কিছুই বলিলেন না।

গোপী। না। সেই জন্যই অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'হে প্রভো! যোগী হইলে যদি এত মহান্ হওয়া যায়, তবে আমি যাহাতে যোগী হইতে পারি সেই চেষ্টা করি না কেন?

যাহাতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি সেই চেষ্টা করি না কেন? আমাকে কেন পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইতেছেন?'

বিনোদ। কৃষ্ণ ইহার কি উত্তর দিলেন?

গোপী। কৃষ্ণের উত্তরটি বড় সুন্দর। কিন্তু আজি রাত্রি অধিক হইয়াছে। আজি এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম করা যাউক; কল্য আবার এখান হইতেই কথা আরম্ভ হইবে।

বিনোদ। আচ্ছা তাই ভাল।



তৃতীয় দিন।

তৃতীয় দিবসে গোপীনাথ ও বিনোদ গঙ্গাতীরে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের কথোপকথন আরম্ভ হইল :—

বিনোদ। ভাল, অর্জ্জুন ত জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় হইতেই মুক্তিলাভ করা যায় এবং যদি জ্ঞান কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমি কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিব না কেন? কৃষ্ণ এ প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন। আমি ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন,—'হে অর্জ্জুন কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না।'

বিনোদ। কৃষ্ণের কথার প্রমাণ কি?

গোপী। শুদ্ধ বিদ্যাধ্যয়নে বা উপদেশশ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে তাহার দৃঢ়তা বা পরিপক্কতা নাই। সে জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। অল্পকারণে ঐ জ্ঞান বিলোড়িত বা বিনষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম্ম করিতে করিতে যে জ্ঞান জন্মে সহজে তাহার বিনাশ হয় না।

বিনোদ। সে কিরূপ?

গোপী। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ম। মনে কর তুমি পুস্তকাদি হইতে প্রণয়সম্বন্ধে কয়েকটী তত্ত্ব সংগ্রহ করিলে। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখিবে যে ঐ তত্ত্বগুলি অন্য অন্য মনুষ্যসম্বন্ধে প্রকৃত হইলেও তোমার সম্বন্ধে অপ্রকৃত। তাহার পরে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতে করিতে

বিনোদ। কৃষ্ণ তবে বলিতেছেন,—'হে অর্জ্জুন! তুমি প্রথমে জ্ঞানান্বেষণ করিও না। প্রথমে সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ কর। চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ের আয়োজন করা হইবে। ইহা আমি বুঝিয়াছি। এক্ষণে কৃষ্ণ আর কি বলিলেন তাহার বর্ণন কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন,—'চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন শুদ্ধ বৈরাগ্য হইতেও মুক্তিলাভ হয় না।'

বিনোদ। কেন?

গোপী। কৃষ্ণ নিজেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী কেহই বিনা কর্ম্মে ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সর্ব্বক্ষণ কর্ম্ম করিতেছেন। যাঁহারা সন্ন্যাসী বা বিরাগী হইয়া বাহিরে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারা মনে মনে ভোগ সুখের বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া থাকেন। এরূপ সন্ন্যাসীকে বিমূঢ়াত্মা ও কপটাচারী বলা যায়।'

বিনোদ। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যে এইরূপে মনে মনে বিষয়-সুখের চিন্তা করেন ইহার প্রমাণ কি?

গোপী। যে একেবারেই বিষয়সুখের আস্বাদন করে নাই সে বিষয়সুখের অসারতা বুঝিতে পারে না। বিষয়সুখের উপর ঘৃণা না জন্মিলে বিষয়সুখের ভাবনা পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু যে প্রথম হইতেই বিষয়সুখ পরিত্যাগ করে, তাহার মনে এরূপ ঘৃণার

উদয় হয় না। বিষয়সুখ দিল্লীর লাড়ু। যে খায় সে কেন খাইলাম বলিয়া পরিতাপ করে। যে না খায় সেও কবে খাইব, বা কেন খাইলাম না, বলিয়া পরিতাপ করে।

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে কৃষ্ণ আর কি বলিলেন,তাহাও বলিয়া যাও।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'যে ব্যক্তি সুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্কাম হৃদয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভে সক্ষম হন।'

বিনোদ। তার পর?

গোপী। কৃষ্ণ এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সম্বন্ধ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া কর্ম্মের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন —'হে অর্জ্জুন! তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম পরিত্যাগ হইতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান অনেক শ্রেষ্ঠ। বিনা কর্ম্মে তোমার দেহ ধারণও অসম্ভব হইবে। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে তাহারাই কর্ম্মজালে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। তুমি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর। কৃষ্ণ এইরূপে কর্ম্মমাহাত্ম্য প্রকটনার্থে অর্জ্জুনকে তিনটি পরামর্শ দিলেন যথা—

(ক) জ্ঞানান্বেষণ করিও না। বিনা কর্ম্মে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব।

(খ) বৈরাগ্য অবলম্বন করিও না। বিনা কর্ম্মে মন হইতে বিষয়সুখের আশা ও স্মৃতি পরিত্যাগ করা অসম্ভব। যাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তাহারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া রাখে

সত্য, কিন্তু তাহারাও মনে মনে বিষয়সুখের চিন্তা করে। এজন্য তাহাদিগকে বিমূঢ়াত্মা ও মিথ্যাচারী বলা যায়।

(গ) নিষ্কামচিত্তে কর্ম্ম আচরণ কর। তাহা হইতেই প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিবে।

বিনোদ। অর্জ্জুন ইহার উত্তর কিছু বলিলেন কি না ?

গোপী। অর্জ্জুন কিছু বলিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ কর্ম্মমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটী যুক্তি প্রয়োগ করিলেন। আমি এক একটি করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন—"পূর্ব্বকালে প্রজাপতি প্রজা ও যজ্ঞ উভয়ই এককালে সৃজন করিয়া প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হও। যজ্ঞ তোমাদের কামনা পূর্ণ করুক। যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণের উপকার করিবে এবং এই যজ্ঞ হেতুই দেবগণ তোমাদের উপকার করিবেন। এইরূপে তোমরা ও দেবতারা পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে।"

বিনোদ। কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া এখানে আবার কিরূপে বলিলেন যে যজ্ঞ তোমাদের কামনা পূর্ণ করুক ?

গোপী। কৃষ্ণ প্রজাপতির কথা উদ্ধৃত করিতেছেন। কৃষ্ণ যেন বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! দেখ প্রজাপতিও কর্ম্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন।" কৃষ্ণ দেখাইতেছেন যে তাঁহার কর্ম্মতত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। ফলতঃ কৃষ্ণের প্রত্যেক উক্তিই হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। ইহা সকলের নিকট সুন্দররূপে প্রতিভাত করিবার

জন্য কৃষ্ণ শাস্ত্র হইতে নিজ মত সমর্থিত করিতেছেন। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণের দ্বিতীয় যুক্তির কথা শুন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'অর্জ্জুন! প্রাণিহিতরত দেবগণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমাদিগকে বৃষ্টি প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। তোমাদেরও উচিত যে তোমরা দেবপ্রীত্যর্থে কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।'

বিনোদ। কৃষ্ণের এই যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিলাম না।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, স্বর্ণে ও মৃত্তিকায় বিনিময় হয় না। স্বর্ণের সহিত স্বর্ণের ও মৃত্তিকার সহিত মৃত্তিকার বিনিময় হওয়া উচিত। মনুষ্য সাধারণতঃ দেবতাদিগকে ধ্যানধারণা প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। যদি দেবতারা শুদ্ধ চিন্তা বা ইচ্ছা দ্বারা মনুষ্যের উপকার করিতেন,তাহা হইলে মনুষ্যও নিজ চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর কর্ম্ম দ্বারা প্রাণিগণের উপকার করিতেছেন, সেখানে প্রাণিগণেরও উচিত যে কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করে। অন্ততঃ এজন্য মনুষ্যের কর্ম্ম করা উচিত। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'যাহারা দেবতাদিগের নিকট হইতে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম প্রত্যর্পণ না করে, তাহারা চোর। যাঁহারা দেব-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া পরে আত্মজীবন ধারণের চেষ্টা করেন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাঁহারা আত্মোদর পরিপূরণের জন্যই সংসারে বাস করেন, দেবপ্রীতির চেষ্টা করেন না, তাঁহারা পাপভোজী।'

তুমি এস্থলেও দেখিবে যে কৃষ্ণ কর্ম্মের নিষ্কামত্ত সংরক্ষণ করিয়া-

ছেন। দেব-প্রীত্যর্থে বা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম কর, নিজের জন্য কর্ম্ম করিও না, ইহাই কৃষ্ণের উপদেশ।

বিনোদ। কৃষ্ণের দ্বিতীয় যুক্তির কথা বুঝিলাম। এক্ষণে তৃতীয় যুক্তির অবতারণা কর।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন,—'হে অর্জ্জুন! সংসার-চক্রের' কথা ভাবিয়া দেখিলেও কর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। দেখ পরমব্রহ্ম সকল পদার্থের মূল। পরমব্রহ্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণিগণের উদ্ভব হইতেছে। যে এই সংসারচক্রের গতির সাহায্য না করে, সেই ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব পাপাত্মার জীবন বৃথা।

বিনোদ। সংসার-চক্র কি বলিতেছ আমি বুঝিতেছি না।

গোপী। সংসার-চক্র জীবনীশক্তিবিশিষ্ট একটি যন্ত্রস্বরূপ। ইহার প্রত্যেক অংশের মূল্য ও ব্যবহার আছে। যদি কোন কারণ-বশতঃ এই মহাযন্ত্রের কোন অংশ কোনরূপে নিজ কার্য্য হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে এই যন্ত্রের গতিরোধ হইবে। প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক পরমাণু সংসার-চক্রের গতির সাহায্য করিতেছে। যদি কোন মনুষ্য আলস্যবশতঃ বা অন্য কোন কারণে নিজ করণীয় কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রকারান্তরে সংসার-চক্রের গতির ব্যাঘাৎ সমুৎপাদন করেন। অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও অর্জ্জুনের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

বিনোদ। কৃষ্ণের এই যুক্তিটি বড় হৃদয়গ্রাহিণী। সংসারকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও চক্র (organism) বলিয়া বর্ণনা করেন।

কিন্তু কৃষ্ণ এই চক্রের যে যে অংশগুলির নাম নির্দ্দেশ করিলেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সেই সব অংশের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

গোপী। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের সাধারণ যুক্তি অক্ষুণ্ণই থাকিতেছে। কালসহকারে সংসার-চক্রের বিবরণ অধিকতর পরিস্ফুট রূপ জানা যাইতেছে। আবার আরও কয়েক শতাব্দী পরে এতৎসম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণের যুক্তিটী চিরকালই বলবতী থাকিবে। যদি সংসার-চক্র যন্ত্রস্বরূপ হয়, তাহা হইলে এ যন্ত্রের প্রত্যেক অংশের কার্য্য করা উচিত। তুমি আমি, বৃক্ষ লতা,ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত আমাদের সকলের কর্ম্মের উপর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের জীবন ও গতি নির্ভর করিতেছে। তুমি আমি কেহই কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারি না।

বিনোদ। আমি কৃষ্ণের যুক্তির অমান্য করিতেছি না। কিন্তু কৃষ্ণ সংসার-চক্রের যে যে অংশের নাম করিলেন আমি তাহাদের অর্থও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।

গোপী। উহাদের অর্থ ভাল করিয়া না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। তথাপি তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমি সংক্ষেপে উহাদের ব্যাখ্যা করিতেছি। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপী পরব্রহ্ম সকল পদার্থের মূল। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পরব্রহ্মের অংশবিশেষ। পরব্রহ্ম নিশ্চেষ্ট কিন্তু ব্রহ্মা কর্ম্মময়। এ জন্য ব্রহ্মাকে কর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যজ্ঞ কর্ম্মের প্রকার-ভেদ মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে যতরূপে কর্ম্ম করা যায়, যজ্ঞ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

বিনা কর্ম্মে যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ আহরণ, পুষ্পচয়ন, ব্রাহ্মণান্বেষণ, ঘৃতায়োজন প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে হয়, এজন্য কর্ম্মকে যজ্ঞের মূল বলা হইয়াছে। যজ্ঞোদ্ভূত বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। যদি প্রতিগৃহে হোম করা হয় তাহা হইলে ঐ বাষ্প হিমালয়ের পার্শ্বে আবদ্ধ থাকিয়া মেঘের উৎপত্তি করিতে পারে। পরে মেঘ হইতে জল, জল হইতে শস্য, শস্য, হইতে প্রাণীর উদ্ভব হইতে পারে। এই রূপে বুঝিতে হইবে সংসার-চক্র প্রতি নিয়ত ঘূর্ণ্যমান হইতেছে।

বিনোদ। বুঝিয়াছি কোন ইংরেজ পণ্ডিত কৃষ্ণের এই সংসারবর্ণনা শুনিলে পরিহাসপরায়ণ হইয়া হিন্দুশাস্ত্রমাত্রের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তুমি কৃষ্ণের যুক্তির অসার অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সার অংশ গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম।

গোপী। ইংরেজদের কথা বলিও না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Indo Aryans' পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে ইংরেজদের মতে আমাদের দেশে পূর্ব্বে অট্টালিকা ছিল না, শিল্পকার্য্য ছিল না, ভাস্করবিদ্যা ছিল না। আবার মিলপ্রণীত ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে যে আমাদের দেশে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না। মেকলে সাহেব ত বলিয়াছিলেন যে আমাদের নীতি নাই, কিন্তু দুর্নীতি আছে। এবার হয় ত কোন পণ্ডিত বাহাদুর প্রমাণ করিবেন যে আমাদের দেশে নদী পর্ব্বত বৃক্ষাদি কিছুই নাই, টেমস নদীর জল লইয়া গঙ্গার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে, আল্‌পস পর্ব্বতের

দুই একটা প্রস্তরখণ্ড একত্রিত হইয়া হিমালয় গঠিত হইয়াছে, এবং একটা বায়স ওক বৃক্ষের ফল খাইয়া ভারতবর্ষে উড়িয়া আসিয়াছিল, তাই ভারতবর্ষে বট ও অশ্বত্থের জন্ম হইয়াছে। পরাধীন জাতির মনুষ্যত্ব থাকে না। তাই তোমরা দেশীয় পণ্ডিতের অপমান করিয়া কুসংস্কারান্ধ, আত্মাভিমানী, বাচাল, ইংরেজ পণ্ডিতের নিকট হইতে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়াস কর। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণের চতুর্থ যুক্তির বিষয় শ্রবণ কর। তুমি যে মনোযোগ দিয়া এখনও আমার কথা শুনিতেছ এজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

বিনোদ। তোমার সম্বন্ধে আমার যে বক্তব্য তাহা আমি পরে বলিব। এইক্ষণে তুমি কৃষ্ণের চতুর্থ যুক্তির কথা বল।

গোপী কৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! পৃথিবীতে সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। কেবল যিনি চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, যাঁহার আত্মাতেই আনন্দ, যাঁহার আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার করণীয় কার্য্য নাই। কার্য্য করিলে তাঁহার পুণ্য হয় না, কার্য্য না করিলে তাঁহার পাপ হয় না। তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি প্রথমে সংসারে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি করণান্তর পরে এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন তাঁহার করণীয় কার্য্য নাই। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকলেই কার্য্য করিতে বাধ্য।"

বিনোদ। এ যুক্তিতে নূতন কথা বড় কিছু নাই।

গোপী। না। এক্ষণে পঞ্চম যুক্তির কথা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ম্ম-

সাধুভাষায় গালাগালি দিতে পারি।' ফরাশিশ রাজবিদ্রোহের সময় প্রজারা সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাব এই তিন মহৎ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিল। কিন্তু ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাদের এই লাভ হইল যে,তাহারা অক্ষুণ্ণহৃদয়ে হাসিতে হাসিতে পিশাচের ন্যায় অবলা কুলবধূ ও অপোগণ্ড শিশুর প্রাণহত্যা করিয়া সভ্যতা ও স্বাধীনতা নামের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিল। এইরূপে দেখিতে পাইবে যে সহজেই স্বভাব অনুসারে জ্ঞানের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান অনুসারে স্বভাবের ব্যতিক্রম একবারে অসম্ভব না হইলেও দুরূহ, বহুকালসাপেক্ষ, ও বহ্বায়াসসাধ্য। এস্থলে অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে তাহার নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া শ্রেয়ঃ। এই জন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'যে অজ্ঞানী, তাহার স্বভাবই এই যে সে সকামচিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে ঐরূপেই কর্ম্ম করিতে দাও। তাহার বুদ্ধিবিচালন জন্মাইও না।'

বিনোদ। অর্থাৎ কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, যে পশু, সে পশুই থাকুক তাহাকে মনুষ্য করিবার প্রয়োজন নাই?

গোপী। হাঁ প্রায় ঐ কথাই বটে। কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে গাধা ঘোড়া হইবে না। গধা গাধাই থাকুক। যদি উহাকে ঘোড়া করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে উহার গাধাত্বও নষ্ট হইবে এবং ঘোটকত্বও লাভ হইবে না। আজিকালি সাম্যের দিনে এই বৈষম্যের কেহ অনুমোদন করিবে না। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে বৈষম্যই স্বাভাবিক, সাম্য কবিকল্পনা মাত্র। সে যাহা হউক,কৃষ্ণ

পণ্ডিত মূর্খে আরও কি কি প্রভেদ করিলেন, শুনিয়া যাও। কৃষ্ণ বলিলেন—'আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ স্বভাববশে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু যাহারা মূর্খ, তাহারা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আপনাদিগকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। আর যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্মকর্ত্তা। তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়া কর্ম্মে আসক্ত হইয়া পড়েন না।' অর্থাৎ পণ্ডিত ইন্দ্রিয়কে কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন। মূর্খ ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। পণ্ডিতে ও মূর্খে এই মাত্র প্রভেদ

বিনোদ। মূর্খে ও পণ্ডিতে অনেক প্রভেদ। তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কৃষ্ণ আর কি বলিলেন তাহা বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—'জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। স্বভাবের গতিরোধ করা অসম্ভব। স্বভাবতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কতকগুলি বিষয়ে অনুরক্ত ও কতকগুলি বিষয়ে বিরক্ত। ইন্দ্রিয়সকলের স্বাভাবিক গতির অবরোধ করা উচিত নয়। তবে ইন্দ্রিয়বশও হইবে না। যে ইন্দ্রিয়বশ সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।

বিনোদ। ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতিরোধ করিও না ও ইন্দ্রিয়ের বশও হইও না, এ দুইটি মতের সামঞ্জস্য কোথায়?

গোপী। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রাবল্য বশতঃ যে কার্য্যে তোমার

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সে কার্য্য তুমি কর। কিন্তু ইহাও তোমার বুঝা উচিত যে তুমি এই সমস্ত কার্য্য করিতেছ না, তোমার ইন্দ্রিয়সমস্তই তোমাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত তোমার ঐক্য সংস্থাপন করিও না। ইন্দ্রিয় হইতে অন্ততঃ মনে মনে তোমার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখ। এইরূপে প্রথমে ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে যতই তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইবে ততই তুমি ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবে। সেতুবন্ধনদ্বারা নদীর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিও না। নৌকা প্রস্তুত করিয়া নদীর সাহায্যে অভীপ্সিত পারে গমন কর। স্বভাবের সহিত কলহ না করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম-সাহায্যে স্বভাবের উপর আধিপত্য সংস্থাপন কর।

বিনোদ। তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গোপী। যখন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া নদী তরঙ্গাকুল হয় তখন নাবিক কিরূপ আচরণ করে ভাবিয়া দেখ। নাবিক যদি স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে তখনি জলমগ্ন হয়। এজন্য সে স্রোতের অভিমুখেই নৌকা প্রবাহিত করে। কিন্তু ঐ ঝটিকা মধ্যেও সে নিজ স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে না। স্রোতের অভিমুখে যাইয়াও নিজ স্বতন্ত্রের ব্যবহার করিয়া নিজ প্রাণরক্ষা করে। এইরূপে সংসারী লোকেরা স্বাভাবিক গতির অনুসারে চলিয়াও নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবেন, পরে ঐ স্বাতন্ত্র্যের অল্লাধিক ব্যবহারে নিজ নিজ প্রাণরক্ষা করিবেন।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—'এইরূপে নিজ স্বভাব অনুসারে চলিয়া যদি নিধন প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি অন্যের স্বভাব অনুকরণ করা অবিধেয়।'

বিনোদ। যদি অন্যের স্বভাব অনুকরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ঐ অনুকরণকে গর্হিত বলিবে কেন?

গোপী। এক জন অন্যের স্বভাব অনুকরণ করিতে অসমর্থ। কোন্ বাঙ্গালী ইংরাজের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে? আর কোন্ ইংরাজেই বা বাঙ্গালীর অনুকরণ করিতে পারে? নিজ স্বভাব অনুসারে চলিলে যেখানে পাঁচ বৎসর জীবন রক্ষা হইবে, অন্যের স্বভাবের অনুকরণ করিলে সেখানে এক বৎসরের মধ্যেই জীবন শেষ হইবে। আর সংসারের এমনই সুশৃঙ্খলা যে সকলে যদি সে যাহার স্বভাবের মতে চলিতে পায় তাহা হইলে কাহারও বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিনোদ। কিন্তু কৃষ্ণের এই যুক্তির সহিত পাপপুণ্যের কি সম্বন্ধ? যদি পাপ করাই আমার স্বভাব হয়, তাহা হইলে কি আমি পাপই করিতে থাকিব?

গোপী। পাপ করা কাহারও স্বভাব হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন অনেক সময় পাপের দ্বারা পুণ্যের পথ পরিষ্কৃত হয়। জগাই মাধাই, বিল্বমঙ্গল, অজামিল, বাল্মীকি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সে যাহা হউক অর্জ্জুন এতৎসম্বন্ধে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হে বার্ষ্ণেয়! আমরা পাপ করি কেন? যদি স্বভাবই পাপের মূল হয় তাহা হইলে আবার পাপে অনিচ্ছা হয় কেন?' পাপপুণ্যের সহিত

স্বভাবের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন,—'কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত পাপ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ রজোগুণ ও সত্বগুণ উভয়ই এককালে মনুষ্যহৃদয়ে কার্য্য করে। রজোগুণ প্রবল হইলেও সত্বগুণ দুর্ব্বলভাবে হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করে। এজন্য পাপ করিতে করিতেও মনুষ্যের পুণ্যের দিকে কথঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকে। প্রথমে রজোগুণ প্রবল ও সত্বগুণ দুর্ব্বল থাকে, পরে কালসহকারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হইলে সত্বগুণ প্রবল ও রজোগুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অগ্নি প্রজ্বলিত করার সময়ে প্রথমে ধূমের প্রাবল্য ও অগ্নির দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হয়। পরে ধূমের দৌর্ব্বল্য ও অগ্নির প্রাবল্য সঞ্চারিত হয়। প্রথমে জরায়ু প্রবল ও জরায়ুজ সন্তান দুর্ব্বল থাকে, পরে সন্তানের বলাধান হইলে জরায়ুর বিনাশ ও সঙ্কোচ হয়। প্রথমে দর্পণ ধূলিরাশি দ্বারা আবৃত থাকে। পরে যত ধূলির হ্রাস হয়, ততই দর্পণের আভা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে যদিও মনুষ্যের মনে প্রথমে পাপই প্রবল থাকে সত্য, তথাপি কালসহকারে পাপের বিনাশ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়। ইহাই মনুষ্যের স্বভাব। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সংসারে থাকিয়া এই স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করিতে করিতেও অল্পে অল্পে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিতে শিক্ষা করেন। প্রথমে ইন্দ্রিয়কে * বশ করিতে হয়। ইন্দ্রিয় বশ হইলে পরে

---

* ইন্দ্রিয়—Senses.

মনকে* বশ করিতে হয়। মন স্বায়ত্ত হইলে বুদ্ধি, ও বুদ্ধি স্বায়ত্ত হইলে, আত্মাকে স্বায়ত্ত করিতে হয়। যিনি এইরূপে নিজ চেষ্টায় আত্মাকে বশ করিতে পারেন তিনিই কামকে বশ করিতে পারেন।' শুদ্ধ সংসারত্যাগে ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয় না।

বিনোদ। আজি অনেক কথা হইল। আজি এখানেই ক্ষান্ত হও।

গোপী। তাই ভাল।

* মন = Volitional part of mind.

বুদ্ধি = Consciousness, or mind in general, or the faculty of judgment.

আত্মা = Self or ego.

চতুর্থ দিন।

বিনোদ। আজি কিসের কথা বলিবে?

গোপী। আজিকার সর্ব্ব প্রধান কথা জাতিভেদ। কি উদ্দেশ্যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং জাতিভেদ হইতে কি কি ফল সমুদ্ভূত হইতেছে, অদ্য কৃষ্ণ তাহার ব্যাখ্যা করিবেন। কৃষ্ণের প্রথম কথাটি কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। কৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমিই জাতিভেদের কর্ত্তা সত্য, কিন্তু আমাকে জাতিভেদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না।'

বিনোদ। কৃষ্ণ, বোধ হয়, হেগেল প্রণীত দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হেগেলের মতেও যিনি কর্ত্তা তিনিই অকর্ত্তা। কিন্তু তথাপি Warburton is greater than Pope এবং কৃষ্ণের ভাষ্যকার কৃষ্ণ অপেক্ষা বিচক্ষণ।

গোপী। আমি আজি কালির কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য বিশ্বাস দেখিতেছি। সংস্কৃতে কিম্বা বাঙ্গালায় যদি কোন কঠিন তত্ত্বের আলোচনা থাকে, তাহা হইলে ইংরেজীওয়ালা বাঙ্গালিরা অল্পমাত্র মস্তিষ্কের বিলোড়ন না করিয়াই সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ ঐ তত্ত্বগুলি ভ্রমাত্মক। কিন্তু ঐ সমস্ত তত্ত্বই আবার যদি কোন ইংরাজী পুস্তকে বাহির হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কৃতবিদ্য মহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ উহার সমর্থনের জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য বিচলিত করিয়া

ফেলেন। ইংরেজী-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সংস্কৃতের তত্ত্বগুলি বুঝিবার জন্য সেইরূপই হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি তোমারমত লোকেও সংস্কৃতের জন্য অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে কাতর হয়, তাহা হইলে আর কাহাকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করা যাইতে পারে?

বিনোদ। তুমি মনে করিও না যে ভয় দেখাইয়া বা কাতরোক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাকে তর্কে নিরস্ত করিবে। যতক্ষণ না তুমি কৃষ্ণের উক্তিটিকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, ততক্ষণ আমি উহাকে ভ্রান্ত বলিয়া উপহাস করিব।

গোপী। যাহার মনে ভক্তি ও বিশ্বাস নাই, সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণ কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিলেন—'আমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা প্রবর্ত্তিত করি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় হয় নাই, যখন আমি সমস্ত হিন্দুদিগকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম। তবে আমি হিন্দুসমাজে অথবা হিন্দুদের মধ্যে যে শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম, সেই শক্তিপ্রভাবেই কালসহকারে সমাজমধ্যে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমি জাতিভেদের কর্ত্তা নহি বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে আমিই এই শ্রেণীবিভাগের কর্ত্তা।'

বিনোদ। এই ত বেশ বুঝিলাম। এইরূপে বুঝাইয়া দিলেই ত চলিত। আমার উপর বৃথা এতগুলি বাক্য ব্যয় করিলে কেন?

গোপী। তুমি উপহাস করিতেছিলে বলিয়া আমি কিছু ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলাম। উপহাস সত্যানুসন্ধানের প্রধান অন্তরায়। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ জাতিভেদের যেরূপ কারণ ব্যাখ্যা করিলেন, তুমি কি তাহা স্বীকার করিয়া লইলে ?

বিনোদ। না।

গোপী। কেন ?

বিনোদ। আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণেরাই এই জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহার অর্থ কি ?

গোপী। ব্রাহ্মণেরাই যে জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা প্রায় সকল ঐতিহাসিকেরাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস আর হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার নিজের কথা তোমার নিকটে অসার বলিয়া বোধ হইবে। এজন্য আমি তোমার জন্য স্পেনসার হইতে দুই চারিটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

"You need but to look at the changes going on around, or observe social organisation in its leading peculiarities to see that these are neither supernatural, nor are determined by the wills of individual men as by implication historians commonly teach ; but are consequent on general natural causes. The one case of the division of labour suffices to show this." (Spencer's Essays Vol. I. P 385.)

ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা জাতীভেদ-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে বলিলে এক অতি অসম্ভব কথা বলা হয়।

বিনোদ। কেন?

গোপী। যে দিন ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, সেই দিনের কথা মানসচক্ষে ভাবিয়া দেখ দেখি। মনে কর এক বিস্তৃত প্রান্তরে পঞ্চাশৎ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। এখন রাজা বা রাজসভাসদগণ কিরূপে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করিবেন। মনে কর রাজা বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা কর, তাহারা আমার ডানি দিকে উপবেশন কর।' ভাবিয়া দেখ দেখি কয়জন ব্রাহ্মণ হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে? তাহার পর মনে কর রাজা বা রাজদূত বলিয়াছিলেন—যে 'যাহারা শূদ্র হইতে ইচ্ছা কর, তাহারা আমার বাম দিকে আইস।' এখন ভাবিয়া দেখ দেখি কয়জন শূদ্র হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে? ভাবিয়া দেখ দেখি কয়জন উচ্চশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া নিম্নশ্রেণীতে পরিণত হইবে? আর যদি তুমি বলপূর্ব্বক সমান পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও বা উচ্চশ্রেণীতে কাহাকেও বা নিম্নশ্রেণীতে পরিগণিত করাও, তাহা হইলে তোমার ঐ স্বকৃত বিভাগ কয় দিন সমাজে বলবান্ থাকিবে? এ সম্বন্ধে স্পেন্‌সার যাহা বলেন, তাহাও না হয় বলি, শুন।

"The failure of Cromwell, permanently to establish a new social condition, and the repaid revival of suppressed institutions and practices

after his death, show how powerless is a monarch to change the type of the society which he governs. He may retard, he may disturb, or he may aid the natural process of organisation, but the general course of his process is beyond his control." (Spencer's Essays Vol. I. p 387—388).

বিনোদ। তোমার ন্যায় বাগ্‌বিশারদ আমি আর দেখি নাই। তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে রোমে রাজারা 'সেন্‌সার' নিযুক্ত করিয়া প্রজাদের শ্রেণী বা জাতি নির্দ্দেশ করিতেন? 'সেন্‌সারের' কথায় একব্যক্তি নিজ শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে অবনীত বা উন্নীত হইতে পারিত। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, রাজার ইচ্ছায় প্রজাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ হইয়া যাইত।

গোপী। আমি 'সেন্‌সার' দিগের কথা ভুলি নাই। কিন্তু 'সেন্‌সারেরা' জাতিভেদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। রোমের পঞ্চম রাজা সারবিয়স্ টলিয়সের সময় 'সেনসার' পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। যদি 'সেন্‌সারেরা' জাতিভেদের স্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে রমুলসের সময় হইতেই উহাদের অস্তিত্ব দেখা যাইত। তদ্ভিন্ন 'সেন্‌সারের' কার্য্য-প্রণালী দেখিলেও তাঁহাদিগকে শ্রেণীবিভাগের স্রষ্টা বলিয়া বোধ হয় না। 'সেন্‌সারগণ' রোমের অধিবাসীদিগকে তাহাদের নাম, জাতি, ব্যবসায়, সম্পত্তি, গোত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহারা নিজেই যদি শ্রেণীবিভাগের কর্ত্তা হইলেন, তাহা হইলে এরূপ প্রশ্ন কখনই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন

না। ফলতঃ পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক নিয়মবলে রোমের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। 'সেন্সারেরা' ঐ সমস্ত শ্রেণী বিধিবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন। অন্য অন্য সমাজেও ঐরূপে ক্রমে আপনা হইতেই শ্রেণী বিভাগ সংগঠিত হয়। পরে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও শ্রেণী বা ব্যবসাগত অসুবিধা দূরীকরণার্থে ঐ শ্রেণীগুলি ভিন্ন পুস্তকে লিখিত ও বিধিবদ্ধ করা হয়। হিন্দুসমাজেও কালসহকারে সমাজ-নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সংগঠিত হইয়াছিল। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি পুস্তকে সেই গুলি সুশৃঙ্খলরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিনোদ। তোমার সঙ্গে কথায় কেহ আঁটিতে পারিবে না। এতকাল ধরিয়া লোকে ব্রাহ্মণকে জাতিভেদের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, তুমি আজি আবার কোথা হইতে তাহার এক বিপরীত অর্থ করিয়া বসিলে।

গোপী। ইংরেজেরা এদেশের বিন্দুবিসর্গের সংবাদ না রাখিয়াই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভ্রমাত্মক হইবারই কথা। কিন্তু সর্ব্বত্রই সংস্কৃতশাস্ত্রে দেখিবে যে ব্রহ্মা অর্থাৎ জগদীশ্বর, অথবা সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই জাতিভেদের সৃষ্টি করেন। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'ময়া সৃষ্টং'। ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন শাস্ত্রেই এ অদ্ভুত মতের উল্লেখ দেখিতে পাইবে না।

বিনোদ। তুমি বলিতেছ যে স্বাভাবিক নিয়মবলেই হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যে স্বাভাবিক নিয়মে ভারত-

বর্ষের জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইল, সেই স্বাভাবিক নিয়মে ইংলণ্ডে জাতিভেদ বা শ্রেণীবিভাগ হইল না কেন?

গোপী। ইংলণ্ডেও যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে ও হইতেছে স্পেন্সার তাহার সাক্ষী। স্পেন্সার বলিতেছেন—

"Some men have become manufacturers, others have remained cultivators of soil. In Lancashire, millions have devoted themselves to the making of cotton fabrics. In Yorkshire, another million lives by producing woollens; and pottery of Sheffield, the hardware of Birmingham severally occupy their hundreds of thousands. These are large facts in the structure of English Society; but we can ascribe them neither to miracle, nor to legislation." (Essays Vol. I. p. 385). এইরূপে ইজিপ্ত, পারস্য, গ্রীশ, রোম সকল দেশেই জাতিভেদের অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখিবে। কোন এক সমাজের আদ্যন্ত বিবেচনা করিলে তিনটি অবস্থা দেখিতে পাইবে। প্রথম, বাল্যাবস্থা। এ অবস্থায় মনুষ্যে মনুষ্যে বড় প্রভেদ থাকে না, সকলেই একই প্রকার কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখে। দ্বিতীয়, যৌবনাবস্থা। এই অবস্থায় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হইয়া, অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত হইয়া সমাজের বলাধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। তৃতীয় বৃদ্ধাবস্থা।

এই অবস্থায় এক একটি করিয়া সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্খলিত হয়। প্রথমে চক্ষু, পরে কর্ণ, পরে দন্ত, পরে হস্তপদাদি সমস্ত শিথিল হইয়া আইসে এবং সমাজ তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যতদিন জাতিভেদ প্রবল থাকে, ততদিন সমাজের বিনাশ নাই। কিন্তু যখন শ্রেণীবিভাগ নষ্ট হয়, সকল মনুষ্য একই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে যায়, তখনই সমাজের উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হয়। এই জন্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা 'একাকার' হওয়াকে এত ভয় করিতেন। যে দিন হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য না করিয়া সকলেই উকীল, ডাক্তার ও বেতনভোগী ভৃত্য হইবার ইচ্ছা করিবে, সেই দিন জানিও হিন্দুসমাজের অন্তিম-দশা উপস্থিত হইয়াছে।

"......Last scene of all
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything."

হিন্দুসমাজে, অন্ততঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে, বোধহয় সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।

বিনোদ। তোমার মতগুলি বড় ভয়ঙ্কর। শুনিলে হৃৎকম্প হয়। কিন্তু আমি তোমার মতে বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের প্রধান ও দুরপনেয় কলঙ্ক।

গোপী। কি আশ্চর্য্য! শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা তোমার

মনে যে সংস্কার দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন, স্পেন্‌সারের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেও সে সংস্কার দূর করিতে পারিলেন না। এই সমস্ত দেখিয়াও যে বলে, পাদ্রীরা আমাদের দেশে কিছু করিতে পারে নাই, সে ভ্রান্ত।

বিনোদ। কিন্তু স্পেন্‌সার কোথায় বলিয়াছেন যে জাতিভেদ থাকিলে উন্নতি হয়, কিংবা জাতিভেদ না থাকিলে সমাজের অবনতি হয়?

গোপী। স্পেন্‌সারের 'শোশিয়লজি' নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে তোমার কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না। আপাততঃ স্পেন্‌সার হইতে আরও দুইটী বচন উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয় তাহাদ্বারাই তোমার সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে।

"Social progress is supposed to consist in the produce of a greater quantity and variety of the articles required for satisfying men's wants ; in the increasing security of person and property ; in widening freedom of action ; where as rightly understood, social progress consists in those changes in the structure of social organism which have entailed these consequences."

বিনোদ। তুমি 'স্পেন্‌সার' 'স্পেন্‌সার' করিয়া পাগল করিলে। কিন্তু একটা মোটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি জাতিভেদ

সমাজের উন্নতির কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে জাতি-ভেদ সত্ত্বেও এত অনিষ্ট হইল কেন ?

গোপী। বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু অনিবার্য্য। মনুষ্য সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়াও সমাজকে বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ঐ যে সম্মুখে পুষ্পপত্রশোভিত বৃক্ষটি দেখিতেছি, কাল-সহকারে উহাও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ফলতঃ সংসারস্থ সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ও বিনাশ হইয়া থাকে। সংসারের কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। যখন সমস্ত বস্তুই এই তিন জন কর্ত্তার অধীনে উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, ও বিনষ্ট হইবে, তখন হিন্দুসমাজও যে নিজের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও কালসহকারে জীর্ণ, শীর্ণ, স্থবির, ও চলৎশক্তিহীন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? জাতিভেদে হিন্দুসমাজের অবনতি হইয়াছে তাহা নহে, জাতিভেদ সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের অবনতি হইয়াছে বলাই যুক্তিসঙ্গত।

"The boast of heraldry, the pomp of power,
And all that beauty, all that wealth e'er gave,
Await alike the inevitable hour,
The paths of glory lead but to the grave."

সংস্কৃতেও এরূপ শ্লোকের অভাব নাই। কিন্তু আমি এতক্ষণ কেবল তোমার কথার উত্তর দিতেছি মাত্র। জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কি কি ধারণা তাহা স্পষ্টরূপে সামূল বর্ণনা করি নাই। এক্ষণে আমার ধারণাগুলি কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

আমার প্রথম ধারণা এই যে ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। কালসহকারে হিন্দুসমাজের কলেবর ও আয়তন বর্দ্ধিত হইলে হিন্দুগণ স্বাভাবিক নিয়মবলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসার মধ্যে যে গুলি অর্থকর অনেকেই সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যতদিন কৃষিকার্য্যে অর্থাগমের সুবিধা থাকে, ততদিন সকলেই কৃষক হয়, আবার অধিক লোকে কৃষক হইলে উহাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন আবার কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণিজ্য ব্যবসা অবলম্বন করে। এইরূপে যুদ্ধ বা বিগ্রহের সময় কৃষকদের বিনাশ হইয়া গেলে কে কৃষিকার্য্য করিবে তাহার নির্ণয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ঘটে। অন্য অন্য দেশেও এইরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে। সর্ব্বদেশেই এ অসুবিধার সময়ে এক শ্রেণীর লোক বলবান্ হইয়া অন্য অন্য শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া রাখে। যখন যুদ্ধজীবিগণ বলবান্ হয়, তখন শ্রমজীবিদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। হিন্দুসমাজে বোধ হয়, অনেকবার এইরূপে এক শ্রেণীর উন্নতি ও অন্য শ্রেণীর অবনতি হইয়াছিল; বহুবার এইরূপে বহুপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া হিন্দুসমাজ দেখিল যে শ্রেণী বা জাতীর স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও সীমা না থাকিলে, সকল শ্রেণীরই অবনতি হয় ও অসুবিধা হয়। এজন্য সকলের সম্মতিক্রমে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর মধ্যে সুবিধা ও

অসুবিধার অংশ সমানরূপে বণ্টন করিয়া দিয়া সমাজমধ্যে চতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচার করা হইয়াছিল।

বিনোদ। বোধ হয়, তোমার সামূল বর্ণনা শেষ হইয়াছে।

গোপী। এখন শেষ হয় নাই। কিন্তু তোমার কি বক্তব্য আছে বল।

বিনোদ। আমার বক্তব্য এই যে, যে বলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে সুবিধা অসুবিধার অংশ সমানরূপ বণ্টন করা হইয়াছে, তাহার ন্যায় পক্ষপাতী লোক আর নাই।

গোপী। কিন্তু যে আমার কথা না শুনিয়া আমাকে পক্ষপাতী বলে তাহাকে অসহিষ্ণু বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র ইহাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করা উচিত। একে একে বলিয়া যাই শুন।

প্রথমে ব্রাহ্মণ। ইহার সুবিধা কি কি? শারীরিক পরিশ্রমের অভাব; সকলের নিকট পূজা ও সম্মাননা গ্রহণ; শাস্ত্রপাঠে অধিকার। ইহার অসুবিধা কি কি? অহরহঃ মানসিক পরিশ্রম; দারিদ্র্য; সাংসারিক ও শারীরিক সকল প্রকার সুখে বিতৃষ্ণা; এক বেলা ভোজন; পঞ্চাশের পর অরণ্যবাস।

তাহার পর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের সুবিধা কি কি? রাজ্যভোগ; ঐশ্বর্য্য; বিলাস; শাস্ত্রে অধিকার। ক্ষত্রিয়ের অসুবিধা কি কি? সর্ব্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা; রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা মস্তিষ্ক সঞ্চালনা ও চিন্তা; পঞ্চাশের পর অরণ্যবাস।

তাহার পর বৈশ্য। বৈশ্যের সুবিধা কি কি? ঐশ্বর্য্য; বিলাস; শাস্ত্রে অধিকার। ইঁহার অসুবিধা কি কি? পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান; পঞ্চাশের পর অরণ্যবাস।

তাহার পর শূদ্র। শূদ্রের সুবিধা কি কি? নির্ভাবনা; গ্রাসাচ্ছাদনসম্বন্ধে ভাবনারাহিত্য; চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার, মানসিক সচ্ছন্দতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনে নানাবিধ দুর্ঘটনা সম্ভবপর। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইতে পারেন। বৈশ্য বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। কিন্তু শূদ্রের জীবনে এরূপ দুর্বিপাক একবারেই—অসম্ভব। শূদ্র চিরকাল পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন। শূদ্রের অসুবিধা কি কি? দারিদ্র্য; অন্যের সেবা; শারীরিক পরিশ্রম। একটি তালিকা করিয়া এই চারি বর্ণের সুবিধা অসুবিধা দেখাইতেছি।

বর্ণ	শারীরিক সুখ	মানসিক সুখ	সুখের সমষ্টি
ব্রাহ্মণ	০	২	২
ক্ষত্রিয়	১	১	২
বৈশ্য	১	১	২
শূদ্র	২	০	২

ইহাদের মধ্যে শূদ্রসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণের সুবিধা ও অসুবিধা যে সমান অংশে বণ্টিত হইয়াছিল ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

বিনোদ। শূদ্রের উপর অত্যাচার হইত বলিয়াই ত লোকে

জাতিভেদের এত নিন্দা করে। যদি সেইখানেই তোমার ভ্রম রহিয়া গেল তাহা হইলে ত বিশমোল্লায় গলদ রহিয়া গেল।

গোপী। শূদ্রের উপর অত্যাচার ছিল না। তবে আমি শূদ্রের অবস্থা ভালরূপ জানি না বলিয়া তোমাকে উহাদের সুবিধা অসুবিধা ভালরূপে দেখাইতে পারিলাম না। তথাপি যাহা দেখাইযাছি তাহা দ্বারা বোধ হয় তুমি স্বীকার করিবে যে শূদ্রের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল না।

বিনোদ। শূদ্রের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার ছিল না? ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রাণহত্যা করিলে তাহার দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত। আর শূদ্র ব্রাহ্মণের ছায়া স্পর্শ করিলে কঠোররূপে দণ্ডিত হইত। ইহাকে যদি তুমি অত্যাচার না বল, তাহা হইলে এতৎসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

গোপী। ব্রাহ্মণ নিরামিষাশী, দরিদ্র,ধর্ম্মপরায়ণ,শাস্ত্রব্যবসায়ী, পণ্ডিত। শূদ্র বলিষ্ঠ, তেজস্বী, বলদর্পে দর্পিত। এস্থলে ব্রাহ্মণ, দুর্ব্বল, ও শূদ্র বলীয়ান। হিন্দু-সংহিতা বলবানের সাহায্য না করিয়া দুর্ব্বলের সাহায্য করিয়াছিল ইহাতে অত্যাচার কি? ব্রাহ্মণ চিরকাল শাস্ত্র চিন্তা করিত। চিরকাল যাগ যজ্ঞ হোম প্রভৃতি দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিত। চিরকাল ইন্দ্রিয়সংযমে সচেষ্ট থাকিত। অন্যদিকে শূদ্রেরা অসাধারণ শারীরিক বলে সর্ব্বদা বলীয়ান্ ও উন্মত্ত থাকিত। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অপমান বা অনিষ্টাচরণ করিবে ইহা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিবে, পদে পদে এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারিত।

বিনোদ। ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রের উপর অত্যাচার করিতেন ইহা কি তুমি তবে অস্বীকার কর?

গোপী। যখন ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য,শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রথম সূত্রপাত হইল; যখন প্রথম সংহিতাকারগণ স্পষ্টরূপে এই চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিলেন তখন কোন শ্রেণীর উপর অত্যাচার ছিল না। কিন্তু যখন বিদেশীয় বিজাতীয় বিধর্ম্মী মুসলমানগণ হিন্দুস্থান জয় করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর সর্ব্বসাধারণের অনাস্থা ও অভক্তি জন্মাইল; যখন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সকলের নিকট সম্মাননা বা শ্রদ্ধাপ্রাপ্তি হইতেও বঞ্চিত হইল; যখন মুসলমানগণের কঠোর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত্রিয়-কুল একরূপ নিঃশেষিত হইল; যখন শূদ্রগণ বিধর্ম্মী রাজার আশ্রয়ে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও অধিকতর সম্মানার্হ ও বৈশ্যগণ অপেক্ষাও ধনবান্ হইল; যখন হিন্দুসমাজের বন্ধনরজ্জু সমস্ত শিথিল হইয়া গেল; যখন ব্রাহ্মণগণ মুষ্টিভিক্ষা হইতেও বঞ্চিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণ শূদ্রবৎ আচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অন্য অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম, সদাচার, সুনীতি, কথার কথা হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া সকলেই ধনান্বেষণে ব্যস্ত হইল। তখন চারিবর্ণের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহার্দ্দের বিনাশ হইল। তখন ব্রাহ্মণ বৈধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া শূদ্রদের অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। শূদ্রেরা ধনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল। সামাজিক জীবনের উপর জাতিভেদের কোন প্রভুত্ব রহিল না। ব্রাহ্মণেরা দেবদেবীর দোহাই দিয়া

কোনরূপে জাতিভেদের বাহ্য আকার সমস্ত বজায় রাখিলেন। জাতিভেদের আন্তরিক জীবন বিনষ্ট হইল।

বিনোদ। তোমার সকল কথায় আমি সায় দিতে পারি না। তবে আমি তোমার নিকট হইতে অনেক নূতন কথা শিখিলাম। এক্ষণে তুমি অন্য কথা বল।

গোপী। বিষয়টি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর করিয়া তোমার নিকট আমার নিজের অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে কৃষ্ণ জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক। সেই তিনটি গুণের নাম, সত্ব, রজঃ, ও তম। দয়া, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি সত্বগুণের ফল। পরদ্রোহ, পরাপকার প্রভৃতি দ্বারা উদ্দেশ্যসাধন, রজোগুণের ফল। হিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কার্য্য তমোগুণের ফল। সত্বগুণে লোকসকল পরোপকারের জন্য সর্ব্বদা স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন। রজোগুণে লোক সকল সদুপায় বা অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পান। তমোগুণে লোক সকল অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সত্বগুণের কার্য্যমালা পুণ্যময়। রজোগুণের কার্য্যমালা কখনও বা পুণ্যময় এবং কখনও বা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। তমোগুণের কার্য্যমালা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। এই তিন গুণের মধ্যে সত্বগুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, পরোপকার ও পরাপকার একত্র থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগকে প্রধানতঃ

নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহাদের মধ্যে সত্বগুণ প্রধান। ইঁহাদের রজঃ ও তমঃ গুণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুইটী শ্রেণী থাকিতে পারে। যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্বগুণ অল্পপরিমাণে কার্য্য করে; এবং যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও তমোগুণ অল্পপরিমাণে কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন অন্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের মন তমোগুণপ্রধান। ইহাদের মনে সত্বগুণ ও রজোগুণ থাকিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যদিগকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সত্বপ্রধান, সত্বরজোময়, রজস্তমোময়, তমঃপ্রধান। এই চারিপ্রকারের লোকে স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য্য বা ব্যবসা অবলম্বন করিবে। সত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া যজন, যাজন, অধ্যাপন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিবে। যাহারা সত্বরজঃপ্রধান তাহারা শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া প্রজারক্ষা, যজন, দান, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে। যাহারা রজস্তমঃপ্রধান, তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য অবলম্বন করিবে। আর যাহারা তমোগুণপ্রধান, তাহারা ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতাবশতঃ অন্য সকল ব্যবসায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া অন্যের প্রভুত্বে

থাকিবে। এইরূপে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। যাঁহারা সত্বগুণপ্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইবেন, যাঁহারা সত্বরজোগুণপ্রধান তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা রজস্তমোগুণপ্রধান তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা তমঃপ্রধান তাঁহারা শূদ্র হইবেন। মনুষ্যদের মধ্যে আমি ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া এক্ষণে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।"

বিনোদ। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ কিজন্য ভগবদ্গীতায় জাতিভেদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতরণ করিলেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গোপী। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে? কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। এজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্ধারণ আমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। আমি জাতিভেদপ্রথা দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সুবিধা করিয়া রাখিয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য, তোমারও সেই সমস্তই কর্ত্তব্য কার্য্য। ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিলেই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইবে।'

বিনোদ। যদি এ কালে এইরূপে সমাজের গঠনকর্ত্তৃগণ স্পষ্ট-ভাবে সামাজিক ব্যক্তিসমূহের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অধুনাতন সামাজিক বিশৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারিত। সকলেই নিজ বুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্য কার্য্য স্থির করিয়া লইতে পারিবে, এরূপ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

গোপী। সে যাহা হউক এক্ষণে গীতার কথা আলোচনা করা যাউক। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের যে সমস্ত কুসংস্কার আছে, একে একে তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'সমস্ত কর্ম্ম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—কর্ম্ম, নিষ্কর্ম্ম কুকর্ম্ম। লোকে সাধারণতঃ এই তিনটী শ্রেণীর বিভেদ বুঝিতে পারে না। যখন কোন মনুষ্য ভূমিতে জানু পাতিয়া ঈশ্বরারাধনা করে, তখন লোকে মনে করে যে, ঐ ব্যক্তি কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু হয়ত উহা নিষ্কর্ম্ম বা কুকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। আবার যখন কোন ব্যক্তি নিশ্চিন্তভাবে অলসের ন্যায় উপবিষ্ট থাকে, তখন লোকে মনে করে যে ঐ ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা। কিন্তু হয়ত, তৎকালে ঐ ব্যক্তি চিন্তাদ্বারা নিজকর্ম্ম সম্বন্ধে সুচারু প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেছে। লোকে সাধারণতঃ মনে করে যে শরীরচালনা না করিলেই নিষ্কর্ম্মা হইতে হয় এবং শরীরচালনাদ্বারাই কর্ম্মী হওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি কোনরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করে, সেই কুকর্ম্মী। এই সাধারণ বিশ্বাসটি ভ্রমাত্মক। যে ব্যক্তি স্থলবিশেষে

কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিতে পান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ কর্ম্মের দুরবগাহ তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন।

বিনোদ। কৃষ্ণ বড় সুন্দর কথাই বলিয়াছেন। যখন কোন সভাতে বক্তা বাহু উত্তোলন করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বহুল সঞ্চালন করতঃ, মানবকণ্ঠ হইতে সিংহশার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন নিষ্কাশিত করিতে থাকেন, তখন সকলেই মনে করেন, যে বক্তা বুঝি বড় এক কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু হয়ত বক্তা কিছুই করিতেছেন না। যখন কোন কবি মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে 'চরণ' 'মরণ' 'শরণ' 'লবণ' 'যবন' 'চ্যবন' প্রভৃতি মিত্রাক্ষরের অন্বেষণ করেন, তখন কবি মনে করেন যেন তিনি বড় একটা কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু হয়ত তিনি কিছুই করিতেছেন না। আবার যখন শিশু সূতিকাগৃহে আপনার ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, তখন লোকে মনে করে যে শিশু খেলা করিতেছে। সেই সময়েই শিশু ভবিষ্যৎ জ্ঞানভাণ্ডারের আয়োজন করিতেছে। যখন—

গোপী। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিয়াছ। এক্ষণে অন্য কথা শুন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যিনি নিষ্কাম, যিনি নিত্যতৃপ্ত, যিনি নিরাশ্রয়, যিনি যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট, যিনি মৎসর-শূন্য, যিনি দ্বন্দ্বশূন্য, যাঁহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েই তুল্যজ্ঞান, সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাঁহাকে কর্ম্মী বলা যায় না। কারণ তাঁহার শরীর কর্ম্ম করিতেছে মাত্র, তাঁহার মন নিষ্কর্ম্মা রহিয়াছে।'

বিনোদ। বুঝিয়াছি। অন্য কথা বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন – 'পৃথিবীতে লোকে নানা উদ্দেশ্যে নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা ব্রহ্মযজ্ঞ সাধন করেন। ব্রহ্মাই ইঁহাদের দেবতা, ব্রহ্মাই হোতা; ব্রহ্মাই ইঁহাদের হবি, ব্রহ্মাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইঁহারা এক মনে তদ্গত প্রাণ হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া এইরূপ উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বা দৈবসাহায্য প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করিয়া থাকেন। কেহ বা জ্ঞানলাভাশয়ে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। কেহ বা ইংন্দ্রিয়সংযমোদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত যজ্ঞ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে যজ্ঞের উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেই যজ্ঞ ফলান্বেষণপর দ্রব্যযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। তুমি জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা কর। অর্থাৎ তুমি কর্ম্ম করিতে থাক। কর্ম্ম করিতে করিতেই তোমার জ্ঞানোন্মেষ হইবে। 'সর্ব্বং কর্ম্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' এই জ্ঞানলাভের সাহায্যের জন্য তুমি গুরুচর্চ্চা করিতে থাক। গুরুকে প্রণিপাত কর, গুরুর সেবা কর, গুরুর প্রতি প্রশ্ন কর। এই তিন উপায় দ্বারা, (কর্ম্ম করিতে করিতে) তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।'

বিনোদ। 'নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম আচরণ কর, তাহা দ্বারাই তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে,' – কৃষ্ণ একথা বারংবার বলিতেছেন কেন?

গোপী। বারংবার না বলিলে কোনও তত্ত্ব হৃদয়মধ্যে গ্রথিত

হয় না। কৃষ্ণ জ্ঞানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ কর।

কৃষ্ণ বলিলেন—'কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, তখন তোমার কর্ম্মানুষ্ঠানকালীন সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। যদি তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানকালে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর পাপাচরণও করিয়া থাক, তাহা হইলেও তুমি জ্ঞান-তরণীদ্বারা ঐ পাপ-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে তোমার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তুমি আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।'

বিনোদ। আজি অনেক কথা হইয়াছে। এই খানেই ক্ষান্ত হওয়া যাউক।

গোপী। সেই কথাই ভাল।

পঞ্চম দিন।

বিনোদ। আজ আর বেশী বাজে কথার অবতারণা করিও না।

গোপী। বেশ কথা। আমি কেবল গীতার কথাই বলিয়া যাইতেছি। কিন্তু তুমি একটু প্রকৃতিস্থ থাকিও।

বিনোদ। বৃথা বাক্যব্যয় কেন? বলিয়া যাও।

গোপী। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কৃষ্ণ! যদি গুরূপদেশ, গুরুসেবা, পরিপ্রশ্ন প্রভৃতি দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা হইলে ঐসমস্ত উপায়ে জ্ঞানলাভ করার বাধা কি? জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা জ্ঞানলাভ ও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? ইহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—'যদি কেহ সম্যক্‌রূপে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভ হইবে। এবং যদি কেহ যথাবিধি নিষ্কামচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনিও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানালোচনা করা যায় না। এজন্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অগ্রে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত। কর্ম্মানুষ্ঠানকালে গুরুর নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া মানসিক উন্নতি জন্মাইবার কোন নিষেধ নাই। তুমি নিষ্কামচিত্তে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এবং তৎসঙ্গে গুরূপদেশমালাও গ্রহণ কর। এইরূপে তুমি অচিরেই সম্যক্ জ্ঞানলাভের অধিকারী হইবে।

বিনোদ। কৃষ্ণ এই কথা আরও অনেকবার বলিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কৃষ্ণের মতে জ্ঞানই কি মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য ?

গোপী। বোধ হয়, না। জ্ঞানলাভ হইলে মনুষ্যের কি কি উপকার হয়, কৃষ্ণ তাহা অনেকবার বলিয়াছেন। কৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়েও বলিতেছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ জ্ঞানলাভ করিলে মনুষ্যের আত্মা বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধাত্মা মানব শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করেন ; তিনি সর্ব্বপ্রাণীর উপর আত্ম-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন; তিনি কার্য্য করিয়াও কার্য্যে লিপ্ত হন না। জ্ঞানলাভ হইলে মনুষ্য সকল প্রকার কার্য্য করিয়াও মনে করেন যে কিছুই করি নাই। তিনি মনে করেন যে তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল ইন্দ্রিয়োপযোগী কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তিনি নিজে নিশ্চেষ্ট আছেন। পদ্মপত্রে যেমন জলকণা প্রবেশ করিতে পারে না, পাপ সেইরূপ ঐ মনুষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পায় না। তাঁহারা যখন যে কার্য্য করেন, সে সমস্তই আত্মশুদ্ধির আশয়ে করিয়া থাকেন। তাঁহারা চিরকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

বিনোদ। তাহা হইলে তোমার বিবেচনায় কৃষ্ণের মতে শান্তি বা উপরতিই (Quietism) মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

গোপী। হাঁ। আমার বিশ্বাস এইরূপ বটে। যে ব্যক্তি নিষ্কামচিত্তে কৃষ্ণপ্রীতিকামনায় সর্ব্বদা নিজজাতিধর্ম্মানুসরণরূপ কর্ত্তব্যপালন করেন, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় শান্তি ও প্রসাদসুখভোগ করেন, ইহা বোধ হয় কৃষ্ণের অভিপ্রায়। সে যাহা হউক, কৃষ্ণ

ইহার পরেই একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'কোন কোন লোক বলে যে মনুষ্য ঈশ্বরহস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায়। তাহারা বলে যে ঈশ্বরই কর্ত্তা, ঈশ্বরই কর্ম্ম, ঈশ্বরই কর্ম্মফল। ঈশ্বরই পাপ ও ঈশ্বরই পুণ্য। কিন্তু এই মতটি ভ্রমাত্মক। ঈশ্বর লোককে কর্ত্তৃরূপে নিয়োজিত করেন না। ঈশ্বর লোকের জন্য কর্ম্মমালা সৃজন করেন না। ঈশ্বর কর্ম্মফলের সংযোগ করেন না। ঈশ্বর কাহারও পাপ নিজ মস্তকে গ্রহণ করেন না। ঈশ্বর কাহারও পুণ্যের অংশও গ্রহণ করেন না। স্ব স্ব স্বভাব বশতঃ মনুষ্য কখনও বা কর্ত্তা, কখনও বা কর্ম্মস্থলীয় হয়। স্বভাবতঃ মনুষ্যই নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। নিজ স্বভাববশতঃ মনুষ্য কখনও বা পাপপথে কখনও বা পুণ্যপথে আকৃষ্ট হয়। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই নিজকৃত কর্ম্ম পুণ্য পাপ প্রভৃতিকে ঈশ্বরকৃত বলিয়া আখ্যা দেয়।'

বিনোদ। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণ predestination অথবা নিযুক্তিবাদের বিরোধী। কিন্তু তাহা হইলে সংস্কৃতে যে একটি সাধারণ শ্লোক আছে—

'জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥'

—তাহার অর্থ কি ?

গোপী। আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করি,তদ্দ্বারা আমাদের স্বভাব গঠিত হয়। পরে ঐ স্বভাব আবার আমাদিগকে কর্ম্মে প্রযুক্ত করে। যদি স্বভাবের উন্নতি করিতে হয়, তবে কর্ম্মদ্বারাই তাহা

করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে কোন ফলোদয় হয় না। তুমি যে শ্লোকটী বলিলে ইহাতে কেবল ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রকাশ পায়। কিন্তু ঈশ্বর-নির্ভরতা জ্ঞানী বা ভক্তের পক্ষে সমীচীন হইলেও কর্ম্মীর পক্ষে নয়। যে কর্ম্মী তাহাকে নিজ অধ্যবসায়, পরিশ্রম প্রভৃতির সাহায্যে কর্ম্ম করিতে হইবে। যখন কর্ম্মের অবস্থা ফুরাইবে তখন ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

বিনোদ। আচ্ছা নিযুক্তিবাদের কথা গীতায় আসিল কেন?

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ জ্ঞানলাভ করে তাহারা নিযুক্তিবাদরূপ মহাভ্রমে নিপতিত হয় না। তাহারা বুঝিতে পারে যে 'স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে' অর্থাৎ স্বভাব হইতেই সমস্ত ঘটনা সম্ভাবিত হইতেছে। এবং তাহারা বুঝিতে পারে যে আমাদের নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা আমাদের স্বভাব নিয়মিত হয়। নিযুক্তিবাদ স্বীকার করিলে কর্ম্মের প্রাধান্য বিনষ্ট হয়।

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। পঞ্চম অধ্যায়ে আর অন্য কথা বড় নাই। যাঁহারা বহুকাল নিষ্কামচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানলাভ করেন তাঁহারা আরও কি কি মানসিক গুণে বিমণ্ডিত হন, কৃষ্ণ তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"জ্ঞানলাভ করিলে মনুষ্যের মনে ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরই তাঁহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরই তাঁহাদের আত্মা, নিষ্ঠা, ও আশ্রয়স্বরূপ হন। তাঁহারা

নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষধামে গমন করেন। তাঁহারা সকল জীবকে সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাহ্যসুখ অবহেলা করিয়া ঈশ্বর-সুখে ভাসমান হইতে থাকেন।” ইত্যাদি।

বিনোদ। বুঝিয়াছি। আজ আর থাকুক।

গোপী। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথা কাল হইবে।



ষষ্ঠ দিন।

বিনোদ। আজ, বোধ হয়, তুমি আত্মসংযমের কথা বলিবে। এ সম্বন্ধে আমার জানিবার অনেক আছে। কিন্তু—

গোপী। কিন্তু'র আবশ্যক কি? কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, আগে তাহাই শুন। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে বহুকাল নিষ্কামচিত্তে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সময়ে সর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া যোগী পদবীতে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতে কষ্টসাধ্য তপশ্চরণ করিলে অনেকেই যোগী পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। তপশ্চরণ করিলে প্রকৃত যোগ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যাঘাত হয়, কৃষ্ণ এস্থলে তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'তপশ্চরণে আত্মার অবসাদ হয়। কঠোর শাসনদ্বারা ক্রমশঃ আত্মার ক্ষমতা সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আত্মার এইরূপ অবসাদ হইতে দেওয়া উচিত নহে। আত্মা আমাদের পরম বন্ধু। ইহার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ ইঁহাকে ইঁহার স্বপথে স্বাধীন ভাবে যাইতে দেওয়া উচিত। যিনি আত্মাকে শত্রু বলিয়া মনে করেন, যিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে আত্মাকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, সর্ব্বশেষে আত্মাও তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠেন। এইজন্য আত্মাকে মিত্রভাবে কর্ম্মদ্বারা সৎপথে আনয়ন করা উচিত। কঠোর আত্মসংযম দ্বারা আত্মার ক্ষমতা সমস্ত বিনাশ করা উচিত নহে।'

বিনোদ। কৃষ্ণের যুক্তিটি বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আমি এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'আত্মার দুইরূপ প্রবৃত্তি। সৎপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। যাঁহারা তপঃশীল তাঁহারা কুপ্রবৃত্তি-গুলির দমন করিতে গিয়া সৎপ্রবৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া ফেলেন। তপশ্চরণে সমস্ত আত্মার অবসাদ হয় অর্থাৎ আত্মার কুপ্রবৃত্তির সহিত সৎপ্রবৃত্তি বিনাশ হইয়া যায়। কিন্তু সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিলে, ক্রমে ক্রমে আত্মার সৎপ্রবৃত্তি গুলির পরিপুষ্টি ও কুপ্রবৃত্তিগুলির বিনাশ হইতে পারে। এজন্য প্রথম অবস্থায় নিজ স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করাই উচিত, তপস্যা করা উচিত নহে।'

বিনোদ। বুঝিয়াছি। অন্য কথা বল।

গোপী। যদি কৃষ্ণের যুক্তিটি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাও বুঝিবে যে আত্মসংযমপ্রবণ বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্ম-প্রবণ হিন্দুধর্ম্ম অন্ততঃ দুই এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ আত্মাকে শত্রুজ্ঞান করেন। হিন্দু আত্মার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করেন।

বিনোদ। এস্থলে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে দণ্ডায়মান সন্দেহ নাই। তুমি অন্য কথা বল।

গোপী। যিনি বহুকাল সংসারাশ্রমে বাস করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে প্রকৃত যোগীপদবীতে আরূঢ় হন, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থ (নির্ব্বিকার), সমলোষ্ট্রকাঞ্চন হইয়া সুহৃৎ, শত্রু, সাধু, অসাধু প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করেন,

সেই যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিতেছেন—'যোগারূঢ় ব্যক্তি জনশূন্য স্থানে নিরন্তর অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি অতিভোজন বা উপবাস দ্বারা, অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা দ্বারা আত্মাকে ক্লিশিত করিবেন না। এইরূপে সর্ব্বদা একমনে ঈশ্বরচিন্তা করিলে ঐ যোগারূঢ় ব্যক্তি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।' কৃষ্ণ যোগীর এইরূপ গুণকীর্ত্তন করিলে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মধুসূদন! মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য কিরূপে পরাজিত করা যায়, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।' কৃষ্ণ বলিলেন—'অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য চঞ্চলতাকে পরাজিত করিতে পারিবে।' তাহাতে অর্জ্জুন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কৃষ্ণ! যদি কোন ব্যক্তি কিয়ংকাল যোগাভ্যাস করিয়া পরে তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তিমে কি দশা হয়? সে কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়?' কৃষ্ণ বলিলেন—'না। তাহার ইহকাল বা পরকাল কিছুই বিনষ্ট হয় না। সে বহুজন্মে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে আত্মার উন্নতি করিয়া অবশেষে আত্মার উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারে।'

বিনোদ। কৃষ্ণের শেষ কথাটি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'মনে কর, কোন ব্যক্তি এই জন্মে আত্মজয় করিতে ষোলআনা অপারগ। ঐ ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া পরজন্মে বারআনা মাত্র অপারগ হইবে। তাহার পর-

জন্মে ঐ ব্যক্তির আটআনা মাত্র অপারগতা থাকিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে উহার সমস্ত অপারগতা দূরীভূত হইবে।'

বিনোদ। তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি?

গোপী। তাৎপর্য্য এই যে, কাহারও নিরাশ বা ঈশ্বরদ্রোহী হইবার প্রয়োজন নাই। যে চেষ্টা করিয়া এজন্মে আত্মসংযম করিতে পারিল না, সে পরজন্মের আশা করুক। এই জন্মেই সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে, এরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। পরে কৃষ্ণ বলিলেন—'যাঁহারা শুদ্ধ তপশ্চরণ করিয়া মোক্ষলাভের আশয় করেন, তাঁহারা সর্ব্বনিকৃষ্ট মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যাঁহারা শুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া মোক্ষলাভের আশয় করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত তপস্বীদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষলাভের আশয় করেন, তাঁহারা জ্ঞানান্বেষী-দের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যাঁহারা বহুকাল নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া পরে ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন, সেই যোগীরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন।'

বিনোদ। আমার মনে এখনও অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

গোপী। বেশ, কাল তাহার মীমাংসা করিলেই চলিবে। আজ যাহা হইল, বাটী গিয়া তাহাই একটু চিন্তা করিও।

সপ্তম দিন।

বিনোদ। দেখিতেছি গীতায় নাই এমন বিষয়ই নাই। গীতার যত আলোচনা হইতেছে, আমার ততই ঔৎসুক্য বাড়িতেছে। আজিকার বিষয়টা তুমি বলিতে আরম্ভ কর।

গোপী। কৃষ্ণ পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে ঈশ্বরচিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর কি তাহা না জানিলে ঈশ্বরচিন্তা হইবে কিরূপে? এজন্য কৃষ্ণ ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত বা তাহাদের পঞ্চতন্মাত্র ঈশ্বর। যে হৃদয়ে ঐ পঞ্চ ভূতের বা পঞ্চতন্মাত্রের অনুভব (Objective consciousness) হয়, সেই সেই হৃদয়ও ঈশ্বর। যে বুদ্ধি দ্বারা ঐ পঞ্চভূতের বা পঞ্চতন্মাত্রের সম্যক উপলব্ধি হয়, সে বুদ্ধিও ঈশ্বর। যে অহঙ্কার (Subjective consciousness or self-consciousness) দ্বারা ঐ বুদ্ধির উপলব্ধি হয়, সেই অহঙ্কারও ঈশ্বর। যে শক্তি দ্বারা সমস্ত সংসার জীবিত রহিয়াছে, সেই শক্তিও ঈশ্বর। ঈশ্বর এই সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা; ঈশ্বর এই সংসারের বিনাশকর্ত্তা। দ্রব্যের মধ্যে যে সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাও তাহাও ঈশ্বর। মনুষ্যের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ দেখিতে পাও, সে সমস্ত ঈশ্বর। ফলতঃ যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরে

এই নিখিল সংসার গ্রথিত রহিয়াছে।' 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।'

বিনোদ। বেশ কথা। কিন্তু ইহা দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি করা অর্জ্জুনের পক্ষে সহজ হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়।

গোপী। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি এক্ষণে তোমার সহিত কোনরূপ তর্ক করিব না। কেবল এই মাত্র বলিব যে সকলে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'যাহারা দুষ্কর্ম্মকারী, যাহারা মায়াচ্ছন্ন, যাহারা জ্ঞানহীন, সেই সকল অসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ ঈশ্বরকে জানিতে পারে না।'

বিনোদ। তাহা হইলে তোমার মতে আমি দুষ্কর্ম্মকারী, মায়াচ্ছন্ন, জ্ঞানহীন, অসুরভাবাপন্ন, ও নরাধম।

গোপী। রাগ করিও না। কলিকালে তুমি আমি সকলেই,—ব্রাড্‌লা হইতে গ্লাডষ্টোন পর্য্যন্ত,—সকলেই অসুরভাবাপন্ন। আমরা যে ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে পারিবনা ইহা কৃষ্ণ আগেই বুঝিয়াছিলেন।

বিনোদ। যে ধর্ম্মে অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিকে সুরভাবাপন্ন না করা যায়, সে ধর্ম্মের প্রয়োজন কি?

গোপী। কৃষ্ণ ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন 'স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।' সে যাহা হউক, কিরূপ লোকে ঈশ্বর ভজনা করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'চারি প্রকার লোকে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। বিপদে পতিত হইলে, লোকে সহস্র অবিশ্বাস সত্ত্বেও ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে। কেহ কেহ বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু

হইয়া, ঈশ্বরারাধনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট জ্ঞানলাভের প্রয়াস করে। কেহ কেহ বা অর্থলোভে ঈশ্বরের আরাধনা করে। কেহ কেহ বা সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া অবশেষে যোগীর ন্যায় ঈশ্বরসেবায় নিরত হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যিনি কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানী হইয়া অবশেষে যোগাভ্যাস করেন, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকেন।'

বিনোদ। কেন?

গোপী। যে বিপন্ন হইয়া ঈশ্বরসেবা করে, সে বিপৎশেষে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ঈশ্বরসেবা করে, সে আত্মাকে সকল সময়ে স্ববশে রাখিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সে কখনও বা জ্ঞানপ্রভাবে কখনও বা তর্কের অনুরোধে ঈশ্বরের অবমাননা করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি অর্থলোলুপ, তাহার আত্মা নীচবর্ত্মানুসরণ করিয়া অবশেষে নীচেই নীচপথগামী হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি সংসারে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানালোকে হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি অচল অটল ভাবে চিরকাল বিরাজমান থাকে।

বিনোদ। কৃষ্ণ প্রথমে কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঈশ্বরচিন্তা করিতে বলিতেছেন। মধ্যে একবার শান্তির কথাও হইয়া গিয়াছে। এই সকল মতের সামঞ্জস্য অথবা আনুপূর্ব্বিকতা কোথায়?

গোপী। যতদিন তোমার শরীর সবল রহিল, যতদিন তোমার ইন্দ্রিয়সকল সতেজ রহিল; ততদিন তোমার জাতিধর্ম্ম সমস্ত নিষ্কামচিত্তে সম্পাদন কর। এইরূপে কার্য্য করিতে করিতে তোমার হৃদয়ে জ্ঞান ও শান্তি উভয়ের যুগপৎ অভ্যুদয় হইবে। পরে যখন বৃদ্ধ বয়সে তোমার ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হইবে, যখন হৃদয়ের শোণিত ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে ধমনীমধ্যে চলিতে থাকিবে, তখন ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবে।

বিনোদ। যখন শান্তি ও জ্ঞান উভয়ই লাভ করা হইয়াছে, তখন আর ঈশ্বরচিন্তায় প্রয়োজন কি ?

গোপী। শান্তি ও জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ে সুখের পত্তন-ভূমি প্রস্তুত করা হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরচিন্তাদ্বারা ঐ পত্তন-ভূমির উপর সুরম্য হর্ম্ম্য উত্তোলিত করা হইবে। যে ব্যক্তি শান্তির সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া জ্ঞানচক্ষে এ সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন তাঁহার হৃদয়ে কি সুখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! জলে, স্থলে, পর্ব্বতে, ধূলিকণায়, আকাশে, সমুদ্রে, বৃক্ষে, কীটপতঙ্গে, পশুপক্ষীতে, মনুষ্য-শরীরে এবং মনুষ্য-হৃদয়ে, সেই বিশ্বনিয়ন্তার কৌশল যিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ে কি অপরিমিত সুখ! ভাবিয়া দেখ দেখি সর্ব্বত্র কি সুন্দর নিয়মমালা বিরাজিত রহিয়াছে! কি অভাবনীয় শক্তি চতুর্দ্দিকে কার্য্য করিতেছে! ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরকে একস্থানস্থিত মনুষ্যো-চিত গুণমালান্বিত বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। কেবল এই

মাত্র বলা হইয়াছে, যে ঈশ্বর মণিমালার সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র অদৃশ্য-ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যমালার মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম ও শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও ভক্তিরসাপ্লুত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তির জন্ম সার্থক। অর্থের আশায়, সম্পদের আশায়, জ্ঞানের আশায়, যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সে অসার। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বরের কার্য্যমালায় অদ্ভুত নিয়ম ও অচিন্ত্য শক্তির বিকাশ দেখিতে পান এবং ঐ বিকাশ দেখিয়া হৃদয়কে ভক্তিরসে সিক্ত করেন, তাঁহারই জীবন ধন্য।

বিনোদ। সাংসারিক কার্য্যমালায় নিয়ম ও শক্তি দেখা যায় বটে। ঐ নিয়ম ও শক্তির বিকাশ দেখিয়া মনে বিস্ময়ের ভাব উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু উহা দেখিয়া ভক্তির উদয় হইবে কেন?

গোপী। তুমি দেখিবে যে ঐ নিয়ম মঙ্গলময়, দেখিবে ঐ শক্তি হিতদায়িনী। তুমি দেখিবে ঐ নিয়ম, ঐ শক্তি, অহরহঃ অনিষ্টের বিনাশ ও ইষ্টের সৌষ্ঠবতা সম্পাদন করিতেছে। এই বিষয়ে তুমি 'Seeley' প্রণীত "Natural Religion" পাঠ করিও। পরে দেখিবে ভক্তির উদয় হয় কি না।

বিনোদ। তোমার নিকট আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সে সাংসারিক কার্য্যে নিয়ম ও শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইবে না; কিন্তু যে কর্ম্মী সে উভয়ের বিকাশ দেখিতে পাইবে; এ কিরূপ কথা?

গোপী। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাহার হৃদয় হইতে সন্দেহের মূল

উৎপাটিত হয় না। তাহার হৃদয়ে সন্দেহ রক্তবীজের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ নবীন মূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু যে কর্ম্ম করে, তাহার সন্দেহ কার্য্যমালার ঘাত-প্রতিঘাতে সমূলে উৎপাটিত হয়। এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম করিতে করিতে প্রতিদিন সংসারের কার্য্য যেরূপ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেইরূপ দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ।

বিনোদ। বুঝিয়াছি। আজ আর থাকুক।

অষ্টম দিন।

গোপী। আজিকার বিষয় বড় কঠিন। তোমায় ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব কিনা সন্দেহ।

বিনোদ। বুঝিতে যথন না পারিব, তথন সে কথা হইবে। এখন ত শুনিয়া যাই।

গোপী। কৃষ্ণ বলিলেন—"হে অর্জ্জুন! যে আমাকে নিয়ত ধ্যান করে, সে 'ব্রহ্ম' 'অধ্যাত্ম' 'কর্ম্ম' সকলই জানিতে পারে; যে আমাকে 'সাধিভূত,' 'সাধিদৈব' ও 'সাধিযজ্ঞ' বলিয়া জানে, সে মৃত্যুকালেও আমাকে ভুলিতে পারে না।" ইহাতে অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—'হে বাসুদেব! 'ব্রহ্ম' 'অধ্যাত্ম', 'কর্ম্ম', 'সাধিভূত' 'সাধিদৈব', 'সাধিযজ্ঞ', এই সকল কথার অর্থ কি?"

কৃষ্ণ তাহার উত্তরে বলিলেন—

(১) যিনি জগতের মূল-কারণ, তিনিই 'ব্রহ্ম'।

(২) জীবের সেই স্বভাব যাহা আত্মাকেও অতিক্রম করিয়া বাস করে, যে স্বভাবের কর্ত্তৃত্বে আত্মা পর্য্যন্ত নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, সেই স্বভাবের নাম 'অধ্যাত্মা'।

(৩) যাহা দ্বারা নিত্য নিত্য অসংখ্য প্রাণিগণের উৎপত্তি হইতেছে তাহাই 'কর্ম্ম'।

(৪) যে মূর্ত্তিতে বা যে রূপে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, যে শক্তিপ্রভাবে প্রাণিগণ জীবন্ত রহিয়াছে সেই মূর্ত্তি ও সেই শক্তির নাম 'সাধিভূত'।

(৫) যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বর সর্ব্বদেবতার প্রধান দেবতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই মূর্ত্তির নাম 'সাধিদৈব'।

(৬) যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বর মনুষ্যের কার্য্যমালার মূলে কারণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন সেই মূর্ত্তির নাম 'সাধিযজ্ঞ'।

বিনোদ। কর্ম্মের লক্ষণটি (৩) ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। কৃষ্ণ পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছিলেন কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতেই জল, জল হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে কৃষ্ণ বলিতেছেন যে প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণীভূত যে সমস্ত অনুষ্ঠান তাহাই কর্ম্ম। যাহা দ্বারা প্রাণীর উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, তাহাকে নিষ্কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম বলিতে পার। যাহা দ্বারা প্রাণীর উৎপত্তির ব্যাঘাত বা বিনাশ হয় তাহাকে কুকর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

বিনোদ। তোমার নিকট আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কৃষ্ণ একবার বলিলেন যে তিনি 'সাধিভূত' অর্থাৎ তিনি সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। কৃষ্ণ আবার বলিলেন যে তিনি 'সাধিযজ্ঞ' অর্থাৎ তিনি মনুষ্যের কার্য্যমালার মূলীভূত কারণ। কিন্তু মনুষ্য যখন প্রাণীর অন্তর্ভূ́ত তখন মনুষ্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? যিনি 'সাধিভূত', তিনিই 'সাধিযজ্ঞ'। ইহা বিশেষ করিয়া বলার লাভ কি?

গোপী। 'সাধিভূত' ও 'সাধিযজ্ঞে' কি প্রভেদ তাহা আমি তোমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। 'ঈশ্বর সাধিভূত' ইহার অর্থ এই যে প্রাণিগণের মধ্যে শয়ন, ভোজন, সন্তানোৎপাদন

প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, ঈশ্বর তাহাদের মূলে অবস্থান করেন। 'ঈশ্বর সাধিযজ্ঞ' ইহার অর্থ এই যে মনুষ্যের মধ্যে দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে বিভিন্ন যে কয়েকটি বিশেষ কার্য্য সম্পাদিত হয়, ঈশ্বর তাহাদেরও মূলে বিদ্যমান আছেন। কি ইতর প্রাণী, কি প্রাণীশ্রেষ্ঠ ও প্রাণীতর মনুষ্য, যেথানে যাহা কিছু সঙ্ঘটিত হইতেছে, সে সমস্তেরই মূলে নিয়ম-ময় মঙ্গলাধার ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

বিনোদ। গীতার 'ঈশ্বর' কিরূপ, আমি এখনও তাহা সম্পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

গোপী। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নহে। অষ্টম অধ্যায়ে ঈশ্বরের যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমি একে একে তাহাদের বর্ণনা করিতেছি।

'ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিশ্বনির্ম্মাতা, অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, মহান্ হইতেও মহান, সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, প্রকৃতির অন্ধকার (মায়া মোহ) হইতে দূরে অবস্থিত। ঈশ্বর সংসারের কারণীভূত, ঈশ্বর কারণের কারণীভূত অত্যুৎকৃষ্ট মুক্ত পদার্থ। ঈশ্বর অনাদি, সর্ব্বচরাচরের বিনাশ হইলেও ঈশ্বরের বিনাশ হয় না।'

বিনোদ। এখনও ভাল করিয়া বুঝিলাম না। 'কারণের কারণীভূত' ইহার অর্থ কি?

গোপী। পৃথিবীর গতির কারণ কি? মনে কর আকর্ষণ

বা মাধ্যাকর্ষণ উহার কারণ। ঈশ্বর ঐ কারণের কারণ। এইরূপে যদি ক্রমোন্নতিকে জীবপ্রবাহের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে ঐ ক্রমোন্নতির কারণ বলিতে হইবে।

বিনোদ। মনে কর যেন ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝা গেল। কিন্তু ঐ ঈশ্বরকে কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহার কোন উপায় কি গীতাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

গোপী। হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিলেন—'যে মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে, সেই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে।

'অন্তঃকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥'

বিনোদ। এ ত বড় সহজ উপায়। যদি যাবজ্জীবন পাপ করিয়াও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় সৎকার্য্য না করিলেও চলে।

গোপী। শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,—'যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈব অন্তঃকালে স্মৃতিহেতুঃ নতু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি তস্মাৎ সর্ব্বদা মাং অনুস্মর, সতত স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি। অতএব যুধ্যস্ব, চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মং অনুতিষ্ঠত।'

অর্থাৎ মৃত্যুকালে মনুষ্য বিবশ হয়, তৎকালে তাহার স্মরণোদ্যম থাকে না। পূর্ব্ব অভ্যাস অনুসারে চিরাভ্যস্ত বিষয় সকল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। এজন্য যদি কেহ মৃত্যু-কালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার উচিত যে তিনি চিরকালই ঈশ্বরের স্মরণ করেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি

ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সতত স্মরণ হয় না। অতএব স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা সকলেরই চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। যুদ্ধই তোমার (অর্জ্জুনের) স্বধর্ম্ম। অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

বিনোদ। বেশ কথা যাবজ্জীবন যে, যে বিষয় চিন্তা করে, মৃত্যুকালেও তাহার সেই বিষয়ই স্মৃতিপথে উদ্রিক্ত হয়। ভরত রাজা বোধ হয়,এই জন্যই মৃত্যুকালে মৃগশিশু স্মরণ করিয়াছিলেন। স্বপ্নের সময়ও আমাদের পূর্ব্বাভ্যস্ত ও পূর্ব্বপরিচিত বিষয় সমস্ত মনে উদিত হয়। মৃত্যুকাল একরূপ স্বপ্নকালের ন্যায়।

গোপী। এক্ষণে কৃষ্ণ ঈশ্বরলাভের জন্য অন্য যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ কর :—

'যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সমস্ত প্রত্যাহৃত করিয়া, বাহ্যবিষয়কে স্মৃতিপথ হইতে দূরীভূত করিয়া, ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া, যোগোচিত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে ও ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইরূপ যোগ ধারণা সমস্ত জীবনের অভ্যাস দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে।'

'এবঞ্চকালে (মৃত্যুকালে), ধারণয়া মৎপ্রাপ্তি র্নিত্যাভ্যাস বশত এব ভবতি ন তু অন্যস্য।'

বিনোদ। পূর্ব্বেও ত এই উপায়ের কথা বলা হইয়াছে।

গোপী। হাঁ। তবে পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বিস্তারিতরূপে বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ের কথাও গীতাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বিনোদ। সে উপায় বলিবার পূর্ব্বে 'ভ্রূদ্বয়নিবেশিত প্রাণ' পদের অর্থ কি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।

গোপী। উহা যোগশাস্ত্রের কথা। তবে 'প্রাণ' শব্দে 'প্রাণবায়ু' বুঝিতে হইবে এই পর্য্যন্ত তোমায় বলিতে পারি। যোগীরা প্রাণবায়ুকে শরীরের এক অংশ হইতে অন্য অংশে সঞ্চালন করেন। প্রথমে উপস্থমূল, পরে নাভিমূল, পরে বক্ষ, পরে কণ্ঠ, পরে ওষ্ঠ, পরে ভ্রূমধ্য ও পরে মূর্দ্ধা, প্রভৃতি স্থানে বায়ু সঞ্চালিত হয় ইহার বেশী যদি জানিতে চাও, তবে সদ্‌গুরুর নিকটে যোগাভ্যাস শিক্ষা কর।

বিনোদ। যাউক। এক্ষণে ঈশ্বরলাভের অন্য অন্য কি উপায় আছে বলিতে চাও বল।

গোপী। যে সমস্ত শ্লোকে ঐ উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সে গুলি অত্যন্ত কঠিন। ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ বোম্বের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি গীতাসম্বন্ধে অনেক গভীর গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য বিষয়সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"I own, I have no clear notion of these lines."

আমিও যে ইহা খুব ভালরূপ বুঝিয়াছি, তাহা নহে। তবে আমি যতদূর ভাবগ্রহণ করিতে পারিয়াছি, কেবল তাহাই বলিতেছি।

কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা বা শুক্লপক্ষ, ও উত্তরায়ণ এই কয় পথে অর্থাৎ দেবযানে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে চিরকালের জন্য প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ পথে অর্থাৎ পিতৃযানে গমন করেন, তাঁহারা কিয়ৎকালের জন্য স্বর্গ বা নরকসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন করেন। জগতে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ নামে দুইটি গতি চিরকাল বিদ্যমান আছে। কেহ বা শুক্ল পথ অবলম্বন করিয়া চিরকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, কেহ বা কৃষ্ণ পথ আশ্রয় করিয়া পরলোক হইতে পুনরাবর্ত্তন করেন।

বিনোদ। এ প্রহেলিকার অর্থ কি? অগ্নির পথে গমন কিরূপ?

গোপী। তোমার বুদ্ধি যেরূপ সুতীক্ষ্ণ তাহাতে তুমি হয়ত বুঝিবে যে আগুনে পুড়িয়া মরিলেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়।

বিনোদ। না। শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়াছেন, শুনিয়াছি। তিনি কি বলিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি।

গোপী। তাহা বুঝিবার তোমার এখন অধিকার নাই। বিশেষতঃ তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। আচার্য্যেরা সকল কথা লইয়া বিচার করা আবশ্যক মনে করিতেন না।

বিনোদ। তবে কি আমায় বুঝিতে দিবেনা না কি?

গোপী। তোমার যেরূপ ইংরেজাত্মিকা বুদ্ধি তাহাতে ইংরাজীতে ভিন্ন তোমায় বুঝাইবার উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইংরাজ পণ্ডিতেরা এ সকল কথা খুব অল্পই বুঝেন। তবে সোয়েডনবর্জ প্রণীত "Heaven and Hell" পড়িলে

তোমার কিয়ৎ পরিমাণে মনস্তুষ্টি হইতে পারে। আপাততঃ শ্রীধরস্বামীর সাহায্যে তুমি এই প্রহেলিকার আংশিক উন্মেষণ করিতে পার। তিনি যেরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন আমি তাহাই বলি শুন। তিনি বলিতেছেন যে ব্যক্তি জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করেন, জ্ঞান প্রথমে তাঁহার হৃদয়ে বহ্নির ন্যায় উদ্দীপিত হয় অর্থাৎ বহ্নি যেরূপ কখনও বা বায়ুবশে উদ্দীপিত, নির্ব্বাপিত, কখনও বা সুস্পষ্ট, ও ধূমাচ্ছন্ন হয়, মনুষ্যের মনেও জ্ঞান প্রথমে সেইরূপে কখনও সুপ্রকাশ, কখনও বা অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে।

বিনোদ। এই যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় তাহা হইলে ত বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু—

গোপী। সে কথা পরে হইবে। আগে কথাটা শেষ করিতে দাও। যতক্ষণ কোন স্থানে বহ্নি প্রজ্বলিত থাকে ততক্ষণ সেখানে সম্পূর্ণ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনরূপে বা কোন কারণে বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের আবির্ভাব হয়। সেইরূপ যিনি জ্ঞানের প্রথম পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে কখনও বা সম্পূর্ণ আলোক, কখনও বা সম্পূর্ণ অন্ধকার বিরাজিত হয়। এবং যেমন বহ্নি ক্ষণে প্রজ্বলিত ও ক্ষণে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানবহ্নিও প্রথম প্রথম দণ্ডে দণ্ডে উদ্দীপিত ও দণ্ডে দণ্ডে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।

বিনোদ। তার পর?

গোপী। তার পর, স্বামী জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থার সহিত

দিবাভাগের তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—'যখন জ্ঞানের পরিপক্কতা কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদিত হয়, তখন জ্ঞানালোক দিবালোকের ন্যায় বহুক্ষণস্থায়ী হইয়া উঠে। দিবসে ঝড় ঝটিকা কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি কতই দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। কিন্তু কিছুতেই দিবসে আলোকের সম্পূর্ণ তিরোভাব বা অন্ধকারের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হয় না। সেইরূপ যদিও জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানসূর্য্য মধ্যে মধ্যে সন্দেহ মেঘ বা কুতর্ক-ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ অবস্থায় জ্ঞানের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় না।

বিনোদ। বুঝিলাম, বলিয়া যাও।

গোপী। জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থার সহিত শুক্ল পক্ষের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ যেমন শুক্ল পক্ষে প্রায় সমস্ত অহোরাত্রই জগৎ আলোকিত থাকে, সেইরূপে জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থায় প্রায় সমস্ত অহোরাত্রই হৃদয়মন্দির জ্ঞানালোকে বিভাসিত থাকে শুক্ল পক্ষে প্রতিদিন আলোকের বৃদ্ধি ও অন্ধকারের হ্রস্বতা হয়। সেইরূপ ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও অজ্ঞানতার হ্রাস হইয়া থাকে।

জ্ঞানের চতুর্থ অবস্থার সহিত ষণ্মাসব্যাপী উত্তরায়ণের উপমা দেওয়া হইয়াছে। উত্তরায়ণে সূর্য্য ছয় মাস আমাদের মস্তকোপরি বিরাজ করেন। সেইরূপ জ্ঞানের চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞানসূর্য্য একাদিক্রমে ছয় মাস আমাদের চিদাকাশে বিমল কিরণ বিস্তার করেন।

জ্ঞানের পঞ্চম অবস্থার সহিত দেবলোকের উপমা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন দেবলোকে আলোকের নিত্য বিকাশ থাকে ও অন্ধকারের সম্পূর্ণ তিরোধান হয়, সেইরূপ জ্ঞানের পঞ্চম বা চরম অবস্থায় মনুষ্যের হৃদয় জ্ঞানালোকে নিত্য বিভাসিত থাকে।

শ্রীধরস্বামী এস্থলে শ্রুতি হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বচনটী সকলেরই পাঠ করা উচিত। বচনটী এই—তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি; অর্চ্চিষোঽহঃ; অহ্নঃ আপূর্য্যমাণ পক্ষং; আপূর্য্যমাণ পক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসানুদঙাদিত্য এতি; ষণ্মাসাৎ দেবলোক, ইতি।

বিনোদ। বেশ, তার পর বলিতে থাক।

গোপী। তার পর, যাঁহারা কর্ম্মজালে আপনাদিগকে নিবদ্ধ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কি কি অবস্থা হয়, কৃষ্ণ তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যাঁহারা কর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের হৃদয়ে অজ্ঞানতা প্রথমে ধূমের ন্যায় উদিত হয়। অর্থাৎ যেমন ধূমের নিম্নে অগ্নি অদৃশ্যভাবে বিরাজিত থাকে, সেইরূপ তাঁহাদের হৃদয়েও প্রথম প্রথম জ্ঞানবহ্নি নিতান্ত অস্ফুটভাবে বিদ্যমান থাকে।

অজ্ঞানতার দ্বিতীয় অবস্থার সহিত রাত্রির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থায় হৃদয়রাজ্যে প্রায়ই অন্ধকার, কেবল মধ্যে মধ্যে জ্ঞানচন্দ্রের ক্ষীণালোক দৃষ্ট হয়, এই পর্য্যন্ত।

অজ্ঞানতার তৃতীয় অবস্থার সহিত কৃষ্ণপক্ষের তুলনা দেওয়া

যাইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থায় ক্রমাগতঃ অন্ধকারের বৃদ্ধি ও জ্ঞানালোকের হ্রাস হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে হৃদয়রাজ্যে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারও দৃষ্ট হয়।

অজ্ঞানতার চতুর্থ অবস্থার সহিত দক্ষিণায়ণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণায়ণকালে সূর্য্য সর্ব্বদাই আমাদের পদতলে অবস্থান করেন। সেইরূপ অজ্ঞানতার চতুর্থ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদাই জ্ঞানালোককে অবহেলা করিয়া থাকি।

অজ্ঞানতার পঞ্চম অবস্থার সহিত পিতৃলোকের তুলনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ পিতৃলোক যেমন সর্ব্বদাই গাঢ় অন্ধকারে আবৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানতার পঞ্চম অবস্থায় আমাদের হৃদয়ও নিয়ত ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

অজ্ঞানতার ষষ্ঠ অবস্থার সহিত চন্দ্রলোকের তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্রলোক সর্ব্বদাই গাঢ় অন্ধকারময়। সেখানে সর্ব্বদাই ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানতার ষষ্ঠাবস্থাতেও মনুষ্যহৃদয়ে নানারূপ অশান্তি, ক্রোধ, কোলাহল প্রভৃতির উদ্রেক হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ অবস্থায় হৃদয়রাজ্য নিয়ত অন্ধকারাকুল হইয়া থাকে।

এতৎ সম্বন্ধেও শ্রীধরস্বামী শ্রুতি হইতে এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বচনটি এই—তে ধূমং অভিসম্ভবন্তি; ধূমাৎ রাত্রিং; রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষং; অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং; পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং প্রাপ্য অন্তং ভবন্তি ইতি।

বিনোদ। স্বামী জ্ঞান ও অজ্ঞান এ উভয়ের অবস্থা বড় সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখনও এ সমুদয়ের সারবত্তা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। 'পিতৃলোক' 'চন্দ্র-লোক' কোথা হইতে আনিয়া ফেলিলে? এ সকল কথা কি অন্য-রূপে বুঝান যায় না?

গোপী। শ্রীকৃষ্ণের গীতা অমূল্যনিধি। ইহার প্রত্যেক শ্লোকে কত শত রত্ন অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবল যত্নের অভাবে আমরা এ সমস্ত রত্নরাশি হারাইতে বসিয়াছি। ঘরে মণিমাণিক্যের অনন্ত ভাণ্ডার থাকিতে সামান্য উদরান্নের জন্য পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি। এখনও সময় আছে। এখনও সদ্-গুরুর অভাব নাই। চেষ্টা করিলে অবশ্যই আমরা মনের সাধে সন্দেহ মিটাইতে পারি।

বিনোদ। আমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ তাই এ সকল কথা বুঝিতে সচেষ্ট হই না। যাহা হউক এক্ষণে পিতৃলোক, চন্দ্রলোকের কথা কি বলিতেছিলে আমায় একটু খুলিয়া বল।

গোপী। আচ্ছা, কথাটা আর এক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া দেখি। কেন, তুমি কি 'ভূলোক' 'ভুবর্লোক' 'স্বর্লোকের' কথা কখনই শুন নাই?

বিনোদ। ইংরাজেরা ও সকল কথা হাঁসিয়া উড়াইয়া দেন।

গোপী। ইংরাজের অন্তর্দৃষ্টি এখনও পূর্ণায়তনে সম্প্রসারিত হইতে বিলম্ব আছে। স্থূল দৃষ্টির অতীত বিষয়ে তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারগণের পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

ছিল। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক সকল রাজ্যেই তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি চলিত। তপস্তেজে তাঁহারা চতুর্দ্দশ ভুবন পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়াছেন।

বিনোদ। তাহা যেন হইল। তাহাতে কি?

গোপী। তাহার পর বুঝিতে হইবে যে জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হইয়া থাকে। যিনি যেমন কর্ম্ম করেন, তাঁহার তদনুরূপ লোকে গতি হয়। স্বর্গভোগ ও নরকভোগ কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।

বিনোদ। কর্ম্মানুসারে কিরূপে 'ভুবর্লোক' 'স্বর্লোকে' গতি হয়, ভাল বুঝিলাম না।

গোপী। প্রত্যেক জীবেরই একটী স্থূল দেহ আর একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে তাহা বোধ হয় তুমি অস্বীকার কর না। কারণ,তাহা হইলে তোমার নিজের আত্মারই নিত্যতা অস্বীকার করিতে হয়। এখন তুমি যেমন কর্ম্ম করিবে, তোমার সূক্ষ্ম দেহে তদনুরূপ ধাতুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা সংঘটিত হইবে। যে ধাতু তমোগুণ-প্রধান তাহার উৎকর্ষ সংসাধিত হইলে তোমায় নরকভোগ করিতে হইবে, যে ধাতু রজোগুণপ্রধান তাহার উৎকর্ষ জন্মাইলে তোমার পুনর্জন্ম হইবে, এবং যে ধাতু সত্বগুণপ্রধান তাহার উৎ-কর্ষ সাধন করিতে পারিলে তোমার ব্রহ্মগতি হইবে।

বিনোদ। সূক্ষ্ম দেহাশ্রিত যে ধাতুর কথা বলিতেছ, তাহার এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে পিতৃলোক বা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে পারে।

গোপী। অচ্চিরাদিমার্গের চৈতন্য নাই, সুতরাং শক্তিও নাই, এরূপ সন্দেহ জন্মাইতে পারে বলিয়া শাস্ত্র উহাদিগকে 'বিদ্যুৎ-পুরুষ' 'অমানবপুরুষ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে ঐ সকল ধাতুর আতিবাহিকী শক্তি আছে।

বিনোদ। ধাতুর দ্বারা কিরূপে গমনক্রিয়া সম্ভবে তাহা এখনও বুঝিলাম না।

গোপী। এস্থলে ধাতু অর্থে সূক্ষ্ম দেহের অন্তঃসলিলা ধাতু-স্বরূপা নাড়ী সকল বুঝিতে হইবে। এই সকল নাড়ী চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। সামান্যতঃ লোকে নাড়ী শব্দে যাহা বুঝিয়া থাকে,তাহা নহে। শাস্ত্রে (শারীরিক ৪।২) আছে। 'সূক্ষ্মং প্রমাণঞ্চ তথোপ-লব্ধেঃ' এই সকল নাড়ীর কেবল উপলব্ধি মাত্র হয়। মৃত্যুকালে জীব এই সকল নাড়ীর দ্বার দিয়াই জড়দেহ পরিত্যাগ করে।

বিনোদ। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। আমি এ সকল বিষয় কখনও চিন্তা করি নাই, তাই বুঝিতে কষ্ট হইতেছে। সূক্ষ্ম দেহটাই যে কি তাহা এখনও ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তাহাতে সূক্ষ্ম দেহের নাড়ীর কথা বুঝিব কিরূপে।

গোপী। সূক্ষ্ম দেহ আমাদের সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শক্তির সমষ্টিস্বরূপ। সূক্ষ্ম দেহের প্রাণন শক্তির দ্বারাই স্থূল দেহ চেষ্টাবিশিষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। এই সূক্ষ্ম দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যদি ধারণা করিতে পার, তবে সেইগুলিই ঈড়া, পিঙ্গলা ইত্যাদি নাড়ী বলিয়া জানিবে।

ঐ নাড়ীর মধ্যে যেটী বামনিঃশ্বাসস্বরূপা ও নরদেহের বামাংশাশ্রিতা সেইটী পিতৃযান, আর যেটী দক্ষিণনিশ্বাসস্বরূপা ও নরদেহের দক্ষিণাংশাশ্রিতা সেইটী দেবযান।

বিনোদ। এই দুইটী ছাড়া কি সূক্ষ্ম দেহের আর নাড়ী নাই?

গোপী। কথিত আছে ঐরূপ একশত এক নাড়ী আছে, ইহার মধ্যে জীব কর্ম্মানুসারিণী নাড়ীর দ্বারাই মুক্ত হয়।

বিনোদ। যাউক। তোমার কথা ত শেষ হইবে না। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন বলিবে কি?

গোপী। কৃষ্ণ একটি শ্লোকে ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥"

অর্থাৎ সংসারে চিরকাল মনুষ্য শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই গতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। যাহারা শুক্ল পথ অবলম্বন করে, তাহারা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়; আর যাহারা কৃষ্ণ পথ অবলম্বন করে, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা সত্বগুণপ্রণোদিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানমার্গে আরোহণ করে, তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না। যাহারা রজোগুণপ্রণোদিত হইয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কিছুকাল স্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে, 'কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গ-ভোগানন্তরং আবৃত্তিঃ।' আর যাহারা তমোগুণপ্রণোদিত হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কিছুকাল নরক

ভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। 'নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগান্তরং আবৃত্তিঃ।

বিনোদ। কৃষ্ণ পূর্ব্বে কর্ম্মের এত প্রশংসা করিয়া এক্ষণে আবাব কর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন কেন?

গোপী। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য আত্মসুখ বা যশঃ বা ভোগ কৃষ্ণ সেই সমস্ত কর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন। যে কর্ম্মেব উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান, যে কর্ম্ম 'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে,' সে কর্ম্মেব নিন্দা করা হইতেছে না। শ্রীধরস্বামীও টীকায় বলিতেছেন 'ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তূনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জ্জন্ম ইতি দ্রষ্টব্যং।' যাহারা ক্ষুদ্রকর্ম্মা অর্থাৎ যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশয়ে কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে নিন্দা করা হইতেছে। কিন্তু যিনি নিষ্কামচিত্তে ধর্ম্মাচরণরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রতিপালন করেন, জ্ঞান যাঁহার কর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই সৎকর্ম্মা ব্যক্তিকে নিন্দা করা হইতেছে না।

বিনোদ। আজ আর থাক্।



নবম দিন।

বিনোদ। আজি কি বলিবে ?

গোপী। আজিও ঈশ্বরতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। লোকে সাধারণতঃ ঈশ্বরকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। কিন্তু কি অর্থে ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলা যাইতে পারে; কি অর্থে তিনি জগদাধার, এবং কি অর্থেই বা তিনি প্রলয়কর্ত্তা, অদ্য প্রথমে তাহাই বিবেচিত হইবে।

বিনোদ। তুমি সকল সময়ে গীতার কথা বল কি না, সে বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ উপস্থিত হয়। এজন্য তোমাকে অনুরোধ করি যে তুমি অদ্য যখন যাহা বলিবে, তদ্বিষয়ে গীতার মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিবে।

গোপী। দিব, কিন্তু তুমি সংস্কৃত বুঝিবে কি ?

বিনোদ। বুঝি না বুঝি তুমি প্রকৃত কথা বলিতেছ কি না তাহা বুঝিতে পারিব।

গোপী। অবিশ্বাস দুর্ব্বল হৃদয়ের চিহ্ন। আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ জাতির সকল কার্য্যেই অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। পিট্ বলিয়াছেন—'Confidence is a plant of slow growth in aged bosoms.' অর্থাৎ বৃদ্ধের হৃদয়ে বিশ্বাস-বৃক্ষ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। সে যাহা হউক, এক্ষণে গীতার কথা শুন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্ব-কারণ, এজন্য সমস্ত

জীব এক অর্থে আমার উপর নির্ভর করিতেছে। আমিও কারণরূপে বিশ্বসংসারে যাবতীয় বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমি এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি, তাহা নহে।'

(ময়া কারণভূতেন সর্ব্বং ইদং জগৎ ব্যাপ্তং, তৎসৃষ্টা ভবেদানুপ্রবিশৎ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি। তেষু ভূতেষু নাহং অবস্থিতঃ)।

বিনোদ। একথার তাৎপর্য্য কি?

গোপী। একথার তাৎপর্য্যকে তিন চারিটি অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। যথা—

১। ঈশ্বর সংসারের নিমিত্তকারণ Efficient cause. সুতরাং ঈশ্বর না থাকিলে সংসারও থাকিত না। এজন্য এক অর্থে সমস্ত সংসার ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছে।

২। যে যাহার নিমিত্তকারণ, সে তাহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক রচনা করিলাম। আমি ঐ পুস্তকের নিমিত্তকারণ। এবং যদিও ঐ পুস্তকের মধ্যে আমার হস্ত পদাদি কিছুই অঙ্কিত থাকিবে না বটে, তথাপি ঐ পুস্তকের প্রত্যেক পত্রে আমি অনুপ্রবিষ্ট থাকিব। 'প্যারাডাইস লষ্টের' প্রত্যেক অক্ষরে মিল্‌টন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপে 'ম্যাডোনাতে' রাফেল অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপে জগদীশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

৩। কেহ কেহ বলেন যে জগদীশ্বর আমাদের হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। একথা প্রকৃত নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে জীবগণ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে।

৪। তবেই মূল কথা এই দাঁড়াইল যে এক অর্থে ঈশ্বর জীবগণের মধ্যেও বিরাজিত আছেন (২। দেখ) এক অর্থে তিনি জীবগণের মধ্যে বিরাজিত নহেন (৩। দেখ)। ঈশ্বর জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। ঈশ্বর জীবগণের মধ্যে অবস্থিতি করেন।

বিনোদ। ইহার সব কথাই স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্তকারণ ইহার প্রমাণ গীতা কি দিয়াছেন?

গোপী। গীতা ঐ নিমিত্তকারণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই স্বীকার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। স্পেন্সার এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিচার করিয়া দেখ—"Unless real Absolute be postulated, the relative itself becomes absolute and so brings the argument to a contradiction." সুতরাং নিমিত্তকারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক যে ঈশ্বরকে গীতা জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বিনোদ। কিন্তু গীতার কি এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করা উচিত ছিল না?

গোপী। না। গীতা নীতিশাস্ত্র। ইহাতে ঈশ্বরমাহাত্ম্য প্রসঙ্গ-

ক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে। যদি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চাও, তাহা হইলে গীতা-প্রণেতা ব্যাসদেবকৃত ভাগবত অধ্যয়ন করিতে হইবে।

বিনোদ। আচ্ছা যাউক। তার পরে বল।

গোপী। পরে কৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার আশ্চর্য্য প্রভাব অবলোকন কর। জীবগণ এক অর্থে আমাতে অবস্থান করে, আবার এক অর্থে আমাতে অবস্থান করে না।'

বিনোদ। ইহাই ত পূর্ব্বে একবার বলা হইল।

গোপী। না। পূর্ব্বে বলা হইল যে ঈশ্বর এক অর্থে জীব-গণের মধ্যে বিরাজিত আছেন এবং এক অর্থে তিনি জীবগণের মধ্যে বিরাজিত নহেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে জীবগণ এক অর্থে ঈশ্বরে অবস্থিত আছে, এক অর্থে অবস্থিত নহে।

বিনোদ। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোপী। ইহার তাৎপর্য্য শ্রীধরস্বামী সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন 'অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবঃ অহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টঃ তিষ্ঠতি, এবং অহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাৎ, অর্থাৎ জীবের সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত সংসারের সেই সম্বন্ধ। দেখ যেমন জীব দেহকে ধারণ করিয়া আছেন ও দেহকে পালন করিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বরও জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন ও জগৎকে পালন করিতেছেন। জীব অহঙ্কার বশতঃ দেহকে আমার আমার বলিয়া মনে করে ও দেহের সহিত

সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু ঈশ্বর নিরহঙ্কার। তাঁহার অহংজ্ঞান নাই। সুতরাং তিনি সংসারকে তাঁহার বলিয়া মনে করেন না এবং সংসারের সহিত কোন রূপে সংশ্লিষ্ট নহেন। অহঙ্কার ভিন্ন সংশ্লেষের সম্ভাবনা নাই।

বিনোদ। এখানেও গীতা স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে ঈশ্বর জীবকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। ইহা ভিন্ন আরও স্বীকার করা হইল যে ঈশ্বর নিরহঙ্কার।

গোপী। ঈশ্বর সর্ব্বাধার ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল বটে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। জগৎ অবস্থান করিতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে জগৎ কোথাও না কোথাও অবস্থিত আছে, যে জগতেরও আধার আছে। ঈশ্বরকে সেই জগদাধার বলা হইয়াছে।

বিনোদ। আকাশকে (space) কেন জগতের আধার বলা যাউক না ?

গোপী। কিন্তু আকাশের আধার কে ?

বিনোদ। আকাশ নিজেই নিজের আধার।

গোপী। তাহা হইলে আকাশই ঈশ্বর। হিন্দুদের মতে মহাকাশ আকাশের আধার এবং মহাকাশই ঈশ্বর।

বিনোদ। ঈশ্বর ধাতা ইহা যেন স্বীকার করিলাম। ঈশ্বর পাতা ইহাও কি অবশ্যস্বীকার্য্য ?

গোপী। ঈশ্বর সংসারের নিমিত্তকারণ, সুতরাং গৌণভাবে

ঈশ্বর আমাদের পিতা। অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত শক্তিপ্রভাবেই এই সংসার বর্দ্ধিত হইতেছে ?

বিনোদ। কিন্তু ঈশ্বর নিরহঙ্কার কেন ?

গোপী। আমরা অন্য বস্তু হইতে পৃথক্, এজন্য আমাদের অহং বুদ্ধি হয়। অর্থাৎ 'আমি আমি' বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে 'আমি তুমি নয়' 'আমি উনি নয়,' 'আমি বৃক্ষ নয়', 'আমি প্রস্তর নয়' ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর যখন সর্ব্বময় তখন তিনি কাহা হইতে আপনাকে পৃথক করিবেন ?

বিনোদ। ঈশ্বর যদি সংসারের আধার হইলেন, তাহা হইলে ঈশ্বর সংসারের সহিত অসংশ্লিষ্ট, ইহা কিরূপে বলা যায় ?

গোপী। কৃষ্ণ ইহার উত্তরে একটি সুন্দর উপমার অবতারণা করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যথা,—বায়ু আকাশে অবস্থান করিয়াও যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারে, সেইরূপে সমস্ত সংসার আমাতে অবস্থান করে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—'অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেন আহ। যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানুপপত্তেঃ নিত্যং আকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি ন আকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংযোগাৎ অস্য সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানিহি।

অর্থাৎ—আধার ভিন্ন অবস্থান অসম্ভব। এজন্য আকাশকে বায়ুর আধার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। বায়ু আকাশে থাকিয়া যথেচ্ছ গমন করিতেছে, তথাপি আকাশের সহিত বায়ুর যোগ হইতেছে না। কেন না আকাশ নিরবয়ব পদার্থ, নিরবয়ব

পদার্থের সহিত যোগ অসম্ভব। সেইরূপে সংসার ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে অথচ ঈশ্বর নিরবয়ব বলিয়া সংসারের সহিত ঈশ্বরের যোগ হইতেছে না।

বিনোদ। তাহা যেন হইল। কিন্তু এখন মোট কথা কি দাঁড়াইল বল।

গোপী। মোট কথা দাঁড়াইল—

১। ঈশ্বর সংসারের নিমিত্ত-কারণ। তিনি সংসারে অবস্থিত নহেন।

২। ঈশ্বর সংসারের ধাতা ও পাতা অথচ ঈশ্বর সংসারে সংলিপ্ত নহেন।

বিনোদ। বুঝিলাম অন্য কথা বল।

গোপী। কৃষ্ণ পূর্ব্বে বলিলেন, ঈশ্বর ধাতা হইয়াও ধাতা নহেন। এইক্ষণে কৃষ্ণ বলিতেছেন, ঈশ্বর সংহর্ত্তা হইয়াও সংহর্ত্তা ন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'প্রলয়কালে সমস্ত জীব বিনষ্ট হইয়া আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। আবার কল্পারম্ভে আমিই ঐ সমস্ত জীবগণ সৃজন করি।'

গোপী। ইহার অর্থ অতি কঠিন। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। সংসারে যত প্রকার পদার্থ বা যত প্রকার গুণ আছে, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। শ্বেত বর্ণের যাবতীয় পদার্থ সত্ত্বগুণাশ্রিত। লোহিত বর্ণের যত প্রকার পদার্থ, তাহাদিগকে রজো গুণের অন্তর্ভূত

করা যায়। কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থকে তমোগুণের অন্তর্ভূত করা যায়। Nature is red, white, and black. Here the words red, white and black express the qualities goodness (সত্ব) activity (রজঃ) and darkness (তমঃ)।

Sarvadarsan Sangraha, P. 227.

কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাহাদের কোনটিতে বা সত্ব, কোন-টিতে বা রজঃ, কোনটিতে বা তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। এই-রূপ প্রাধান্য থাকে বলিয়াই আমরা বস্তুতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গুণমালার অনুভব করিতে পারি। যদি কোন বস্তুতে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সমভাবে মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে ঐ বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি কোনপ্রকার গুণই থাকিবে না। যেমন ঐ বস্তুতে কোনরূপ গতির সঞ্চার হয় না, সেই রূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন পদার্থ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিলে উহাদের দ্বারা রূপবান্ বা স্পর্শবান্ বা শব্দবান্ কোন পদার্থ নির্ম্মিত হয় না। ঈশ্বরে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কোন-রূপ গুণ নাই, ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বরে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ সমভাবে মিশ্রিত আছে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে এই কয় গুণের সমসম্মিলন হইতে পারে না।

বিনোদ। ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। তবে আইস, পুনরায় বুঝিতে চেষ্টা করি। উৎকৃষ্ট পদার্থের অনুভব করা সহজ। নিকৃষ্ট পদার্থের অনুভব করাও সহজ। মধ্যম পদার্থের অনুভব করাও সহজ। পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ও মধ্যম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি না?

বিনোদ। অবশ্য পার।

গোপী। এমন কোন বস্তুর অনুভব করিতে পার কি না, যাহা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পরিমাণেই নিকৃষ্ট?

বিনোদ। পারি। মধ্যম বস্তুর অর্থই এই যে ইহা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পরিমাণেই নিকৃষ্ট।

গোপী। ত্রিশঙ্কু মধ্যস্থলে ছিলেন, ইহার অর্থ এই যে ত্রিশঙ্কু যে পরিমাণে পার্থিব, সেই পরিমাণেই স্বর্গীয়। যদি ঐ পরিমাণের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলেই ত্রিশঙ্কুকে হয় স্বর্গীয়, নয় পার্থিব বলিতে হইবে।

বিনোদ। ইহা ত সহজ কথা। ইহা লইয়া এত গোল করিতেছ কেন?

গোপী। বুঝিতে হইলে অনেক গোলের প্রয়োজন। সে যাহা হউক, এমন কোন বস্তুর অনুভব করিতে পার কি না, যাহা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট সেই পরিমাণে মধ্যম ও সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট?

বিনোদ। না।

গোপী। তাহা হইলেই দেখিলে, উৎকৃষ্ট, মধ্যম, ও নিকৃষ্ট যদি সমপরিমাণে সম্মিলিত হয়, তাহা হইলেই গুণের সম্পূর্ণ

তিরোধান হয়। অর্থাৎ যদি কোন বস্তু সমপরিমাণে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে গুণবাচক কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভূত করা হয় না।

বিনোদ। বুঝিলাম।

গোপী। এই সাধারণ নিয়ম বিশেষ উদাহরণে প্রয়োগ কর; উৎকৃষ্ট রূপ, মধ্যম রূপ, ও নিকৃষ্ট রূপ এই তিন রূপের সমসম্মিলন হইলে, রূপের তিরোধান হইবে। উৎকৃষ্ট রস, মধ্যম রস, ও নিকৃষ্ট রস, এই তিন রসের সমসম্মিলন হইলে রসের তিরোধান হইবে। উৎকৃষ্ট গন্ধ, মধ্যম গন্ধ ও নিকৃষ্ট গন্ধ এই তিন গন্ধের সমসম্মিলনে গন্ধের তিরোধান হইবে; ইত্যাদি। ঈশ্বরে সর্ব্ব পদার্থ ও সর্ব্ব গুণ ঐরূপে (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যভাবে) সম্মিলিত আছে। সুতরাং ঈশ্বরে যাবতীয় পদার্থ ও গুণ সম্পূর্ণরূপে নিহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি নীরূপ, নীরস, নির্গন্ধ ও নিঃশব্দ।

বিনোদ। এ ত বড় সুন্দর কথা।

গোপী। সুন্দর কথা বই কি! ঈশ্বর সর্ব্বগুণের সম্পূর্ণ আধার, এবং তিনি উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যম এই তিনের সমষ্টি। এবং সেই জন্যই তিনি নিরাকার, নিরবয়ব ইত্যাদি। যেমন সমুদ্র পরিপূর্ণ হইলেই গতিহীন ও শব্দহীন হয়, সেইরূপ ঈশ্বর পরিপূর্ণ বলিয়াই তিনি নীরূপ, নির্গন্ধ ইত্যাদি। আলোকে সর্ব্বপ্রকার বর্ণ সমভাবে মিশ্রিত আছে বলিয়াই আলোক বর্ণহীন। এক কথায় ঈশ্বর Absolute অথবা সম্পূর্ণ। তাঁহাতে সর্ব্বপদার্থ,

সর্ব্বগুণ সমভাবে সম্মিলিত আছে। যদি ঈশ্বর থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ ভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে বুঝা অসম্ভব।

বিনোদ। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক তাহা বুঝিলাম। কিন্তু কৃষ্ণ মায়া অর্থে কি বলিলেন তাহা এখনও বুঝি নাই। তুমি পূর্ব্বে বলিতেছিলে 'প্রলয়কালে বস্তু সকল ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়।' মায়া কি?

গোপী। ইহা ইংরাজীতে বুঝাইলে তোমার পক্ষে সহজ হইবে। পূর্ব্বে যে সত্ত্বরজস্তমোমণ্ডিত দ্রব্য ও গুণের কথা বলা হইল, সেগুলি ঈশ্বরের মায়া। অর্থাৎ—Those are the phenomena evolved by God. ঐ phenomena গুলি জীবে একভাবে থাকে ও ঈশ্বরে অন্যভাবে থাকে। কিন্তু যাহা কিছু দ্রব্য ও যাহা কিছু গুণ সে সমস্তই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভাজিতব্য এবং সে সমস্তই মায়া অর্থাৎ phenomena.

বিনোদ। তবে ঈশ্বর আবার কি?

গোপী। ঈশ্বর সৎ পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর noumenon.

ঈশ্বরকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল পূর্ণ পদার্থ অর্থাৎ absolute. এক্ষণে তাঁহাকে বলা হইল তিনিই সৎ noumenon or real; সুতরাং দাঁড়াইল যে ঈশ্বর The Real Absolute.

বিনোদ। Noumenon ও phenomenon এই উভয়ে কি প্রভেদ তাহা আমার স্মরণ নাই।

গোপী। প্রায় চারি বৎসর হইল স্পেন্সার Nineteenth Century তে ঐ সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তুমি

একবার সেইটী পাঠ করিও। তোমার লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। আমি তাহার মধ্য হইতে একটি কথা তোমাকে বলিতেছি—"The unknowable is the ultimate Reality, the Sole Existence; all things present to consciousness being merely shows of it." দেখ প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত স্পেন্‌সারের যে শুদ্ধ ভাবের ঐক্য আছে তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে ভাষার ঐক্যও বিস্ময়কর। প্রাচীন সংস্কৃত যাহাকে মায়া বলিতেন, স্পেন্সার তাহাকে *show* বলিতেছেন। সত্বরজস্তমোগুণান্বিত পদার্থের আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। ঐ গুলিই *shows of God.* অর্থাৎ ঈশ্বর-মায়া; ইহাকেই অন্য অন্য ইংরাজী দার্শনিকেরা *phenomenon* বলিয়াছেন।

বিনোদ। প্রলয়কালে পদার্থসকল ঈশ্বরের মায়াতে লীন একথার অর্থ কি?

গোপী। পদার্থ অবিনশ্বর। Matter is indestructible. স্থূল পদার্থের রূপান্তর হইলে, তাহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হইতে থাকে। এই যে প্রস্ফুটিত পদ্মটি সম্মুখে দেখিতেছি, কিছুদিন পরে ইহার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখ। ইহার দলগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ইহার রূপের আংশিক বিনাশ হইবে, পরে ঐ দল জলমধ্যে নিপতিত হইয়া পচিতে থাকিবে। তাহার কিছুদিন পরে ঐ দলসমূহের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। অর্থাৎ ঐ পত্রটি স্থূল পদার্থ হইতে তরল পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। পরে ঐ তরল পদার্থ বায়বীয় পদার্থে

পরিণত হইবে। কিন্তু ঐ বায়বীয় পদার্থ থাকিবে কোথায়?

বিনোদ। থাকিবে আকাশে।

গোপী। কিন্তু আকাশের সহিত ত উহা মিলিত হইবে না। উহা মিলিত হইবে কাহার সহিত?

বিনোদ। উহা মিলিত হইবে, উহার ন্যায় অন্য বায়বীয় পদার্থের সহিত।

গোপী। গীতাতেও তাহা বলা হইতেছে। একটি পদার্থ নর। ঐ পদার্থ বিনষ্ট হইল। অর্থাৎ উহা বায়বীয় পদার্থে পরিণত হইল। কিন্তু বায়ুও স্থূল ও সূক্ষ্ম আছে। যাহা প্রথমে স্থূল বায়ুময় ছিল তাহা ক্রমে সূক্ষ্ম বায়ুময় হইবে। অর্থাৎ ঐ পদার্থ হইতে ক্রমশঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি তিরোধান হইবে। এইরূপ গুণমালার তিরোধান হইতে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহাতে ঐ গুণমালার একটিও দৃষ্ট হইবে না। অর্থাৎ তখন উহা ঈশ্বরের মায়াত্মিকা প্রকৃতির ন্যায় নীরূপ, নির্গন্ধ প্রভৃতি হইবে। এবং তখনই উহা ঐ প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া যাইবে।

বিনোদ। বুঝিলাম। কিন্তু তুমি এখন ত সত্ব প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে না।

গোপী। যখন কোন বস্তুর লয় হয়, তখন হইতেই সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিবাদ আরম্ভ হয়। যতদিন উহাদের মধ্যে একটিরও অন্যটির উপর প্রাধান্য থাকে, ততদিন ঐ বিবাদের শান্তি হয় না, এবং ততদিন ঐ বস্তু কোন না কোন

রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর থাকে। কিন্তু যখন উহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সমানরূপে বণ্টিত হয় তখন গুণসাম্য হওয়াতে ঐ পদার্থ হইতে রূপ রস প্রভৃতির অন্তর্ধান হয় এবং তখন উহা গুণসাম্যাধার ঈশ্বর-প্রকৃতিতে লীন হয়। সমান বস্তুর সহিত সমান বস্তুর মিলন হইয়া যায়।

বিনোদ। বুঝিলাম। কিন্তু কোন বর্ত্তমান দার্শনিক কি একথা স্বীকার করিবেন?

গোপী। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য। স্পেন্সার নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। "It is the Eternal and Infinite Energy, out of which Humanity has quite recently emerged, and into which in course of time it must subside."

বিনোদ। প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত পণ্ডিত-কেশরী স্পেন্সারের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কিন্তু তুমি এক নূতন কথা বলিতেছ যে আমি বাঁশবনে ডোমকাণা হইয়া যাইতেছি।

গোপী। এক দিনে কোন কথাই শিখা যায় না। পুনঃ পুনঃ এই বিষয়ের আলোচনা করিলেই জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে। সংসারের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—ইহা কি সহজে বুঝিবার কথা? এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, কৃষ্ণ কি কি বলিলেন।

১। আমি জীবগণে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহি। (আমি নিমিত্তকারণ)

২। জীবগণ আমাতে অবস্থিত থাকিয়াও আমাতে অবস্থিত নহে। (জীবগণ আমার সহিত সংশ্লিষ্ট অথচ আমি জগদাধার)।

৩। আমি সকল বস্তুর সংহার করিতেছি অথচ ঐ সমস্ত বস্তুই বিনাশের পর আমার সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

৪। আমিই সৎ। মনুষ্য যাহা ধারণা করিতে পারে, তাহা আমার মায়া মাত্র, তাহা আমার সত্তার প্রতিবিম্ব মাত্র।

৫। আমিই সম্পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার গুণ আমাতে সমভাবে সম্মিলিত আছে।

বিনোদ। ইহার সব কথাই একরূপ বুঝিয়াছি এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। তাহার পরে কৃষ্ণ বলিতেছেন এক অর্থে আমি স্রষ্টা, আবার এক অর্থে আমি স্রষ্টা নহি। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণের সাম্যস্থল যে প্রকৃতি, আমি আমার সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সংসার সৃজন করিতেছি। অর্থাৎ আমি প্রকৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ না করিলে, সৃজন করিতে পারি না। আমি সংসারের নিমিত্তকার (efficient cause) কিন্তু প্রকৃতিরূপ সংসারের উপাদানকারণ (material cause) ব্যতিরেকে আমি সৃজন করিতে পারি না। আবার ঐ উপাদান-কারণও আমার আয়ত্ত।

বিনোদ। তবে কি ঈশ্বর উপাদান কারণের সৃষ্টি করেন নাই?

গোপী। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। গীতাতে আছে 'স্বাং প্রকৃতিং।' ইহার অর্থ দুই রূপই হইতে পারে। এমন হইতে

পারে যে কৃষ্ণ, 'স্বাং' অর্থে "মদীয়াং" বুঝিয়াছিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে 'স্বাং' অর্থে "স্বাধীনাং" বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বর প্রসূত হউন বা না হউন, কৃষ্ণ এস্থলে কেবল ইহাই বলিতেছেন যে 'আমি স্রষ্টা হইলেও প্রকৃতিকে ব্যতিক্রম করিতে পারি না।' আবার কৃষ্ণ ইহাও বলিতেছেন যে প্রকৃতিতে যে সমস্ত গুণ অবস্থান করে, তাহারা প্রকৃতির অধীন নহে অর্থাৎ তাহারা আপন আপন স্বভাবের বশীভূত। তাহারা 'অবশং' অর্থাৎ যাহারা 'স্ব স্ব কর্ম্মাদি পরবশং।' প্রকৃতিতে যে সত্ত্বগুণ আছে সেই সত্ত্বগুণটি নিজ স্বভাব বা ধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য করিবে। প্রকৃতি অথবা ঈশ্বর সে গুণের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

বিনোদ। তাহা হইলে বলা হইল যে ঈশ্বর স্রষ্টা হইয়াও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহেন। তিনি হয়ত প্রথমতঃ প্রকৃতির অধীন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রকৃতিস্থ গুণমালার স্বভাবের অধীন।

গোপী। হাঁ ইহাই বলা হইল। ঈশ্বর সৃজন করিতেছেন সত্য, কিন্তু যদি সংসারের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বর হয়ত সৃজন করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন সৃজনকালেও ঈশ্বর প্রকৃতিস্থ পদার্থগণের গুণব্যতিক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিয়া সত্ত্বে রজের বা রজে সত্ত্বের আবির্ভাব করিতে পারেন না। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে ঈশ্বর নিজ ইচ্ছাবলে প্রকৃতির বা প্রকৃতিস্থ গুণমালার ব্যত্যয় বা বৈলক্ষণ্য করেন না।

বিনোদ। বুঝিলাম, তার পরে বল।

গোপী। তার পরে ঈশ্বর বলিলেন 'আমি ইচ্ছাবশতঃ সৃজন করি না আমি আমার স্বভাববশতঃ সৃজন করি।'

বিনোদ। 'ইচ্ছাবশতঃ সৃজন করি' একথা বলিলে কি কিছু অন্যায় কথা হইত ?

গোপী। হইত বই কি ? যিনি আপ্তকাম, যিনি বাঞ্ছনীয় সকল দ্রব্যেরই অধিকারী, তাঁহার ইচ্ছার স্থল কোথায় ? জগদীশ্বরের ইচ্ছনীয় বিষয় নাই, সুতরাং ইচ্ছাও নাই।

বিনোদ। বুঝিলাম, তার পর বল।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'প্রকৃতি আমার সম্মুখে থাকিয়া সকল কার্য্য করিতেছে। আমি কোন কার্য্যেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করি না। আমি অধ্যক্ষরূপে উদাসীনের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছি।'

বিনোদ। তাত বটেই। যখন সকল বস্তুই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে প্রসূত হইতেছে, তখন জগদীশ্বর একরূপ উদাসীন বই আর কি ? তবে তিনি প্রকৃতির অধ্যক্ষ কিরূপে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

গোপী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রকৃতির নিমিত্তকারণ। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন প্রকৃতি ঈশ্বরে অবস্থিত রহিয়াছেন। এস্থলে কাজেই ঈশ্বরকে অধ্যক্ষ বলিতে হইয়াছে; শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন 'সন্নিধিমাত্রেণ অধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বাৎ উদাসীনত্বঞ্চ অবিরুদ্ধং।'

অর্থাৎ প্রকৃতি ঈশ্বরে অবস্থিত আছেন, অথচ প্রকৃতি নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিতেছে, অতএব ঈশ্বরকে এক কালেই কর্ত্তা ও উদাসীন বলা অসম্ভব নহে।

বিনোদ। কৃষ্ণ আজি ঈশ্বরকে বড়ই অসম্ভব গুণের আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখ কৃষ্ণ স্রষ্টা হইয়াও অস্রষ্টা, পাতা হইয়াও অপাতা, সংহর্ত্তা হইয়াও অসংহর্ত্তা, ধাতা হইয়াও অধাতা, স্বাধীন হইয়াও পরাধীন, কর্ত্তা হইয়াও উদাসীন।

গোপী। কৃষ্ণ প্রথমেই ঐ কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'পশ্য মে যোগমৈশ্বরং' অর্থাৎ আমার অঘটন ঘটনাচাতুর্য্য অবলোকন কর। এই জন্যই সাধারণ একটি সঙ্গীতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে 'অসম্ভব যত, তোমাতে সম্ভব।' কিন্তু সে যাহা হউক এক্ষণে অন্য কথা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন— 'যাহাদের হৃদয় হিংসাপ্রবণ, যাহারা কামদর্পাদি দ্বারা কলুষিত, তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃথা আশা, বৃথা জ্ঞান ও বৃথা কর্ম্মে আপনাদিগকে নিয়োজিত করে। তাহারা বৃথা সুখপ্রাপ্তির আশায় অন্য দেবতার পূজায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করে। আমি সর্ব্বভূতের অধিপতি, এই পরম তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া আমাকে মনুষ্যজ্ঞানে অবমাননা করে। আমি যে ভক্তেচ্ছাবশতঃ আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহ অবলম্বন করিয়াছি, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

বিনোদ। এস্থলে কৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তুমি কি এখানেও গীতার মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছ?

গোপী। তুমি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বল বা না বল তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ঈশ্বরকে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে কাজের কথা সকলই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া পূজা করা এক কথা, কৃষ্ণকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করা আর এক কথা। ঈশ্বরকে পূজা করা কর্ত্তব্য কার্য্য। ঈশ্বরকে 'ঈশ্বর' বলিয়া না ভাবিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভাবিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। নাম যাহাই হউক না কেন আসল কথাটা ঠিক থাকিলেই হইল।

বিনোদ। কিন্তু তুমি একথা ত নিজেই বলিলে। কৃষ্ণ ত বলিলেন যে তিনিই ঈশ্বর।

গোপী। কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ পরেই বলিয়াছেন—'নানা লোক আমাকে নানা ভাবে পূজা করিতে পারে। কেহ বা ভাবিতে পারে যে সে আমার দাস; কেহ বা ভাবিতে পারে, যে আমি সর্ব্ব-ব্যাপী পরমেশ্বর।' আবার দশম অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যখন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইবে, তখন সেই চন্দ্রকে 'আমি' অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। যখন নিম্নে সমুদ্র দেখিতে পাইবে, তখন সেই সমুদ্রকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে। স্থাবর সমূহের মধ্যে আমাকে হিমালয় বলিয়া মনে করিবে। এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে আমাকে গঙ্গা বলিয়া মনে করিবে ইত্যাদি। তাহার পরে, একাদশ সর্গে কৃষ্ণ নিজ শরীরমধ্যে নদী পর্ব্বত দেখাইলেন। এই সব দেখিলে তুমি কি কৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পার?

বিনোদ। কিন্তু তথাপি মনুষ্য ও ঈশ্বর এক ইহা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

গোপী। ঈশ্বর স্বর্গ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মধ্যে আমাদের হিতের জন্য বন্ধুভাবে বিচরণ করিতেন, ইহা বলিলে বা ভাবিলে অন্যায় কি ?

বিনোদ। অন্যায় হউক বা বা না হউক ইহা কি সত্য ?

গোপী। যাঁহারা দেবচরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মপথে উন্নতি করাই যাঁহাদের পরম ব্রত, চিত্তসংশুদ্ধিই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরকে সহজে ভাবনা করিবার জন্য কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা যায়, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখা উচিত যে যাহাতে একবার ঈশ্বরত্ব আরোপ করা গেল,তাহাতে চিরকালই ঈশ্বরের গুণ লক্ষ্য করিতে হইবে। যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা বা কল্পনা করা গেল, তাঁহাকে আর মনুষ্য বলিয়া ভাবনা করা যাইতে পারে না। যাহারা কামক্রোধাদি দমন করিতে পারে নাই, তাহারা যে কৃষ্ণকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিবে, তাহা কৃষ্ণ আগেই বলিয়াছেন। গীতা-মধ্য হইতে এই কথা বলিয়া পুনরায় ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। কৃষ্ণ কিরূপে মনুষ্য হইয়াও ঈশ্বর হইলেন, তাহা শুদ্ধতত্ত্ব, নির্ম্মলচিত্ত, দেবপ্রকৃতিক ব্যক্তিতেই বুঝিতে পারেন। অন্যের কাছে তুমি আমি যেরূপ মনুষ্য,কৃষ্ণও সেইরূপ।

বিনোদ। এ বিষয়ে তোমার সহিত আমার মতের মিল হইবে না। না হউক; তুমি গীতার ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করিতে থাক।

গোপী। সেই কথাই ভাল। তুমি কৃষ্ণকে ঈশ্বর বল আর না বল তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহা হউক, কুতর্ক বা বৃথা তর্ক করা অপেক্ষা কৃষ্ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করাই ভাল। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের কেহ বা আমাকে তাঁহাদের সহিত একাত্ম মনে করেন, কেহ বা আমাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা আমাকে ভক্তি-ভাবে অবলোকন করেন, তাঁহারা আমার নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে উপাসনা করেন।'

বিনোদ। যে ঈশ্বর উদাসীন, তাঁহাকে উপাসনা করায় লাভ কি?

গোপী। লাভ থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বরের হস্ত অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ রূপে দেখিতে পাইবে। এবং যে একবার ঈশ্বরকে সংসারের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিবে, সে স্বভাবতঃই ঈশ্বরানুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তিভাবে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাব ধ্যান করিবে। কৃষ্ণ এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—'আমি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববস্তুর নিমিত্ত-কারণ, আমি সকল বস্তুতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমি বেদোক্ত যজ্ঞ; আমি স্মৃতিবিহিত হোমযাগাদি, আমি শ্রাদ্ধ, আমি অন্ন, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি। পৃথিবীর আমিই পিতা, আমিই মাতা,

আমিই ধাতা, আমিই পিতামহী, আমিই বেদ, আমিই ওঙ্কার। আমিই সংসারের গতি, আমিই পালনকর্ত্তা, আমিই নিয়ন্তা, আমিই শুভাশুভদ্রষ্টা সাক্ষী, আমিই রক্ষক, আমিই মঙ্গলবিধাতা। আমিই সংসারের স্রষ্টা, ধাতা ও সংহর্ত্তা। আমিই তাপ, আমিই বৃষ্টি, আমিই মৃত্যু, আমিই অমৃত। আমিই স্থূল আমিই সূক্ষ্ম। যদি তুমি ভক্তিভাবে অন্য দেবতাকে পূজা কর, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আমাকেই পূজা করা হইল। কারণ আমি সকলেরই নিমিত্তকারণ ও সর্ব্বব্যাপী। যে যাগ যজ্ঞ হইতেছে, সবই আমার উদ্দেশ্যে হইতেছে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ তাহারা সকল বস্তুতে আমাকে দেখিয়া সদ্বিধিমতে আমাকেই পূজা করে। যাহারা জ্ঞানহীন তাহারা অন্য বস্তু হইতে আমাকে পৃথক করিয়া আমাকে অবিধিপূর্ব্বক পূজা করে। কোনরূপেই কেহ আমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।'

বিনোদ। তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু এই যে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও অবিধিপূর্ব্বক পূজা এ উভয়ের ফল কি একরূপ ?

গোপী। যাহারা ইন্দ্রবরুণাদি দেবতাবিশেষকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা মৃত পিতা প্রভৃতিকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে, তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা সর্পাদিকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে, তাহারা নাগলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বময় সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বব্যাপী ভাবিয়া পূজা করে, তাহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে। যাহারা দেববিশেষকে পূজা করে,

তাহারা কিছুকালের জন্য স্বর্গভোগ করে। যাহারা সর্ব্বময় ঈশ্বরকে সংসারের সর্ব্বত্র দেখিতে পায়, তাহারা অক্ষয় ও অনন্ত স্বর্গভোগ করে।

বিনোদ। ইহা বড় সুন্দর কথা। ইহাতে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

গোপী। না। কিন্তু কৃষ্ণ ঈশ্বরপূজার যে ক্রম দেখাইয়াছেন তাহা আরও সুন্দর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার পূজার জন্য বহুব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞাদি কিছুরই প্রয়োজন নাই। ভক্তিসহকারে আমাকে পুষ্প, পত্র, ফল, জল প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলেই যথেষ্ট হয়।' ইহা দ্বারা কৃষ্ণ পশুবধ প্রভৃতি কার্য্যেরও কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেন। এই সব সাধারণ যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিতেছেন।

কৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, যাহা কিছু ভক্ষণ করিবে, যাহা কিছু দান করিবে, যাহা কিছু যোগ করিবে, যাহা কিছু তপঃ করিবে, তৎসমস্ত যাহাতে আমাতে অর্পিত হয় সেই চেষ্টা করিবে।"

বিনোদ। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোপী। ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বরকে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া থাকিও না। যদি ভোজনকালে মনে কর যে তুমি ভোজন করিতেছ না, ঈশ্বর ভোজন করিতেছেন, তাহা হইলে তুমি কখনই লোভীর ন্যায় অশুদ্ধ বা অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিতে পারিবে না।

বিনোদ। কেন, পারিব না কেন ?

গোপী। তুমি যাঁহাকে ভক্তি কর বা প্রীতি কর, তাঁহাকে কি কখন নিকৃষ্ট বা পচা শুষ্ক দ্রব্য ভোজন করাইতে পার ? তুমি যাহা ভোজন করিতেছ, ত্বদনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরও তাহাই ভোজন করিতেছেন, এরূপ মনে করিলে কে আর দুর্গন্ধ, গলিত বা নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে পারে ? এইরূপে যখন তুমি কাহাকেও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে ঈশ্বরকে দান করিতেছ। এরূপ মনে করিলে কি আর তোমার যৎসামান্য বা নিকৃষ্ট বস্তু দানে স্পৃহা জন্মিবে ? যখন যাগ বা হোম বা তপঃ করিবে, তখন মনে করিও যে ত্বদধিষ্ঠিত ঈশ্বরই যাগযজ্ঞাদি করিতেছেন। এরূপ মনে করিলে কি তোমার আর নিষ্ঠুর অথবা প্রতারণা-পূর্ণ অথবা ভক্তি-বিরহিত যাগযজ্ঞাদি করিতে স্পৃহা হইবে ? যে এইরূপে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়কেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারিবে, সে সর্ব্বদাই ঈশ্বর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া পরম সুখ লাভ করিবে। মিলটন্‌ও এইরূপ অর্থেই বলিয়াছেন—

"All is, if I have grace to use it so
As ever in my great Task-Master's eye."

বিনোদ। শুদ্ধ কর্ম্ম করিলে, শুদ্ধ বস্তু দান করিলে, শুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে, শুদ্ধমনে যাগযজ্ঞাদি করিলে, ঈশ্বর প্রীত হয়েন ; অতএব শুদ্ধ কর্ম্ম কর, শুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ কর, শুদ্ধমনে যাগ-যজ্ঞাদি কর। ইহাই কি কৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য্য ?

গোপী। হাঁ ! এবং এই উক্তিকে কৃষ্ণ আরও বিশদ

করিতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! তুমি যদি এইরূপে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার স্বার্থজ্ঞান একেবারেই বিনষ্ট হইবে। অর্থাৎ তুমি কিসে আমার শুভ হইবে, কিসে আমার অশুভ হইবে, এইরূপ বিবেচনা না করিয়া কিসে ঈশ্বর প্রীত হইবেন, কিসে ঈশ্বর বিরক্ত হইবেন এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিলে, তুমি কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইবে না, কারণ যাহারা স্বার্থান্বেষী, তাহারাই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। তুমি আপনার সত্তা ঈশ্বরে নিমজ্জিত করিয়া স্বার্থত্যাগ কর। তাহা হইলে তুমি মোক্ষস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

বিনোদ। বেশ কথা। তার পর বল।

গোপী। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন! জাতিভেদ, কর্ম্মভেদ বা বর্ণভেদ, কেহ আমার প্রিয় বা অপ্রিয় হয় না। শূদ্রই হউক, বা বৈশ্যই হউক, বা স্ত্রীই হউক, বা চণ্ডালই হউক, বা ব্রাহ্মণই হউক, বা ক্ষত্রিয়ই হউক, যে কেহ আমাকে ভজনা করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়, আমি তাহারই সহিত আত্ম-বিনিময় করিয়া থাকি।'

বিনোদ। কৃষ্ণকে কিরূপে ভজনা করিতে হইবে?

গোপী। কৃষ্ণকে সংসারের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া জানিয়া কৃষ্ণে সংসারের, ও সংসারে কৃষ্ণের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া, কৃষ্ণই সংসারের স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা ইহা জানিয়া, ভোজন, দান, যাগ, হোম সকল প্রকার কর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া, স্বার্থান্বেষণশূন্য

হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার ও পূজা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ত সহজ কথা। ইহার পর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন—'যে নিতান্ত দুরাচার, সেও যদি আমাকে ঐরূপে অনন্যমনে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু মনে করিতে হইবে।'

বিনোদ। কেন? এ ত বড় ভয়ঙ্কর কথা।

গোপী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—'যে আমাকে একবার ঐরূপ ভজনা করিতে পারে, সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, (সংক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা)। হে অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিও, যে আমাকে পরমেশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করে, সে নিতান্ত দুরাচার হইলেও শীঘ্রই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। তুমি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বাহু উৎক্ষেপ করতঃ সকলের নিকট ব্যক্ত করিতে পার যে যে ঈশ্বরে ভক্তি করে, তাহার বিনাশ হয় না। তুমি সর্ব্বদা ভক্তিসমাহিতচিত্তে আমাকে পূজা ও নমস্কার কর। আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর, তাহা হইলেই তুমি মুক্ত হইবে।

বিনোদ। আজি অনেক কথা হইয়াছে। এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাউক।

দশম দিন।

বিনোদ। পূর্ব্বদিনে ঈশ্বরের তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছিল। ঈশ্বর কিরূপে স্রষ্টা হইয়াও স্রষ্টা নহেন, পাতা হইয়াও পাতা নহেন, সংহর্ত্তা হইয়াও সংহর্ত্তা নহেন, তাহা পূর্ব্বদিনে তুমি যথা-সাধ্য বুঝাইয়াছিলে। এক্ষণে অন্য কথার অবতারণা কর।

গোপী। আজিও ঐ ঈশ্বর তত্ত্বই পুনরায় আলোচিত হইবে। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"মনুষ্যের যে কিছু অবস্থা দেখিতে পাও, সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমা হইতে সুখ, দুঃখ, যশঃ, অযশঃ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, অভয়, প্রভৃতি সমস্তই প্রসূত হইতেছে।"

বিনোদ। ঈশ্বর হইতে দুঃখ, ভয়, অযশঃ, বিনাশ প্রভৃতি অমঙ্গলকর কার্য্য প্রসূত হইতেছে বলিলে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলা যায় কিরূপে?

গোপী। ঈশ্বর-আজ্ঞা অনুসারে জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছে। সৎকর্ম্মের ফল সুখ, অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম অনুসারে জীব চিরকালই সৎকর্ম্ম দ্বারা সুখ ও অসৎকর্ম্ম দ্বারা দুঃখ ভোগ করিতেছে। ঈশ্বর মঙ্গল-নিদান, কিন্তু 'সুখ'-নিদান নহে। তিনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সৎকর্ম্মের পুরস্কার ও অসৎকর্ম্মের শাস্তি-বিধান করিয়াছেন।

বিনোদ। যদি আমরা কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতেছি তাহা হইলে আর ঈশ্বরের প্রয়োজন কি ?

গোপী। ঈশ্বর না থাকিলে কর্ম্মের সহিত ফলের সংযোজনা করিবে কে ? ঈশ্বরের নিত্যত্ব হেতুই কর্ম্ম ও ফলের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি নিত্যপদার্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে কর্ম্ম ফলপ্রসূ হইবেই হইবে সে বিষয়ে কোনরূপ নিশ্চয়তা থাকে না।

বিনোদ। ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। ইংরাজেরা এদেশে যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা কতকাল বলবৎ থাকিবে ?—না যতকাল এদেশে ইংরাজ রাজত্ব করিবেন। সংসারে যে সুখদুঃখের নিয়ম দেখিতেছ, এ নিয়ম কতকাল বলবৎ থাকিবে ?—না যতকাল সংসার-সম্রাট, সুখদুঃখবিধাতা, ঈশ্বর থাকিবেন। রাজা যতকাল, রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়মও ততকাল। সেইরূপ ঈশ্বর যতকাল, ঈশ্বরপ্রচলিত নিয়মও ততকাল। ঈশ্বরের নিত্যত্ব ব্যতিরেকে নিয়মের নিত্যত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এখন বুঝিলে ?

বিনোদ। বুঝিয়াছি। ক্যাণ্ট যাহাকে Categorical Imperative বলেন—

গোপী। ক্যাণ্টের কথা ছাড়িয়া দাও। কৃষ্ণ কি বলিতেছেন তাহাই শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—যাহারা প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদা আমার তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, আমি

তাহ দিগকে বুদ্ধি প্রদান করি। ঐ বুদ্ধির সাহায্যে তাহারা আমার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

বিনোদ। বুঝিলাম না।

গোপী। পরমহংসাবতংস শঙ্করাচার্য্য এস্থলে যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ঈশ্বর-ভাবনা করিবে, তাহার চিত্তের নির্ম্মলতা আপনা হইতেই সংসাধিত হইবে অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবনা করিতে করিতে তাহার চিত্ত সংসারিক বিষয়-বাসনা হইতে বিনিবৃত্ত হইবে সে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অনুরক্ত হইবে। ঐ নির্ম্মলচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বদা ঐরূপে ঈশ্বর-ভাবনা করিলে তাহার ঈশ্বর ধ্যান করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এবং যখন সে ধ্যান করিতে পারিবে, তখন সে ঈশ্বরের দর্শনলাভে কৃতকার্য্যও হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবনা হইতে সংসার বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে, সংসার-বৈরাগ্য হইতে চিত্ত-শুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইতে ধ্যানক্ষমতা, এবং ধ্যানক্ষমতা হইতে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারলাভ হইবে।

বিনোদ। যে ভগবদ্গীতা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহাতে আবার বৈরাগ্যের প্রশংসা হয় কেন ?

গোপী। এ বৈরাগ্যের অর্থ সংসার-পরিত্যাগ নহে। সংসারে অনাসক্তি হইলেই তাহাকে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। যেমন পদ্মপত্র জলে নিমগ্ন থাকিয়া জলের

সহিত নির্লিপ্ত থাকে; আমরাও সেইরূপ নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া কর্ম্মের সহিত নির্লিপ্ত থাকিব, ইহাই ভগবদ্গীতার শিক্ষা। এতদ্ভিন্ন যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার সংসার-পরিত্যাগেও বাধা নাই। গীতা কেবল এই মাত্র বলেন যে বিনা কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

বিনোদ। বুঝিলাম। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। কৃষ্ণের মুখে এরূপ ঈশ্বর-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—"হে প্রভো! তুমি ঈশ্বর-তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণও সেইরূপে ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু হে দয়াময়! তোমার সমস্ত তত্ত্ব তুমিই বুঝিতে পার। দেবদানবেরাও তোমার এ সমস্ত তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সুতরাং আমি যে সমস্ত কথা বুঝিতে পারিব না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব হে দয়াময়! যাহাতে আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য তোমাকে বুঝিতে ও চিন্তা করিতে পারে, এরূপ সহজ ও সুগম তত্ত্ব আমার নিকট কৃপা করিয়া প্রকটিত কর" অর্জ্জুনের এই নিবেদন শ্রবণ করিয়া দয়াময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বুদ্ধির ও ধারণার আয়ত্ত কয়েকটী ঈশ্বর-তত্ত্ব তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! আমার সম্বন্ধে সব কথা জানা অসম্ভব। আমি তোমাকে কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় বলিতেছি মাত্র। আমিই সকল বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছি। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে

আমাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিও এবং বিষ্ণুভাবে আমাকে চিন্তা করিও। জ্যোতিষ্ক পদার্থের মধ্যে আমাকে সূর্য্য বলিয়া জানিও, এবং সূর্য্যভাবে আমাকে চিন্তা করিও। বায়ুগণের মধ্যে আমাকে মরীচি বলিয়া জানিও। নক্ষত্রগণের মধ্যে আমাকে শশধর বলিয়া চিন্তা করিও।' এইরূপ—

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি, দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি, ভূতানামস্মি চেতনা।
রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি, বিত্তেশো (১) যক্ষরক্ষসাং।
বসূনাং (২) পাবকশ্চাস্মি, মেরুঃ শিখরিণামহং (৩)।
পুরোধসাঞ্চ (৪) মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ (৫) সরসা (৬) মস্মি সাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং, গিরাং অস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি (৭) স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং, দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥
উচ্চৈঃশ্রবসং অশ্বানাং, বিদ্ধিমা মমৃতোদ্ভবং।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং॥
আয়ুধানাং (৮) অহং বজ্রং, ধেনুনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥"

---

(১) কুবের। (২) অষ্টাবসু। (৩) পর্ব্বতদিগের মধ্যে আমি মেরু। (৪) পুরোহিত। (৫) সেনাপতিদিগের মধ্যে আমি কার্ত্তিক। (৬) জলাশয়। (৭) জপে পশুহনন নাই, এজন্য জপের প্রাধান্য। (৮) অস্ত্র।

'এইরূপে আমি সর্পের মধ্যে অনন্ত, জলদেবতার মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, জিতেন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যম, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, প্রভুদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিদিগের মধ্যে আমি গরুড়, পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারী দিগের মধ্যে আমি পরশুরাম, জলজন্তুর মধ্যে আমি মকর, নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা। আমিই সৃষ্টির আদি, আমিই সৃষ্টির মধ্য ও আমিই সৃষ্টির অন্ত। এইরূপে আমি বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্কের মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়, অক্ষরের মধ্যে ওঁকার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি নিত্য, আমি কর্ম্মফলের বিধাতা, আমি সর্ব্বব্যাপী। প্রলয়কালে অমিই সকল দ্রব্যের বিনাশ সম্পাদন করি। সৃষ্টি-কালে আমিই সকল দ্রব্যের উৎপত্তি বিধান করি। নারীদিগের মধ্যে যাঁহারা দেবী বলিয়া বিখ্যাত, অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কীর্ত্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি (ধৈর্য্য) ও ক্ষমা, আমিই তাঁহারা। সাম-বেদের মধ্যে আমিই বৃহৎসাম, ছন্দের মধ্যে অমি গায়ত্রী, মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু। প্রতারক দিগের আমিই দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীদিগের আমিই তেজঃ, জেতা-দিগের আমিই জয়, সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমিই সাধুতা। বৃষ্ণিবংশের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস, শাস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য। আমিই দণ্ডনীতি, আমিই মৌন, আমিই জ্ঞান। ফলতঃ যাহা কিছু শ্রীমান্, যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যময়, যাহা

কিছু তেজোময়, সমস্তই আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক কথায়, এই সমস্ত সংসার আমাব এক অংশে অবস্থিত রহিয়াছে।'

বিনোদ। বুঝিলাম। গীতা অনুসারে এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক কথায় গীতা Pantheistic.

গোপী। গীতা হিন্দুশাস্ত্রসমূহের সমষ্টিস্বরূপ। ইহাতে এক-প্রকার ঈশ্বরভাব বর্ণিত হয় নাই। জীব যত যত ভাবে ঈশ্বরকে প্রতিগ্রহ করিতে পারে, সে সমস্তেরই ছায়া গীতায় দেখিতে পাইবে গীতা কখনও বা একেশ্বরবাদী, কখনও বা অনেকেশ্বর-বাদী, কখনও বা সর্ব্বেশ্বরবাদী, কখনও বা সগুণেশ্বরবাদী, কখনও বা নির্গুণেশ্বরবাদী, কখনও বা মায়াবাদী, কখনও বা পরিমাণ-বাদী। ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের ভাবও অনন্ত। অনন্ত ঈশ্বরকে একটী কথার মধ্যে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। আমাদের হৃদয়ে যতগুলি উৎকৃষ্ট ভাব আছে, সে সমস্তই ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে পারি। আমাদের কল্পনায় যতগুলি উৎ-কৃষ্ট মূর্ত্তি হইতে পারে, সে সমস্তই ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে পারি। আমাদের ভাষায় যতগুলি উৎকৃষ্ট শব্দ আছে, সে সমস্তই তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিতে পারি। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে—

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ,
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধাচিন্ত্যমানঃ,

অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অণীয়ানহ্যতর্ক্যং অণুপ্রমাণাৎ ॥”

অর্থাৎ নিকৃষ্ট পুরুষে ইহাকে বুঝাইতে পারে না। ইহাকে নানারূপ চিন্তা করিতে হইবে। ইনি অণু হইতেও অণু। ইনি তর্কের বিষয় নহেন। ইঁহা হইতে পৃথিবীর কোন বস্তুই পৃথক্ নহে।

বিনোদ। তোমার নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে জ্ঞানের পরিপক্কতা হয় সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের এই লক্ষণ শুনিয়া আমার হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল না।

গোপী। তোমার আমার হৃদয়ে ভক্তির স্থল কোথায়? বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের হৃদয় কুতর্ক,সংশয় প্রভৃতি কণ্টকে সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে রাশি রাশি বীজ নিপতিত হইলেও উহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তোমার হৃদয়ে যে ভক্তির আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, ইহাও যথেষ্ট।

বিনোদ। তুমি জ্ঞানের উপদেশ দিয়া ভক্তির আকাঙ্ক্ষা কর কেন? ভক্তির উপদেশ দাও, তদ্দ্বারা ভক্তি আমার হৃদয়ে উদ্রিক্ত হইতে পারে।

গোপী। জ্ঞানের সঞ্চারেই ভক্তির উদ্রেক হয়। সূর্য্য লক্ষ লক্ষ যোজনব্যাপী, ইহা জানিতে পারিলেই লোকের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র উপদেশ দিতে হয় না। সেই রূপ ঈশ্বর কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি

ভক্তি ও প্রীতি উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র উপদেশের আবশ্যকতা নাই।

বিনোদ। বঙ্কিম বাবু 'নবজীবনে' ভক্তি ও জ্ঞানের কিরূপ পার্থক্য করিয়াছেন তাহা বোধ হয় তুমি দেখ নাই। তিনি বলেন বেদে কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড, ও পুরাণে ভক্তি-কাণ্ড বর্ণিত আছে। এজন্য তিনি একরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে পৌরাণিক ধর্ম্ম, বৈদিক ও ঔপনিষদ, উভয় প্রকার ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট।

গোপী। বেদ হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের মূল। যেমন তিল হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়, সেইরূপ বেদ হইতে দর্শনাদি নিষ্কাশিত হইয়াছে। এবং বেদ ও দর্শনে যাহা লিখিত হইয়াছে, পুরাণাদিতে তাহাই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ ও পুরাণের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট ও কে অপকৃষ্ট ইহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

এতদ্ভিন্ন, বেদে কর্ম্মকাণ্ড লিখিত হইয়াছে। বিনা ভক্তিতে কোথায় কোন্ কর্ম্ম করা হইয়া থাকে? যদি ইন্দ্রের প্রতি ভক্তি না থাকে, যদি অগ্নির প্রতি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে কি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কোনরূপ কর্ম্ম করা সম্ভব হয়? হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ভক্তি তিন প্রকার, কায়িক, মানসিক ও বাচিক। ভক্তিপ্রণোদিত হইয়াই বৈদিক ব্রাহ্মণ সামবেদ গান করিতেন। ভক্তিপ্রণোদিত হইয়াই যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ সুখ-কামনা করিতেন বলিয়া যে

তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না একথা কে বলিবে? মাতা যখন পুত্রের হিতকামনা করিয়া ঈশ্বরকে আবাহন করেন, কে বলিবে যে তাঁহার হৃদয় তখন ভক্তিশূন্য।

এতদ্ভিন্ন ইহাও দেখিতে হইবে যে কর্ম্মকাণ্ড ব্যতিরেকে জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মে না এবং জ্ঞানমার্গে অধিরূঢ় না হইলে ভক্তিমার্গের অধিকারী হওয়া যায় না। এই জন্যই বেদের প্রথম অংশে কর্ম্মকাণ্ড ও শেষাংশে ব্রাহ্মণকাণ্ড উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই সমগ্র পুরাণে অধিকারী-ভেদে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ও ভক্তিযোগ এ তিনেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু মনে করিয়াছেন যে বেদে সর্ব্বত্রই বিষয়-কামনা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—'দ্বিবিধোহি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণঃ নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ'। যে গীতা হইতে ভক্তি-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, এবং যে গীতায় লিখিত আছে 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' সেই গীতাও বেদের উপর দণ্ডায়মান। অন্য একস্থলে আচার্য্য বলিতেছেন :—'তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহভূতং'। গীতামাহাত্ম্যস্থলে ইহাও লিখিত হইয়াছে যেঃ—

'সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ, সুধীর্ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

ব্যাসদেবও ভারতে ও ভাগবতে লিখিয়াছেন যে বেদের অর্থ

প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহারা পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। এমন কি চৈতন্যদেবও নিজে বলিয়াছেন :—

'দেবের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়
পুরাণ-বাক্য সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥"

ফলতঃ বেদ ও পুরাণের পার্থক্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শন করা হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুধর্ম্মের নিতান্ত অনুমোদিত।

বিনোদ। সে যাহা হউক, গীতার ভাষাও ভক্তিভাবের উদ্দীপক বলিয়া বোধ হইল না.

গোপী। না হইবারই কথা তোমরা ত ভাব চাও না, তোমরা চাও ভাষা। শব্দাড়ম্বর বা অলঙ্কারচ্ছটা না দেখিলে তোমাদের তৃপ্তি হয় না কিন্তু ভাব থাকিলে ভাষার জন্য ভাবিত হইতে হয় না। গীতায় আছে "নক্ষত্রাণামহং শশী।" ইহকে একটু বিস্তৃত করিলে অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।. মনে কর বলা গেল—"যখন দেখিবে যে নীল গগনে নক্ষত্রতারকাপরিবেষ্টিত জগৎসৌন্দর্য্যের ললামভূত চন্দ্রদেব উদিত হইতেছেন, তখন সেই চন্দ্রকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিও।" তার পর গীতায় আছে "সরসামস্মি জাহ্নবী"। ইহা পাঠ করিয়া তোমাদের তৃপ্তি হয় না। তোমরা বলিতে চাও— "যখন দেখিবে যে কলকলবাহিনী গঙ্গা সৌধচরণরাজি বিধৌত করিয়া, তীরস্থ বৃক্ষলতাদি বিকম্পিত করিয়া, তরতরনাদে প্রবাহিত হইতেছেন, তখন সেই গঙ্গাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিও" এইরূপ ভাবশূন্য ভাষার লালসাকে আমি কুরুচি

বলি। গীতা সেই রুচি পরিতৃপ্ত করেন না বলিয়া গীতার দোষ দিও না। যিনি স্বভাবসুন্দরী তাঁহার স্বর্ণরত্নাদি অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না।

বিনোদ। বুঝিলাম। কিন্তু আমার বোধ হয় যে গীতা না পড়িয়া গীতার ব্যাখ্যা শুনিলে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না।

গোপী। সেও প্রকৃত কথা বটে। অনুগ্রহ করিয়া একবার গীতাখানি পাঠ করিলে আমার শ্রম সফল হয়। তোমাকে গীতার প্রতি আকৃষ্ট করাও আমার অন্যতর উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে। এই খানেই ক্ষান্ত হওয়া যাউক।

একাদশ দিন।

বিনোদ। আজিকার বক্তব্য বিষয় কি?

গোপী। আজি অর্জ্জুন, দেবাদিদেব ঈশ্বরকে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া প্রীতি ও ভক্তিদ্বারা আপ্লুত হইয়া ঈশ্বরের স্তব করিতেছেন। ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি মানববুদ্ধির আয়ত্ত, অর্জ্জুন সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

বিনোদ। যে ঈশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ, তাঁহাকে দর্শনীয় বলিয়া বর্ণনা করিলে কি তাঁহার অবমাননা করা হয় না?

গোপী। কি করিলে যে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয় না, তাহা আমি বুঝি না। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র মূর্ত্তি অথবা পুত্তল দ্বারা প্রকাশিত করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়। কিন্তু যিনি অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, তাঁহাকে 'দয়াময়,' 'শক্তিময়', প্রভৃতি কয়েকটি কথাদ্বারা প্রকাশিত করিলেও তাঁহার অবমাননা করা হয়। যিনি দেবকল্পনার অতীত, তাঁহার প্রতি তোমার আমার কল্পনার আরোপ করিলেও তাঁহার অবমাননা করা হয়। যিনি দেববুদ্ধির অগোচর, তাঁহাকে তোমার আমার সামান্য বুদ্ধির আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অবমাননা করা হয়। ফলতঃ আমরা এত ক্ষুদ্র ও তিনি এত মহৎ, যে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু করিব বা বলিব বা ভাবিব, তাহাতেই তাঁহার অবমাননা করা হইবে।

বিনোদ। স্বীকার করি। কিন্তু অবমাননারও ত ন্যূনাতিরেক আছে। ঈশ্বর দর্শনীয় একথা বলিলে তাঁহার যেরূপ অবমাননা করা হয়, ঈশ্বর চিন্তনীয় একথা বলিলে তাঁহার সেরূপ অবমাননা করা হয় না।

গোপী। কেন? অদর্শনীয় বস্তুকে দর্শনীয় বলা যেমন পাপ, অচিন্তনীয় বস্তুকে চিন্তনীয় বলাও তেমনি পাপ। নিরাকারকে সাকার রূপে প্রকাশিত করায় যেরূপ পাপ, অধ্যেয় বস্তুকে ধ্যেয় বলাও সেইরূপ পাপ। এক কথায়, যদি ঈশ্বরের দিক হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তাঁহার অবমাননা করা হইবে। কিন্তু মনুষ্যের দিক হইতে দেখিলে মনুষ্য কল্পনা, মনুষ্য চিন্তা, মনুষ্যশিল্প প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের কিছুমাত্র অবমাননা করা হয় না।

বিনোদ। ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। অনন্ত আকাশকে পাঁচ হাত বলা যেমন অসঙ্গত, পঞ্চাশ হাত বলাও তেমনি অসঙ্গত, পাঁচলক্ষ হাত বলাও তেমনি অসঙ্গত, পাঁচকোটী হাত বলাও তেমনি অসঙ্গত। অনন্তের সহিত তুলনায়, সকলরূপ পরিমাণই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। সেইরূপ, ঈশ্বরের সহিত তুলনায় মনুষ্যের সকল ভাষা, সকল চিন্তা সকল কল্পনা, সকল কার্য্যই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের দিক হইতে দেখিলেই এইরূপই বোধ হইবে বটে। কিন্তু একবার মনুষ্যের দিক হইতে দেখ। মনুষ্য বলিতেছে 'হে ঈশ্বর, তোমার সহিত তুলনায় আমার

ভাগ্য, আমার শিল্প, আমার কল্পনা, আমার ভাব সমস্তই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আমি যে ভাষায় তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তাহা অপেক্ষা উচ্চভাষা আমার নাই। আমি যে কল্পনা তোমাতে আরোপ করিতেছি, তোমার তুলনায় সে কল্পনা অকিঞ্চিৎকর হইলেও, আমার তাহা অপেক্ষা উচ্চতর কল্পনা নাই। যে শিল্প দ্বারা আমি তোমার মন্দির ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছি সে শিল্প অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প আমার নাই। আমি আমার শক্তি অনুসারে তোমাকে পূজা করিতেছি। তুমি ভাবগ্রাহী। তুমি আমার হৃদয়ের গতি দেখিয়া আমার কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক অসম্পূর্ণতা মার্জ্জনা কর।

বিনোদ। বেশ কথা বলিয়াছ। বাস্তবিকও, যদি অনন্ত ঈশ্বরকে প্রতিমা দিয়া প্রকাশিত করা পাপ হয়, তাহা হইলে অনন্ত ঈশ্বরের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাও মহাপাপ। তাঁহাকে 'দয়াময়' বলাও মহাপাপ। কারণ 'দয়াময়' বলিলে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল কি না কে বলিবে? এই ভাবে দেখিলে পৌত্তলিকতাকে নিন্দা করা যায় না। কারণ যে ঈশ্বরকে পুত্তলের দ্বারা প্রকাশিত করে, সে যেরূপ পাপী, যে ঈশ্বরকে নিজ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা বা ধ্যান করিতে চায়, সেও সেরূপ পাপী। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরকে অচিন্তনীয় বলিয়া জানিয়াও তাঁহাকে চিন্তা করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের সকল কার্য্যই ঈশ্বর

সম্বন্ধে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। আমরা ইহা মুখে স্বীকার করি। কিন্তু কার্য্যকালে আমরাই আবার ঈশ্বরকে ধ্যান, ধারণা, আবাহন, বিসর্জ্জন প্রভৃতি করিয়া থাকি। যিনি অনির্ব্বচনীয়, তাঁহার সম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন কি? যিনি অচিন্ত-নীয়, তঁহার আবার চিন্তা কি? যিনি অধ্যেয় তাঁহার আবার ধ্যান কি? অতএব "ঈশ্বরের ধ্যান, ধারণা, প্রভৃতি না করাই ভাল" এরূপ মীমাংসা করিলে দোষ হয়?

গোপী। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর দুই প্রকার, ধ্যেয় ঈশ্বর ও জ্ঞেয় ঈশ্বর। জ্ঞেয় ঈশ্বর নিরুপাধি অর্থাৎ তিনি অনির্ব্বচ-নীয়, অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, ইত্যাদি। ধ্যেয় ঈশ্বর সোপাধি, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানময়, দয়াময়, শক্তিময়, ঐশ্বর্য্যময় ইত্যাদি। জানিবার সময়, তর্কের সময়, দার্শনিক আলোচনার সময় ঈশ্বরকে নিরুপাধি বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু ধ্যানের সময় ঐ নিরুপাধি ঈশ্বরকে সোপাধি বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে। কারণ সোপাধির অতীত কোন বস্তুর ধ্যান করা অসম্ভব ও অসঙ্গত। তোমার অসামর্থ্য হেতু, তুমি নিরুপাধি ঈশ্বরকে সোপাধি বলিতেছ। ইহাতে ঈশ্বরের অবমাননা করা হইবে না।

বিনোদ। মীমাংসাটী বড় সুন্দর,। কিন্তু ইহা কি তোমার স্বকপোলকল্পিত না বাস্তবিকই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত?

গোপী। শ্রীমদানন্দগিরি ভগবদ্গীতার টীকাস্থলে বলিতে-ছেন—"পরন্তু সোপাধিকং নিরুপাধিকঞ্চ চিদ্রূপং ধ্যেয়ত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চোক্তং ইত্যর্থঃ"। সে যাহা হউক, গীতার কথা শুন—

অর্জ্জুন বলিতেছেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা বলিলে, আমি সে সমস্তই বিশ্বাস করি। তুমি সোপাধিভাবে যেরূপে ধ্যেয় ও নিরুপাধিভাবে যেরূপে জ্ঞেয়, তাহাও আমি সম্পূর্ণ বুঝিলাম। কিন্তু আমি তোমার আশ্চর্য্য রূপ একবার নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। একবার আমার নিকট দয়া করিয়া নিজরূপ প্রকটিত কর। আমি দেখিয়া কৃতার্থ হই।"

অর্জ্জুন কিজন্য কৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে বিষয়ে বোধ হয় পণ্ডিতদের মতভেদ ছিল। কাশীদাস বলিতেছেন—

"অর্জ্জুন বলিল প্রভু তবে সত্য মানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥"

স্বামী বলিতেছেন—"তত্রাপি অবিশ্বাসো মম নাস্তি। তথাপি ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি।" অর্থাৎ স্বামী বলেন, "যে কৌতূহল বশতঃ আমি তোমার রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীমদানন্দগিরি বলেন—"ত্বদুক্তার্থে অবিশ্বাসাভাবাৎ ন তস্মিন্ দিদৃক্ষা, কিন্তু কৃদার্থী বুভুষয়া" অর্থাৎ 'তুমি যাহা বলিবে তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু আমি আপনার জন্ম সার্থক করিবার জন্য তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীধর স্বামী ও আনন্দগিরি অর্জ্জুনকে অবিশ্বাসী বলিতে চাহেন না। কিন্তু অবিশ্বাসী বলিলেও বড় ক্ষতি হয় না। কারণ অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন—"হে কৃষ্ণ, আমি সব জানিলাম, সব বুঝিলাম। কিন্তু

একবার স্বচক্ষে না দেখিলে আমার বিশ্বাস হয় না।” কালীদাস মহাকবি। তিনি এজন্য অর্জ্জুনের মুখে নিজের ভাষা দিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বাস্তবিকও আমরা যাহা সত্য বলিয়া জানি ও মানি, তাহাও নিজ চক্ষে একবার দেখিয়া না লইলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। অর্জ্জুন কৃষ্ণের কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন, এরূপ বলিলে অর্জ্জু-নের চরিত্রের কিঞ্চিৎ লাঘব করা হয় বটে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে এই কথাই খাটে।

বিনোদ। যদি ঈশ্বর অর্জ্জুনকে দর্শনই দিলেন, তাহা হইলে পূর্ব্বে দর্শন দিলেইত হইত, এত বাদানুবাদ তর্ক বিতর্ক করিতে হইত না।

গোপী। যদি অশ্বত্থবৃক্ষ, হিমালয়, চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যই ঈশ্বর হন, তবেই আমরা সে ঈশ্বর দর্শন করিতে পারি। ঈশ্বর বলিলে খৃষ্টানের স্বর্গরাজ দেববিশেষের কথা বুঝিও না। পৃথিবীতে যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, তৎসমস্তই ঈশ্বর। এ সমস্ত বস্তুই ত আমরা অহরহঃ দেখিতেছি। আমাদের ইহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় কেন? আমাদের জ্ঞানচক্ষু এখনও উন্মীলিত হয় নাই বলিয়া। সুতরাং তর্কবিতর্ক, বাদানু-বাদের দ্বারা অগ্রে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিলেন। ঈশ্বরের প্রকৃত লক্ষণ কি, জ্ঞেয় ঈশ্বর কি, জ্ঞেয় ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহাও স্থিরীকৃত করিলেন। ধ্যেয় ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহাও স্থিরী-

কৃত করিলেন। তখন অর্জ্জুনের অজ্ঞানান্ধকার তিরোভূত হইল, তখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—'চর্ম্মচক্ষু, দ্বারা তুমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি। ঐ দিব্যচক্ষু দ্বারা তুমি সংসারের সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে।' জ্ঞেয় ঈশ্বর অদৃশ্য। কিন্তু ধ্যেয় ঈশ্বর দর্শনীয়। অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বর অদৃশ্য হইলেও, আমরা ধ্যান ধারণার সুবিধার জন্য তাঁহাকে দর্শনীয়রূপ মনে করিয়া লইতে পারি; তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অবমাননা করা হয় না। কিন্তু এই ভাবে ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন, দর্শনের প্রয়োজন, তর্কের প্রয়োজন হয়। এজন্য কৃষ্ণ অগ্রে অর্জ্জুনের মনোমালিন্য দূর করিয়া, পরে তাঁহাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে বলিতেছেন।

বিনোদ। যদি অশ্বত্থবৃক্ষ ধ্যেয় ঈশ্বর হইলেন, তাহা হইলেত অর্জ্জুনের ঈশ্বর-দর্শন অনেকবার হইয়াছে, পুনরায় ঈশ্বর-দর্শনের প্রয়োজন কি?

গোপী। অশ্বত্থবৃক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করিলে ঈশ্বরকে ব্যষ্টিভাবে (Analytically) দর্শন করা হইল। কিন্তু ঈশ্বরকে সমষ্টিভাবেও (Synthetically) দর্শন করা উচিত। অর্জ্জুন অগ্রে ঈশ্বরকে ব্যষ্টিভাবে দর্শন করিয়া পরে তাঁহাকে সমষ্টিভাবে দর্শন করিতেছেন। এইরূপ দর্শন জ্ঞানচক্ষু বিনা অসম্ভব। শ্রীধরস্বামী টিকাস্থলে বলিতেছেন—'অনেনৈব তু ন চর্ম্ম চক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং শক্যসে, অতো দিব্যং অলৌকিকং জ্ঞানা-

স্মকং চক্ষুঃ ত্বুভ্যং দদামি।' ইহার পরে অর্জ্জুন জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা শ্রবণ কর। অগ্রে কাশীদাসের বর্ণনাটি শুনিয়া লও পরে সংস্কৃত বর্ণনা শ্রবণ করিবে। কাশীদাস বলিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখিলা বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মহাকায় শীঘ্র তাঁর স্পর্শিল আকাশ।
রবি শশি দুই চক্ষু হইল প্রকাশ॥
দিব্যমুখ বৈশ্বানর, তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখিলা পার্থ না পাইল অন্ত॥
দেবরাজ ইন্দ্র বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধু সম, তাঁর পৃষ্ঠ বসুময়॥
দশদিগ জঙ্ঘা তাঁর পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি, রোম তরুগণ॥
মাংসরূপ ধরণী দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাট রূপ মানিলা বিস্ময়॥"

কাশীদাস এস্থলে গীতার ভাষা কতক কতক পরিত্যাগ করিয়া বেদ ও উপনিষদের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। এক্ষণে গীতার ভাষা শ্রবণ কর। অর্জ্জুন দেখিলেন "ঐ বিশ্বরূপ ঈশ্বরের নানা মুখ; নানা নয়ন, নানা প্রকার অদ্ভুত আকৃতি। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্য একেবারে উদিত হয়, তাহা হইলেও

তাহাদের জ্যোতিঃ ঈশ্বরের জ্যোতির সদৃশ হইবে না। ঐ বিশ্ব-রূপ-ঈশ্বরের শরীরে পৃথিবী নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে।”

ঐরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন আনন্দে পুলকিত হইলেন, এবং তিনি ঐ মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন :—

কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি। হে দেব! তোমার শরীরে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুই অবস্থিত রহিয়াছে। ব্রহ্মা ও ত্রিপুরারি তোমার শরীরে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিতেছি। বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত ঋষি ও বাসুকী প্রভৃতি সমস্ত সর্প তোমার শরীরে বিদ্যমান দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। চন্দ্র সূর্য্যকে তোমার চক্ষুস্বরূপ দেখিতেছি। অগ্নিকে তোমার মুখস্বরূপ দেখিতেছি।

দেবতারা আসিয়া তোমার শরণ লইতেছে। কেহ কেহ বা ভীত হইয়া দূর হইতেই তোমাকে প্রণাম করিতেছে। কেহ কেহ বা দীনভাবে নানারূপে তোমার স্তব স্তুতি করিতেছে। সর্ব্বত্রই প্রাণী সমস্ত বিস্মিত হইয়া তোমাকে অবলোকন করিতেছে। তোমার এই বিস্ময়কর অতি বৃহৎ ভয়ানক রূপ দেখিয়া প্রাণিগণ ভয়ে বিচলিত হইতেছে। আমারও হৃদয় ভয়কম্পিত হইতেছে। তোমার কালানল সদৃশ মুখ ও ভয়ানক দন্তপংক্তি দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিভীষিকা উপ-স্থিত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে কাহারও কাহারও

মুণ্ড তোমার দন্তদ্বারা চর্ব্বিত হইতে দেখিতেছি যেমন নদীর জলরাশি সবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, দেখিতেছি যে জীবসমস্ত সেইরূপে তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হে প্রভো! তোমার এই ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তিই বা কি? এবং তোমার এ সমস্ত ক্রূর কার্য্যের অর্থই বা কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! এই আমার কালমূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিতে আমি বিশ্বসংসার সংহার করিয়া থাকি। এই যে সমস্ত যোদ্ধৃবর্গ সম্মুখে দেখিতেছ, ইহারা সমস্তই বিনষ্ট হইবে। আমি অগ্রেই ইহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে কেবল নিমিত্ত-মাত্র হও।'

বিনোদ। যদি ঈশ্বরই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন এবং মনুষ্য যদি কেবল কার্য্যের নিমিত্তমাত্র হয়, তাহা হইলে ত পাপপুণ্যের প্রভেদ থাকে না। স্বকৃতকার্য্য না হইলে পাপপুণ্যের জন্য তুমি আমি কেহই দায়ী নহি। যদি ঈশ্বরই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরই পাপপুণ্যের দায়ী, ঈশ্বর সুখ দুঃখের ভোক্তা।

গোপী। কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ ওরূপ নহে। কৃষ্ণ বলিতেছেন—যাহারা পাপ কার্য্য করে, ঈশ্বর অগ্রেই তাহাদের বিনাশ প্রায় সাধন করিয়া রাখেন। বিনাশের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, পাপ দ্বারা সে সমস্তই আমাদের জীবনে আনীত ও পরিপোষিত হয়। এই সমস্ত বিনাশের উপায়কে কিঞ্চিন্মাত্র পরিচালিত করিলেই বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

বিনোদ। তুমি যে নিমিত্তের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলে।

গোপী। নিমিত্তের অর্থ কি, তাহা বলিতেছি। যেমন মনে কর কামানের গোলা, গুলি, বারুদ সমস্ত প্রস্তুত থাকিলেও অল্পমাত্র অগ্নির সাহায্য ব্যতিরেকে কামান হইতে তোপ নির্গত হয় না, সেইরূপ পাপ দ্বারা বিনাশের সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইলেও এবং ঈশ্বরের দ্বারা ঐ সমস্ত নাশোপাদান সুসজ্জিত হইলেও মনুষ্যসাহায্য ব্যতিরেকে ঐ বিনাশের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। পাপী পাপদ্বারা বিনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ঈশ্বর 'mediate cause' এবং মনুষ্য 'immediate cause'; অথবা ঈশ্বর 'predisposing cause,' মনুষ্য 'exciting cause."

বিনোদ। গীতা যে এই কথাই বলিতেছেন তাহার প্রমাণ কি ?

গোপী। ঈশ্বর যখন মুখব্যাদান করিলেন, তখন অর্জ্জুন ঐ মুখ বিবরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি কুরুগণকেই দেখিতে পাইলেন। যদি ঈশ্বরকে সমস্ত কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা বলা গীতার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি স্বমুখে কুরুপাণ্ডু উভয়দলস্থ সেনাপতিদিগকে দেখাইতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কুরুকুলস্থ সেনাপতিদিগকে স্বমুখে দেখাইলেন। শঙ্করাচার্য্য টীকাস্থলে বলিতেছেন "যশোলভস্ব। কেবলং পুণ্যৈর্হি

তৎ প্রাপ্যতে।” অর্থাৎ তোমরা সৎপক্ষাবলম্বী। তোমাদের জন্য যশ আমিই বিধান করিয়া রাখিয়াছি। অল্পায়াসেই তোমরা এই যশের অধিকারী হইতে পারিবে। আনন্দগিরি বলিতেছেন—“প্রতিকুলানীকস্থা মৎপ্রতিকুল্যাদেব ন ভবিষ্যন্তি।” অর্থাৎ কুরুসেনাগণ পাপপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। এবং সেই কারণেই তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চয় হইলেও একটী নিমিত্ত চাই। তুমি সেই নিমিত্তমাত্র হও। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—“তব শত্রবঃ···ময়া নিহত প্রায়াঃ” অর্থাৎ আমি তোমার শত্রুদিগকে প্রায়ই নিহত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল, নিমিত্তমাত্র হও।

বিনোদ। কিন্তু তাহা হইলেও একটী গোল থাকে। পাপী যেন ঈশ্বরনিগ্রহে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। কিন্তু পুণ্যবান ব্যক্তিগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিপতিত হইল কেন? ঈশ্বর তাহাদের প্রতি নিগ্রহ করিলেন কেন?

গোপী। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ যাহারা এ জন্মে পুণ্যবান তাহারা পূর্ব্বজন্মের পাপ অনুসারে বিনষ্ট হইতেছে। আর যাহারা পূর্ব্বজন্মে পুণ্যবান, তাহারা এজন্মে পাপ বশতঃ বিনষ্ট হইতেছে। ভীষ্ম দ্রোণ বর্ত্তমান জন্মের পুণ্য সত্বেও, পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের পাপবশতঃ পরাজিত ও বিনষ্ট হইলেন।

বিনোদ। বিনষ্ট না বলিয়া পরাজিত বলিলেই ঠিক হয়। পরাজয় পাপের নিত্যসহচর। যে পাপী, ঈশ্বর তাহার পরাজয়

অগ্রেই স্থির করিয়া রাখেন, কেবল নিমিত্তমাত্রের প্রয়োজন এ বিশ্বাস অন্য অন্য জাতির মধ্যেও ছিল।

গোপী। যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়, একথা বলিলে, যেখানে অধর্ম্ম, সেইখানেই পরাজয় ইহাও একরূপ বলা হইল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে একথার যাথার্থ্য সুন্দররূপে প্রমাণিত না হইলেও জাতিসম্বন্ধে ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে। সমস্ত বাইবেলে কেবল এই কথাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। গ্রীস ও রোম পাপাচরণের দ্বারাই নিজ নিজ বিনাশ সংসাধিত করিয়াছিল। কৃষ্ণও বলিতেছেন—'কুরুকুল পাপী। আমি অগ্রেই উহাদের বিনাশ বা পরাজয় নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।' এ তর্কের উপর তোমার অন্য কোন আপত্তি আছে?

বিনোদ। না, তুমি অন্য কথা বল।

গোপী। অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ও তাঁহার ঐ ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কম্পমান হইয়া গদ্‌গদ্ বচনে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—'হে কৃষ্ণ। তুমি শিষ্টপালন ও দুষ্টদমন। তোমার কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া জগৎ যে হৃষ্ট ও ত্বৎপ্রতি অনুরক্ত হয়, তাহা উপযুক্ত বটে। কারণ পাপীর শাস্তি দেখিলে কে না সন্তুষ্ট হয়? আর তোমাকে দেখিয়া বা তোমার কথা শ্রবণে যে পাপীগণ দশদিকে পলায়ন করে, তাহাও উপযুক্ত বটে। কারণ তোমার ন্যায় পাপবৈরী কে? আর সাধুগণ যে তোমাকে অগণ্য প্রণাম করেন, তাহাও উপযুক্তই

বটে। কারণ তোমার ন্যায় সাধুর বন্ধু কে আছে? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি ব্যক্তাব্যক্ত সমস্ত বস্তুর কারণ। তোমাকে কে না প্রণাম করিবে? হে অনন্তরূপ! তুমিই বিশ্বের আদি কারণ, তুমিই বিশ্বের প্রলয়কালের একমাত্র আধার, তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, তুমিই জীবের পরমগতি, তোমাকে কে না নমস্কার করিবে? হে কৃষ্ণ! তুমিই বায়ু, তুমিই যম, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করিতেছি। সহস্র সহস্রবার প্রণাম করিতেছি। হে সর্ব্ব! হে অনন্ত-বীর্য্য! হে অমিত-বিক্রম! তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমিই সর্ব্ব। তোমাকে পূর্ব্ব দিক্ হইতে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চিম দিক্ হইতে নমস্কার করি, তোমাকে দশদিক্ হইতে নমস্কার করি। হে কৃষ্ণ! তোমাকে সখা মনে করিয়া তোমার সহিত যাহা কিছু কুব্যবহার করিয়াছি, তাহা তুমি মার্জ্জনা কর। তুমি এই বিশ্বসংসারের পিতা, তুমিই এই সংসারের পূজ্য, তুমিই এই সংসারের গুরু। পিতা যেরূপ পুত্রের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেন, সখা যেরূপ সখার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেন, স্বামী যেরূপ স্ত্রীর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তুমি সেইরূপে আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি ভয়ে ও হর্ষে নিতান্ত আকুল হইয়াছি। তুমি এই রূপ উপসংহার করিয়া অন্যরূপে আমার নিকট প্রকটিত

হও। তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণ করিয়া, কিরীটশোভিত মস্তকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হও।'

বিনোদ। তোমাকে নিমিত্ত-সম্বন্ধে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি বলিয়াছ যে ঈশ্বর সমস্ত কার্য্যের উপাদান প্রস্তুত করিয়া রাখেন। মনুষ্য কেবল তাহার নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু ঈশ্বর ত এ নিমিত্তেরও আয়োজন করিয়া রাখেন। সুতরাং এক অর্থে ঈশ্বর সমস্তই করিতেছেন, মনুষ্য কিছুই করিতেছে না, ইহাই এক প্রকার বলা হইল।

গোপী। তুমি যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে, ইহার সদুত্তর হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শন ভিন্ন, অন্য কোন ধর্ম্ম ও দর্শনে নাই। ঈশ্বর যদি সর্ব্বময় সর্ব্ববিধাতা, তবে মনুষ্যের স্বাধীনতার স্থল কোথায়? প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই। তবে ঈশ্বর মায়া দ্বারা সমস্ত সংসার আবরিত করিয়াছেন; এই মায়াপ্রভাবে, আমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন না হইলেও আপনা-দিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি। এই মায়াবশ-স্বাধীনতা দ্বারা আমরা যে সমস্ত কার্য্য করিব, তাহাদ্বারাই আমরা পাপ, পুণ্য, পুরস্কার, তিরস্কারের অধিকারী হইব। সুতরাং আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা না থাকিলেও, কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

বিনোদ। যদি আমাদের স্বাধীনতা মায়াধীন হইল, তবে আমাদের পাপপুণ্য সমস্ত মায়াধীন হউক।

গোপী। হিন্দুশাস্ত্রমতে সমস্ত বিশ্বসংসারই মায়াময়।

সুতরাং ইহার পাপ পুণ্য প্রভৃতি সমস্তই মায়াময়। যে এই মায়া বুঝিতে পারে, তাহার পক্ষে সুখ দুঃখ কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু যত দিন আমাদের সুখ দুঃখ বোধ থাকে, তত দিন আমরা মায়ার অধীন। এবং যে ব্যক্তি মায়াধীন, তাহার এক-রূপ মায়াময় স্বাধীনতাও আছে। যে মায়াহীন তাহার পক্ষে এ স্বাধীনতা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যে মায়াধীন, তাহার নিকট এ মায়াময় স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার সময়ই শুদ্ধ এই কথা ধর কেন? আমাদের জ্ঞানও ত মায়াময়; প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞান আমাদের সম্ভবে না। যেমন ইংরাজী দার্শনিকেরা বলেন যে আমাদের 'absolute knowledge' নাই 'relative knowledge' আছে। সেইরূপে আমরা আরও বলিতে পারি যে আমাদের 'absolute freedom' নাই 'relative freedom' আছে। আমাদের জ্ঞান মায়াময় হইলেও তাহার দ্বারা আমাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। সেইরূপে আমাদের স্বাধীনতা মায়াময় হইলেও আমরা সর্ব্বদা ঐ স্বাধীনতার পরিচালন করিতেছি। আমরা মায়াময় জীব। মায়াময় জীবের পক্ষে মায়াময় স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

বিনোদ। স্পষ্ট করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী। আর একদিক হইতে দেখ। বালকের সুখ যুবার নিকট অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু বালকের সুখ বালকের নিকট সম্পূর্ণ সেইরূপ, আমরা ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ জীব। আমাদের

স্বাধীনতা ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হইলেও আমাদের পক্ষে তাহা প্রচুর।

বিনোদ। কিন্তু এ স্বাধীনতাও ত ঈশ্বর দিয়াছেন?

গোপী। দিয়াছেন সত্য। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা আমরা বুঝি না ও মনে রাখিতে পারি না। এজন্য আমাদের একরূপ ভ্রান্ত স্বাধীনতা আছে। আমাদের জীবনে সকল কার্য্যই এইরূপ ভ্রমময়। কিন্তু তথাপি যেমন আমরা সকল কার্য্যই প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়া আমাদের বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, সেইরূপে আমাদের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমাদের ভ্রান্তবিশ্বাসবশতঃ আমাদের পক্ষে প্রকৃত। যাহারা দার্শনিক তাহারা এই স্বাধীনতার ও এই বিশ্বসংসারের মায়াময়ত্ব বুঝিয়া আপনাদিগকে আর স্বাধীন বলিয়া মনে করে না। এবং তাহাদের কোন কার্য্যেই স্বাধীনতার ভান করে না। কিন্তু যাহারা সংসারী তাহারা প্রত্যেক কার্য্যেই আপনাদের মনোগত ও কার্য্যগত স্বাধীনতার উপর বিশ্বাস করে। এইরূপ সাধারণ মনুষ্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরাধীন হইলেও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বিনোদ। গোল মিটিল না। গীতা সম্বন্ধে অন্য কথা বল।

গোপী। তাই ভাল। কৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, তাহা আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই দেখিতে পায় না। নিজ শক্তিতে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কোন কার্য্য দ্বারাই আমাকে কেহ দেখিতে

পায় না। আমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহই আমাকে বুঝিতে বা দেখিতে পারে না। আমার এই রূপ দেখিয়া তোমার হৃদয়ে ভীতি বা বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে। আমি তোমার নিকট আমার স্বাভাবিক রূপ প্রকটিত করিতেছি।

এই বলিয়া কৃষ্ণ পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন সেই মূর্ত্তি দেখিয়া পুনরায় আশ্বস্ত ও সম্প্রীত হইলেন।

বিনোদ। ইহার ভাবার্থ কি?

গোপী। ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ মনুষ্য দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। যতক্ষণ না ঈশ্বর মনুষ্যের আকার ধারণ করেন, ততক্ষণ মনুষ্য ঈশ্বরকে বুঝিতে পারে না। উৎকৃষ্ট জীব নিকৃষ্ট জীবকে বুঝিতে পারে। সমানে সমানে ও পরস্পর পরস্পরেও বুঝিতে পারে। কিন্তু নিকৃষ্ট জীব, উৎকৃষ্ট জীবকে বুঝিতে পারে না, মনুষ্য—পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতির সমস্ত কার্য্য বুঝিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের যে অংশ পশু পক্ষী অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট, সে অংশ পশুপক্ষীতে বুঝিতে পারে না। এইরূপে ঈশ্বর যতক্ষণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন ততক্ষণ মনুষ্য তাহাকে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু যখন ঈশ্বর মনুষ্যের আকার ধারণ করেন, তখনই মনুষ্য ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে। ইহারও মধ্যে আবার ইতর বিশেষ আছে। অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্য সভ্য মনুষ্যকে বুঝিতে পারে না। এজন্য হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে মনুষ্যের অসভ্যা-বস্থায় ঈশ্বর অসভ্যের ন্যায় তাহার নিকট অবতীর্ণ হইয়া-

ছিলেন। এইরূপে মনুষ্য যখন যে অবস্থায় পতিত হয়, ঈশ্বর তাহার নিকট সেই অবস্থার উপযোগী রূপ লইয়া প্রকটিত হয়েন। মনুষ্যের অবস্থানুসারে ঈশ্বর কখন বা মৎস্য, কখন বা কচ্ছপ, কখন বা নৃসিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তিনি ভক্তিদ্বারা বোধ্য। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরকর্ম্মপরায়ণ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত, যে ব্যক্তি অভিলাষশূন্য, যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীতে মৈত্রভাব প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের অধিকারী।

দ্বাদশ দিন।

বিনোদ। অদ্য কি বিষয়ের বিচার হইবে?

গোপী। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা ও নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা, এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ অদ্য তাহারই বিচার হইবে।

বিনোদ। বিষয়টি বর্ত্তমান সময়োপযোগী বটে। হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তাহা গীতার সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

গোপী। ব্রাহ্মেরা সাকার নিরাকারে প্রভেদ করেন। এ প্রভেদ খৃষ্ট ও মহম্মদ ধর্ম্মানুযায়ী। হিন্দুরা উহা অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। হিন্দুদের মতে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর একই শ্রেণীভুক্ত। কারণ ইহারা উভয়েই সগুণ। সাকার ঈশ্বর মনুষ্যের হস্তকল্পিত, নিরাকার ঈশ্বর মনুষ্যের মনঃকল্পিত; সুতরাং এ উভয়ের প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরের উপরেও আর এক ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন। সে ঈশ্বর নির্গুণ ঈশ্বর। তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। এজন্য তাঁহাকে নিরুপাধি, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিশেষ, অব্যক্ত, ঈশ্বর বলে। এ ঈশ্বর বাক্য ও মনের অগোচর। হস্তদ্বারা এ ঈশ্বর নির্ম্মাণ করা যায় না। বাক্যদ্বারা ইঁহাকে বর্ণনা করা যায় না। মনের দ্বারা

ইঁহাকে কল্পনা করা যায় না। ব্রাহ্মেরা যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কথা বলেন, সে ঈশ্বরও হিন্দুধর্ম্মানুসারে সগুণ ঈশ্বর।

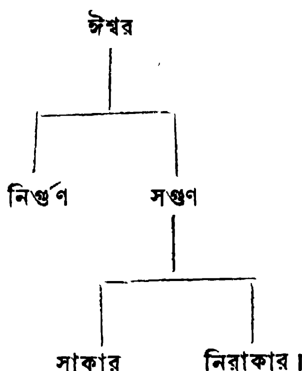
বিনোদ। এ কথার প্রমাণ কি?

গোপী। শঙ্করাচার্য্য সগুণ ঈশ্বরের এই কয়েকটি লক্ষণ করিয়াছেন; 'সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যমান', 'সর্ব্বজ্ঞানবান্', 'সর্ব্বশক্তিমান্' 'সর্ব্বোপাধি', 'আত্ম', 'বিশ্বরূপ'। এই কয়েকটি লক্ষণই নিরাকার ঈশ্বরের প্রযুজ্য। 'সর্ব্বোপাধি' অর্থে সত্ত্বরজস্তমোগুণ-বিশিষ্ট। নির্গুণ ঈশ্বরের লক্ষণাকারে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন 'বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণঃ' অর্থাৎ যাহার প্রতি কোন বিশেষণই প্রযুক্ত হয় না। ব্রাহ্মেরা মুখে নিরাকার ঈশ্বর বলেন, কিন্তু ধ্যান বা প্রার্থনার সময়ে তাঁহাকে মন্দিরে আগমন করিতে বলেন, তাঁহাকে প্রার্থনা শ্রবণ ও পরিপূরণ করিতে বলেন। সগুণ ঈশ্বরের নিকট এ সমস্ত নিবেদন করা সঙ্গত। কিন্তু নির্গুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে এসমস্ত কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতচন্দ্র নিরাকার সম্বন্ধে কয়েকটী বড় সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন:—

মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥

ফলতঃ হিন্দু সাকার নিরাকারে প্রভেদ করেন না। কারণ উভয়ই কিয়দ্রূপে মনুষ্যের আয়ত্ত। তাঁহারা প্রভেদ করেন সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরে।

বিনোদ। বুঝিলাম। হিন্দুরা ঈশ্বর-বিভাগ নিম্নরূপে করিয়া থাকেন।



ভারতচন্দ্র বেশ বলিয়াছেন। যদি ঈশ্বরে গুণই অরোপ করিলাম, তবে আর তাঁহাতে আকার আরোপ করিবার বাধা কি? যদি তাঁহাকে মনের গোচর করিলাম, তবে তাঁহাকে হস্তের বা শিল্পের গোচর করিবার বাধা কি? যে ঈশ্বরকে সগুণ বলিয়াও নিরাকার বলে, সে বাস্তবিকই সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দেয়। এক্ষণে তুমি সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনার প্রভেদ বল।

গোপী। আনন্দগিরি টীকাকালে বলিতেছেন যে, মন্দ ও

মধ্যস্থলীয় ব্যক্তিরা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন এবং উত্তম পদবীর ব্যক্তিগণ নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। শঙ্করাচার্য্যও বলিতেছেন—'যাঁহারা কৃষ্ণকে মনে রাখিয়া সংসারে কর্ম্মাদি করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সগুণ ঈশ্বরই উপাস্য। আর যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা নির্গুণোপাসনার অধিকারী। হিন্দুশাস্ত্রে কাহারও প্রতি নিন্দা নাই। কেবল অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে এই মাত্র।

বিনোদ। কিন্তু আমি কোন্ উপাসনার অধিকারী তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে ?

গোপী। তোমার মনই তোমাকে বলিয়া দিতে সক্ষম। যখন তুমি সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাক, তখন কি তুমি একবারও সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের কথা মনে রাখ ? এবং তুমি কি ঈশ্বরানুমোদিত কার্য্য কর ? যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ যদি তুমি ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্য না কর, এবং যদি তুমি একবার ঈশ্বরকে মনে না কর, তাহা হইলে তুমি মন্দ বা অধম পদবীভুক্ত। আর যদি তুমি কখন কখন ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্য কর, এবং যদি কখন কখন ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর, তাহা হইলে তুমি মধ্যম পদবীভুক্ত। আর যদি তোমার সহিত ঈশ্বরের তিলার্দ্ধও বিচ্ছেদ না হয়, এবং যদি তুমি সকল প্রকার কামনা প্রবৃত্তি পরাজয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি উত্তম পদবীভুক্ত।

বিনোদ। (সাশ্রুনয়নে) ভাই হে! আমি মন্দ পদবীভুক্ত। যদি অধম হইতে অধম, তাহা হইতেও অধম, এমন কোন শ্রেণী থাকে, তবে আমি সেই শ্রেণীভুক্ত। আমি ভ্রমেও হরির নাম গ্রহণ বা স্মরণ করি না। আমি সর্ব্বদা তাঁহার বিরুদ্ধ কার্য্যেরই অনুমোদন করি। আমি ঘোর নারকী।

গোপী। তুমি একা কেন, আমরা সকলেই তাই। এজন্য দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"মনুষ্য মাত্রেই দেহাভিমানী, অর্থাৎ সুখে উল্লসিত ও দুঃখে কাতর। সুতরাং ইহাদের পক্ষে নির্গুণ উপাসনা নিতান্ত ক্লেশকর। নির্গুণ উপাসনা মুক্তির অন্যতর উপায় হইলেও মনুষ্যের—অন্ততঃ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে—এ উপায় অবলম্বনীয় নহে।" এতৎ সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন "দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্ প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাৎ" যাহারা দুঃখে সুখে উদ্বেজিত, তাহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের পক্ষে নির্গুণ উপাসনা অত্যন্ত ক্লেশকর।

বিনোদ। এক্ষণে একটা তর্কের কথা জিজ্ঞাসা করি। যে নির্গুণ উপাসক তাহার সহিত ঈশ্বরের তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ হয় না, এ কথা বিশ্বাস করিব কেন?

গোপী। যতক্ষণ তোমার চিত্তে মলিনতা আছে, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরকে সগুণ বলিয়া দেখিতেছ, তাঁহাতে রূপের আরোপ করিতেছ, গুণের আরোপ করিতেছ। কিন্তু যখন তোমার চিত্তের মলিনতা দূর হইবে, তখন তোমার আত্মা ঈশ্বরের

সহিত একীভূত হইয়া যাইবে। যতক্ষণ জলবুদ্বুদে বায়ু মিশ্রিত থাকে, ততক্ষণ বুদ্বুদ জল হইতে পৃথক বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু যখন বায়ুর অংশটুকু বুদ্বুদ হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন আবার সেই জলোত্থিত বুদ্বুদ জলরাশিতে মিশিয়া যায়। সেইরূপ যত ক্ষণ জীবের চিত্ত মলিনতায় পরিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণই জীবের আত্মার সহিত ঈশ্বরের প্রভেদ। সেই মলিনতা যদি দূর হইয়া গেল, তবে আর কে কাহার উপাসনা করিবে? তখন ত জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া গেল, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহার উপাসনা করিবে? তখন জীব তন্ময়ত্ব লাভ করিল। ঐ জীবের পক্ষে তখন আর উপাসনাও নাই, ধ্যান ধারণাও নাই। ঈশ্বর হইতে ঐ জীবের পৃথক অস্তিত্বও নাই। প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা নাই। যাঁহাদের প্রতি কোন বিশেষণ প্রযুক্ত হয় না, তাঁহাকে কি বলিয়া উপাসনা করিবে। তবে আত্মার নির্ম্মলতা লাভ করিলে, সেই নির্গুণ ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইতে পারা যায়। কিন্তু আত্মার নির্ম্মলতা, পূর্ণ নির্ম্মলতা সাধন করা জীবের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর, একরূপ অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন ইহাও বলিতে পার যে সগুণ উপাসনা চিত্তের নির্ম্মলতার প্রধান উপাদান।

বিনোদ। এক্ষণে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কোন্ প্রকার মুক্তিলাভ শ্রেষ্ঠ? ঈশ্বরের সহিত একীভূত হওয়াই ভাল, কি চিরকাল ঈশ্বরের সাধক হওয়াই ভাল? বৈষ্ণবেরা বলেন চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খাওয়াই ভাল।

গোপী। আমার একটী ছাত্র আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাশয়! আমি এ্যাডিসনের মত লিখিব, কি মেকলের মত লিখিব?" আমি বলিয়াছিলাম—"বৎস! যদি দুইটাই তোমার আয়ত্ত হয়, তবে যেটা হউক একটা গ্রহণ কর, তাহাতেই তুমি যশস্বী হইবে।" যদি চি ন খাইবার মত অর্থ তোমার উপার্জ্জন করা হইয়া থাকে, তবে চিনিই খাও। কেহ তোমাকে নিষেধ করিবে না। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের পূর্ব্বেই চিনি খাইবে কিনা সে চিন্তায় শিরঃপীড়া জন্মাইও না।

বিনোদ। বেশ বলিয়াছ। কিন্তু তথাপি তর্কস্থলে কোন-টিকে তুমি প্রাধান্য দিতে চাও?

গোপী। যদি জীবকণা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহা অপেক্ষা সুখ কি? সমান পদার্থ সমান পদার্থের সহিত মিলিত হইতে চায়, ইহাই সংসারের নিয়ম। দেখ জলকণা সরোবর, তড়াগ, নদী প্রভৃতিতে মিশ্রিত হইতে চায়। নদী সমুদ্রে মিশ্রিত হইতে চায়। আমার আত্মাও ত ঈশ্বরের অংশ। তবে আমার আত্মা যে মহাসমুদ্র ঈশ্বর-পদার্থে মিশ্রিত হইতে অভিলাষ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? এতদ্ভিন্ন ইহাতে অভিলাষ অনভিলাষের বিষয় নাই। যে দিন তোমার চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হইবে, সেই দিন উহা ঈশ্বরের নিয়মানু-সারে ঈশ্বরে গিয়া মিলিত হইবে। সে যাহা হউক, আমরা মন্দ বা মধ্যম অধিকারী। আমাদের উত্তম অধিকারীর কথায় প্রয়োজন কি? কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উল্লেখ করিয়া মনুষ্যদিগকে বলিতেছেন—

"হে পার্থ! যাহারা আমাতে, অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরে চিত্ত আবেশিত করে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে মৃত্যুর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় করিও না।" দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আমাদিগকে অভয় দিয়াছেন, আমাদের আর সংশয় কি? আইস, আমরা উভয়ে শ্রীহরির চরণে প্রণাম করি।

বিনোদ। তথাস্তু (উভয়ের প্রণাম)।

গোপী। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে পূর্ব্বে যে চিত্তা-বেশের কথা বলা গেল, তাহাই বা কিরূপে হয়? এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যদি আমাতে চিত্তের অভিনিবেশ না হয়, তাহা হইলে অভ্যাস অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করিয়া বারংবার কৃষ্ণচিন্তা করিবে। যদি অভ্যাসেও প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে একাদশী, ব্রত, পূজা, পরিচর্য্যা, নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি করিবে; যদি তাহাতেও প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে।

বিনোদ। যদি তাহাতেও প্রবৃত্তি না হয়?

গোপী। তাহা হইলে অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবে। যাহার তাহাতেও প্রবৃত্তি না হয়, সে বড় দুর্ভাগ্য, সে কেবল মহাজনদিগের পদানুসরণ করিবে ও শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া নিজ জাতিধর্ম্ম অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। যে তাহাও না করিতে পারিবে সে জন্মজন্মান্তরে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিবে।

বিনোদ বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্টে তাহাই আছে। আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনেই অক্ষম।

গোপী। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনু বলিয়াছিলেন:—

'তপঃ পরং কৃতযুগে, ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু দানমেকং কলৌযুগে॥'

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম। ত্রেতাযুগে জ্ঞানই প্রধান ধর্ম্ম। দ্বাপরে যজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম। কলিতে দানই প্রধান ধর্ম্ম। এতন্মধ্যে তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ আমরা অনেক পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সৎপাত্রে অর্থদান করা মূর্খতার চিহ্ন হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহাহউক কৃষ্ণের লক্ষণ অনুসারে ধর্ম্মবিভাগ এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

১। নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মফলত্যাগ)
|
২। একাদশী, ব্রত, পূজা প্রভৃতি (ঈশ্বর-কর্ম্ম)
|
৩। অভ্যাস (প্রতিমাদি নির্ম্মাণ)
|
৪। ঈশ্বরে মনোনিবেশ (অন্ধভক্তি)

হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইলে মনুষ্যের কি কি উন্নতি হয় কৃষ্ণ এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন:—"অভ্যাস হইতে যে ভক্তির উৎপত্তি, তাহা অন্ধভক্তি। ঐ অন্ধভক্তির সহিত কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ে ধ্যানের ক্ষমতা জন্মিবে ধ্যান হইতে সন্ন্যাস উৎপন্ন হইবে, সন্ন্যাস হইতে শান্তির উৎপত্তি হইবে।" আমূলতঃ ধরিতে গেলে কৃষ্ণ এইরূপে ধর্ম্মবিভাগ করিতেছেন।

১। নিষ্কাম কর্ম্ম
|
২। একাদশী, ব্রত, ইত্যাদি
|
৩। অভ্যাস
|
৪। অন্ধভক্তি
|
৫। জ্ঞান
|
৬। ধ্যান
:
৭। সন্ন্যাস
|
৮। শান্তি

এক্ষণে এই ধর্ম্মবিভাগের সহিত চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত ধর্ম্ম-বিভাগের তুলনা করা যাউক।

১। স্বধর্ম্মাচরণ (জাতিধর্ম্ম অনুসারে কর্ত্তব্য প্রতিপালন)
|
২। কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ (নিষ্কাম কর্ম্ম)
|
৩। স্বধর্ম্মত্যাগ (সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ—'ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ সংভজেৎ স চ সপ্তমঃ'
|
৪। জ্ঞানমিশ্রভক্তি
|
৫। জ্ঞানশূন্যভক্তি
|
৬। প্রেমভক্তি
|
৭। দাস্যপ্রেম

৮। সখ্যপ্রেম

৯। বাৎসল্যপ্রেম

১০। কান্তভাব

আমরা নিম্নলিখিতরূপে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিভাগদ্বয়ের সামঞ্জস্য দেখাইতে পারি।

কৃষ্ণ	চৈতন্য
১। নিষ্কামকর্ম্ম	১। কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ
২। একাদশী, ব্রত ইত্যাদি ৩। অভ্যাস ৪। অল্পভক্তি	২। স্বধর্ম্মত্যাগ
৫। জ্ঞান	৩। জ্ঞানমিশ্রিতভক্তি
৬। ধ্যান ৭। সন্ন্যাস	৪। জ্ঞানশূন্যভক্তি
৮। শান্তি	৫। প্রেমভক্তি

প্রেমভক্তি: দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর

শান্তি প্রেমভক্তির প্রথম অবস্থা। দাস্য প্রেমভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। সখ্য প্রেমভক্তির তৃতীয় অবস্থা। বাৎসল্য ও কান্ত-ভাব প্রেমভক্তির চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থা। কৃষ্ণদাস কহিতেছেন:

"যার যেই রস তার সেই সর্ব্বোত্তম।"

অর্থাৎ যে, যে রসের অধিকারী, তাহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণদাস আরও বলিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।"

অর্থাৎ বিনা জ্ঞানে ধ্যান হয় না। জ্ঞান ও ধ্যান না থাকিলে সন্ন্যাস হয় না। জ্ঞান, ধ্যান ও সন্ন্যাস এই তিন না থাকিলে শান্তি হয় না। যেমন মনে করুন :—

ধ্যান = জ্ঞান + ক

সন্ন্যাস = জ্ঞান + ধ্যান + খ

শান্তি = জ্ঞান + ধ্যান + সন্ন্যাস + গ

দাস্য = জ্ঞান + ধ্যান + সন্ন্যাস + শান্তি + ঘ

সখ্য = ঐ + ঐ + ঐ + দাস্য + চ

বাৎসল্য = ঐ + ঐ + ঐ + ঐ + সখ্য

ইত্যাদি।

বিনোদ। বুঝিয়াছি। তুমি একথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কথা বল। এ সমস্ত কথা এক্ষণে না বলিলেও ক্ষতি ছিল না।

গোপী। আমি দুই উদ্দেশ্যে এবিষয়ের এক্ষণে অবতারণা করিয়াছি। অনেকে চৈতন্যকে হিন্দুধর্ম্মদ্রোহী, হিন্দুশাস্ত্রদ্রোহী ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া বর্ণনা করেন। চৈতন্যের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের উপর অবস্থিত, ইহা প্রদর্শন করা আমার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, যে বৈষ্ণবদিগকে আমরা নিরক্ষর বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদেরও দর্শন-শাস্ত্র আছে, তাহাদেরও

যুক্তি আছে, তাহাদেরও তর্ক আছে; তাহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে অন্য অন্য হিন্দুসম্প্রদায় হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ফলতঃ চৈতন্যদেব ও তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা যেরূপে সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে তত্ত্ব সমস্ত গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রচলিত করিয়াছেন, তজ্জন্য হিন্দুমাত্রেরই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সে যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"যাঁহারা শান্তিরসের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি হিংসা করেন না; তাঁহারা সমতুল্য ব্যক্তির সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন; তাঁহারা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করেন; 'ইহা আমার' অথবা 'ইহা আমি করিতেছি' তাঁহাদের এরূপ বোধ থাকে না; তাঁহারা দুঃখ ও সুখ সমান জ্ঞান করেন; তাঁহারা ক্ষমাশীল, সন্তুষ্ট, যোগী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরপরায়ণ, অনন্যচিত্ত হইবেন; তাঁহারা অন্যের পীড়া উৎপাদন করেন না, অন্যে তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতে পারে না; তাঁহাদের হর্ষ ক্রোধ ভয় উদ্বেগ কিছুই থাকে না; তাঁহারা নিস্পৃহ, শুচি, ধর্ম্মে অনলস ও অলোভী হইয়া যথা তথা পর্য্যটন করেন এবং শীত, উষ্ণ, মান, অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বশূন্য হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করেন।"

বিনোদ। কৈ, কান্তভাবের কথা বলা হইল না?

গোপী। কান্ত ভাবের কথা গীতায় নাই, চৈতন্য ইহা ভাগবত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে কথা অন্য সময়ে হইবে।

ত্রয়োদশ দিন।

বিনোদ। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় কি?

গোপী। প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়ের প্রভেদ কি; দেহ মন ও আত্মা ইহাদের লক্ষণ কি; ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় অদ্যকার বিচার্য্য। অগ্রে দেহ, মন ও আত্মা হইতে আরম্ভ কর। আমাদের দেহ একটি ভোগ্য বস্তু। অর্থাৎ ইহাতে সুখোৎপত্তির অনেক কারণ আছে। স্বাস্থ্যজনিত যে একটী সুখ, তাহার উৎপত্তিস্থল দেহ। উপযুক্ত ব্যায়ামে যে একটী অনুপম আনন্দ উপভোগ হয়, দেহই তাহার উৎপত্তিস্থল। দেহে সুখের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু দেহ ঐ সুখের ভোক্তা নহে। যেমন ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হয় কৃষকে বা ক্ষেত্র-স্বামীতে তাহা ভোগ করেন; সেইরূপ দেহে যে সুখাদি উৎপন্ন হয় দেহস্বামী তাহা ভোগ করেন; এক্ষণে দেখিতে হইবে দেহস্বামী কে?

বিনোদ। আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। দেহ যে সুখের ভোক্তা নহেন তাহার প্রমাণ কি?

গোপী। দেখ উন্মত্ত ব্যক্তির দেহ আছে অথচ তাহার সুখভোগ হয় না। অন্যদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ এক রূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তথাপি তিনি স্মৃতি বা কল্পনার সাহায্যে সুখভোগ করিতে পারেন। অন্ধকবি মিলটন

আলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—Thee I revisit safe and feel thy sov'ran vital lamp. চক্ষু বিরহেও আলোকজনিত অথবা দর্শনজনিত সুখভোগ করা অসম্ভব নহে। অতএব দেহকে ভোক্তা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভোক্তা কে?

বিনোদ। ভোক্তা মন।

গোপী। কিন্তু দেহের বিনাশে মনের বিনাশ হয়। অথচ দেহের বিনাশেই সুখদুঃখ ভোগের শান্তি হয় না। ইহজন্মকৃত কর্ম্মের ফলাফল অন্য জন্মে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু অন্যজন্মে আমাদের এ দেহও থাকে না, এ মনও থাকে না। তখন কর্ম্মফল ভোগ করে কে?

বিনোদ। মন যে পরজন্মে থাকে না ইহা বিশ্বাস করিব কেন?

গোপী। যদি মন থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতিও থাকিত। কিন্তু যখন স্মৃতি থাকে না, তখন বুঝিতে হইবে যে মনও থাকে না। কিন্তু মন না থাকিলেও পরজন্মে সুখদুঃখাদির ভোগ থাকে। সুতরাং মন ব্যতিরিক্ত অন্য এক ভোক্তা স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই ভোক্তা আত্মা।

বিনোদ। যদি পরজন্মে বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে আত্মাকে ভোক্তা না বলিলেও চলে?

গোপী। পাপের ফল দুঃখ, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছ?

বিনোদ। আছি।

গোপী। তবে শুন। মনে কর তুমি প্রতারণা দ্বারা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তোমার এক শত্রুর প্রাণবিনাশ করিলে। ইহা যে পাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পাপের ফল দুঃখ তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুঃখ ভোগ করে কে? পাপানুষ্ঠানকালে তোমার মন আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। এবং যখনই ঐ শত্রুবিনাশের কথা মনে হয়, তখনই তোমার মন আনন্দে নৃত্য করে। পাপের ফল দুঃখ না হইয়া পাপের ফলে তুমি সুখভোগ করিলে। কিন্তু দুঃখও তোমাকে ভোগ করিতে হইতেছে। সেই দুঃখ ভোগ করিতেছে কে? তোমার আত্মা। যে মূর্খ, যে পাপাশয়, তাহার মন পাপে সুখভোগ করে। কিন্তু তথাপি সে পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে নিষ্কৃতি পায় না। পাপজনিত যে দুঃখ তাহা তাহার আত্মাকে ভোগ করিতে হয়।

বিনোদ। কিন্তু আত্মা যে দুঃখভোগ করিবেনই তাহার প্রমাণ কি?

গোপী। ইহা বিশ্বাস না করিলে বলিতে হয় যে কেহ বা পাপে দুঃখ ভোগ করে, কেহ বা পাপে সুখভোগ করে। অর্থাৎ পাপপুণ্যের ফলাফল সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। যদি পাপপুণ্য সম্বন্ধে নিয়ম স্বীকার না করি তাহা হইলে অন্য স্থলেই বা করিব কেন? এই পৃথিবীতে যদি সর্ব্বত্রই নিয়ম-শৃঙ্খল স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আত্মাও মানিয়া লইতে হয়।

বিনোদ। আচ্ছা লওয়া গেল। তোমার কথার ভাব এই যে মনেও সুখদুঃখানুভব হয়; কিন্তু উহার সহিত পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই। পাপপুণ্য-জনিত যে সুখদুঃখ আত্মাই তাহার ভোক্তা; এতদ্ভিন্ন ইহ জন্মের সুখদুঃখের ভোক্তা আত্মা পরজন্মে ও ইহ জন্মের সুখদুঃখ ভোগ করেন।

গোপী। এক্ষণে আমরা কি পদার্থ তাহাও বুঝিতে হইতেছে। আত্মা ঈশ্বরের অংশ। সুতরাং ঈশ্বরে যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা আত্মাতেও আছে বলিতে হইবে। অর্থাৎ আত্মা অনন্ত, নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্গুণ ইত্যাদি।

বিনোদ। আত্মা যদি নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার হইলেন, তবে আবার উহাকে সুখদুঃখের ভোক্তা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

গোপী। আমরা চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক কি চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়? চন্দ্র যাহা, চিরকাল, তাহাই আছেন। কেবল যখন অন্ধকার বৃদ্ধি হয়, তখন চন্দ্রকে কলাহীন, মলিন বলিয়া বোধ হয়, আর অন্ধকারের অভাব হইলেই চন্দ্র পুনরায় নিজ মনোহর রূপ ধারণ করেন। সেইরূপ পাপান্ধকার দ্বারা আবৃত হইলেই আত্মাকে কলাহীন ও নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হয়। আবার পুণ্যালোক দ্বারা সেই অন্ধকার দূর হইলেই আত্মা নিজ মনোহর জ্যোতি ধারণ করেন। এজন্য আত্মাকে স্ফটিকখণ্ডেরও সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। স্ফটিকখণ্ড নিজে শুভ্রবর্ণ। কিন্তু উহা যদি জবাপুষ্পের নিকট রক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাও রক্তবর্ণ

বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু জবা পুষ্পটি সরাইয়া লইলেই উহা পুনরায় শুভ্র আকার ধারণ করে। সেইরূপে আত্মা সর্ব্বদাই নিজে নির্ব্বিকার। কিন্তু পাপ বা পুণ্যের দ্বারা আবৃত হইলে ইহাকে মলিন বা দীপ্তিমান বলিয়া অনুভব করা যায়। পাপ পুণ্যের দ্বারা আত্মার কোন রূপান্তর হয় না। সংস্কৃতশাস্ত্রে মনোঽনুভূত সুখদুঃখের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি নাই। কারণ ঐ সুখদুঃখ শরীরের সহিত এরূপ সম্বন্ধ যে উহার কোন নিয়ম বা স্থায়িত্ব বা পবিত্রতা নাই। তবে নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র যে আত্মা তাহা যে অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবে ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না।

বিনোদ। দেহ, মন, আত্মা ইহাদের সম্বন্ধ একরূপ বুঝিলাম। অন্যকথা বল।

গোপী। দেহ যেরূপ ভোগ্য বস্তু এরূপ অন্যান্য ভোগ্য বস্তুও অনেক আছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের এরূপ তালিকা দিতেছেন:—

১। দেহ—(ইহা শুদ্ধ ভোগ্য নহে, ভোগায়তনও বটে)

২। ক্ষিতি—(ইহার দ্বারা আমরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ উপভোগ করি)

৩। জল—(ইহার দ্বারা স্পর্শ রূপ রস ভোগ করা যায়)

৪। তেজঃ—(ইহা দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ ভোগ করা যায়)

৫। বায়ু—(ইহা দ্বারা শব্দ ও স্পর্শ ভোগ করা যায়)

৬। আকাশ—(ইহা দ্বারা শব্দ ভোগ করা যায়)

৭। শব্দ—(মনোহর বাদ্যাদি)

৮। স্পর্শ—(মলয়ানিল, পুত্র, কন্যা, স্ত্রীস্পর্শ প্রভৃতি)

৯। রূপ—(সৌন্দর্য্য, বর্ণ, প্রভৃতি)

১০। রস—(খাদ্যাদি)

১১। গন্ধ—(পুষ্প চন্দনাদি)

ভোগ্যবস্তুর কারণ।

১২। ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি।

১৩। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি।—

১৪। মূলপ্রকৃতি (যাহা হইতে সমস্ত ভোগ্যবস্তু সংগৃহীত হইয়াছে) যাহাদের সাহায্যে ভোগ্য বস্তুর ভোগ হয়।

১৫। চক্ষু।

১৬। কর্ণ।

১৭। নাসিকা।

১৮। জিহ্বা।

১৯। ত্বক।

২০। পাদ।

২১। পাণি।

২২। বাক্য।

২৩। পায়ু।

২৪। উপস্থ।

২৫। মন।

ভোগ্যবস্তুর ভোগসময়ে মনের কি কি অবস্থা হয়।

২৬। ইচ্ছা।

২৭। দ্বেষ।

২৮। অভিনিবেশ।

২৯। জ্ঞান।

৩০। ধৈর্য্য অথবা সন্তোষ ইত্যাদি।

ভোগ্যবস্তুর আর এক নাম ক্ষেত্র। শ্রীকৃষ্ণ, সংক্ষেপে ক্ষেত্র কি কি, ক্ষেত্রর কারণ কি, ক্ষেত্রের সহায় কি, ক্ষেত্রের সুখভোগের প্রকার কি, তাহা বিবৃত করিলেন। সম্প্রতি যে যে ব্যক্তি এই ভোগ্য ভোক্তা, এবং ভোগ্যবস্তুর মূলকারণ প্রকৃতি ও ভোক্তার মূলকারণ ঈশ্বর এই সমস্তের তত্ত্ব বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের কি কি গুণে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক একণে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন—"যদি এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ কর, নিজস্বভাব যথা-যথরূপে প্রকটিত কর, হিংসা ত্যাগ কর, কুটিলতা ত্যাগ কর, সদ্ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, দেহশুদ্ধির ও চিত্তশুদ্ধির সম্পাদন কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ইন্দ্রিয়সংযম কর, বিষয়লোভ পরি-ত্যাগ কর, অহঙ্কার ত্যাগ কর, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি প্রভৃতি দুঃখসমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর, স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা পরিত্যাগ কর, তাহাদের সুখে সুখী অথবা দুঃখে দুঃখী হইও না, সুখে হৃষ্ট বা দুঃখে উদ্বেলিত হইও না, নির্জ্জন প্রদেশে ঈশ্বরের প্রতি অনন্যমনে সেবা ও ভক্তিপ্রদর্শন করিবে।"

বিনোদ। এই সকল মহদ্‌গুণ না থাকিলে কি জ্ঞান লাভ করা যায় না? আমাদের ত এ সমস্ত গুণের একটীও নাই; কিন্তু তথাপিত আমরাও এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছি এবং কিছু কিছু বুঝিতেও পারিতেছি।

গোপী। এই সমস্ত গুণ না থাকিলে তত্ত্বজ্ঞানলাভে প্রবৃত্তিই হয় না। যে অর্থ উপার্জ্জনে একান্ত উন্মত্ত, যাহার মনে যশোলিপ্সা নিতান্ত প্রবল, সে কখন এ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানমূলক বিষয়ে অনুরাগী হয় না। আর যে যশোলিপ্সায় এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার উভয়কুলই নষ্ট হয়। অর্থাৎ সে যশোলাভেও অসমর্থ হয়, এবং তাহার আত্মজ্ঞানও লাভ হয় না। আমাদের যদি বাস্তবিকই এই জ্ঞান-লাভে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে আমাদের হৃদয়েও এ সমস্ত সদ্‌গুণের সঞ্চার হইয়াছে। আর যদি অর্থ-লোভে বা যশোলিপ্সায় এই ধর্ম্মালোচনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে, এ সমস্তই পণ্ডশ্রম করা হইতেছে।

বিনোদ। যাহার মন অর্থ-পিপাসায় একান্ত চঞ্চল, সে কেন এই ঢেঁকির কচকচি ভাল বাসিবে? সে যাহা হউক একক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। কি কিগুণে জ্ঞান-সাধন হয় এবং জ্ঞেয় বস্তু কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞাতা অথবা ভোক্তা যে আত্মা, তাহার লক্ষণ করা হইতেছে।

"সেই আত্মা অনাদি, সর্ব্বকারণকারণ; তিনি আছেন

এরূপও বলা যায় না, তিনি নাই এরূপও বলা যায় না। অর্থাৎ তিনি প্রমাণের বিষয় নহেন, অপ্রমাণেরও বিষয় নহেন। 'বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেন উচ্যতে নিষেধবিষয়বস্তু অসচ্ছব্দেন উচ্যতে। ইদন্তু তৎ উভয়বিলক্ষণং অবিষয়ত্বাৎ।' অথচ তাঁহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শিরা, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার নিজের কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেই তাঁহার সংযোগ আছে। কোন বস্তুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ তিনি সকল বস্তুর আধার। তিনি চরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন, অথচ তিনি দূরস্থও বটেন। যেমন সমুদ্র-ফেন সমুদ্র হইতে পৃথক না হইলেও পৃথক বলিয়া অনুমিত হয়, সেইরূপ জীবসমস্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক না হইলেও পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। সেই ঈশ্বরই এই সমস্ত চরাচরের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। সমস্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। অন্ধকার তাঁহাতে স্থল পায় না। এই আত্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, তিনি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" ইহার তাবার্থ এই যে ঈশ্বর যখন অনন্ত, তখন চরাচরস্থ সমস্ত বস্তুতে ও সমস্ত ক্রিয়াতে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। অথচ তিনি প্রমাণেরও বিষয় নহেন। বেদান্তেও আছে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। শাস্ত্রই তাঁহার প্রমাণ, অন্য প্রমাণ তাঁহাতে সম্ভবে না।।

বিনোদ। বোধ হয়, এই জন্যই প্রহ্লাদ স্তম্ভেও ঈশ্বর দেখিয়াছেন। ফলতঃ ঈশ্বরকে অনন্ত বলিলে কোন বস্তু হইতে তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায় না।

গোপী। তবেই দেখ প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অংশ বলিতে হইতেছে। গীতাকার প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াছেন। যদি প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তি বলা যায় তাহা হইলে প্রকৃতিকে অনাদিও বলিতে হয়। কারণ ঈশ্বর অনাদি হইলেই, ঈশ্বরেব শক্তিকেও অনাদি বলিতে হয়।

বিনোদ। কিন্তু প্রকৃতিকে ঈশ্বরের কার্য্যওত বলিতে পারি।

গোপী। কার্য্য বলা ঠিক সঙ্গত হয় না। কারণ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব অর্থে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি। যখন প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তির কারণ, তখন প্রকৃতিকে কার্য্য বলা সঙ্গত নহে। মিলটন যেমন আলোককে অনাদি বলিয়াছেন—"Co-eternal with the Eternal Beam," সেইরূপেও প্রকৃতিকে অনাদি বলা যাইতে পাবে। উপনিষদে ঈশ্বরকে উর্ণনাভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উর্ণনাভ যেমন নিজ কুক্ষি হইতে তন্তু রচনা করে, ঈশ্বর সেইরূপ নিজ বিশাল উদর হইতে এই জগৎসংসার রচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর যতকাল আছেন, তাঁহার উদরে এই সংসাররূপ উর্ণাজাল ততকাল আছে। ঈশ্বর চিরকালই পূর্ণ। সুতরাং চিরকালই তাঁহার উদরে ঐ উর্ণাজাল আছে। কালঃ

সহকারে তিনি উর্ণাজাল প্রকাশিত করিয়াছেন এই মাত্র। সে যাহা হউক এক্ষণে অন্য কথা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতে-ছেন—"আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যের শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের আত্মা পুরুষের অংশ মাত্র। সুতরাং সেই চিন্ময় পরমপুরুষই আমাদের আত্মার হেতু। শুভাশুভ কর্ম্মফলে আমাদের যে যে যোনিতে জন্ম হয়, আমাদের আত্মাও সেই সেই যোনির সুখ দুঃখ ভোগ করেন।"

বিনোদ। আমার এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য আছে। মৃত্যুর পর ত সকল আত্মাই একরূপ। তবে একটি তোমার আত্মা, একটি আমার আত্মা এরূপ ভেদ হয় কিরূপে?

গোপী। কর্ম্মফলের জন্য আত্মার উপর এক একটি আবরণ পড়ে। এই সমস্ত আবরণের ন্যূনাধিক্য থাকাতে আত্মায় আত্মায় বিভেদ অক্লেশেই জানিতে পারা যায়। সকলেরই কর্ম্মফল সমান হয় না। এজন্য কাহারও আত্মা বা প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হয়, কাহারও আত্মা বা অষ্টমীর চন্দ্রের ন্যায় অষ্টকলায় পরিপূর্ণ থাকে, কাহারও আত্মা বা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ কলায় পূর্ণ থাকে। তবে যাহার পুণ্যবলে আত্মা হইতে সমস্ত আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, তাহার আত্মা পূর্ণচন্দ্রের আকার ধারণ করিয়া সেই নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। জীবশরীরে স্থিতি করিয়া আত্মা কি কি কার্য্য

করেন, এক্ষণে কৃষ্ণ তাহা বলিতেছেন। এই আত্মা আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তরে থাকিয়া আমাদের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করেন, তিনি কোন কার্য্য হইতেই আমাদিগকে নিবৃত্ত করেন না, আমাদের পাপপুণ্যের ফলাফল অন্তিমে তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয়, তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তুর মহেশ্বর; তিনিই এই সমস্ত প্রকৃতির ভর্ত্তাস্বরূপ। কেহ বা তপস্যাদ্বারা, কেহ বা জ্ঞানদ্বারা ও কেহ বা যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণদ্বারা এই পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ করেন। যাঁহারা উত্তমাধিকারী তাঁহারাই তপস্যা করিতে পারেন, যাঁহারা মধ্যমাধিকারী তাঁহারা জ্ঞানলাভে সক্ষম, এবং যাঁহারা মন্দাধিকারী তাঁহারা কর্ম্মাচরণ করেন। যাঁহারা অতি মন্দাধিকারী, অর্থাৎ যাঁহাদের নিজের বিবেক বুদ্ধি নাই তাঁহারা সদ্‌গুরুর উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিবেন। এই পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু দেখিবে, সে সমস্তই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আত্মা সকল ভূতেই অবস্থিতি করিতেছেন। সমস্ত ভূতের বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের মূল। ঈশ্বর দ্রষ্টা মাত্র। যিনি জানেন যে এই বিচিত্র বিশ্ব প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র এবং যিনি জানেন যে এই বিশ্ব প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন। আমাদিগের পাপাদি দ্বারা আত্মা মলিন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক আত্মাতে মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ

আত্মা নির্গুণ, নিত্য, ও নির্ব্বিকার। যেমন আকাশ সর্ব্বভূতে থাকিয়াও কাহারও সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরও সর্ব্ব প্রাণীতে বিদ্যমান থাকিয়াও কাহারও সহিত লিপ্ত হন না। যেমন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করেন, সেইরূপে সেই ঈশ্বর এই সমস্ত প্রকৃতিকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিনোদ। প্রাণিমাত্রেই ঈশ্বর কিরূপে বা কিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা একরূপ বুঝিয়াছি। কিন্তু স্থাবর অথবা জড় পদার্থে ঈশ্বর কি ভাবে অবস্থিতি করেন তাহা তুমি কোথাও বল নাই।

গোপী। প্রাণীদিগের দেহ-মন থাকাতে তাহারা ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বশবর্ত্তী; সুতরাং তাহাদের মধ্যে আত্মার বিকৃত অবস্থা হয়, অর্থাৎ তাহাদেরই মধ্যে আত্মা আবরণ দ্বারা আবদ্ধ হন। কিন্তু জড়পদার্থে এরূপ আবরণের কোন কারণ নাই। সুতরাং জড় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর অবিকৃতভাবে অবস্থান করেন। এজন্য মনুষ্যোপাসনা অপেক্ষা জড়োপাসনা অধিকতর পবিত্র। এই যে সম্মুখে নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহা প্রকৃতি ও পুরুষের রমণীয় ক্রীড়াস্থল। এখানে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি পাপান্ধতাজনিত কোনরূপ আবরণ নাই। যাঁহারা চক্ষুষ্মান তাঁহারা এই নদীর মধ্যেও সর্ব্বকারণকারণ ঈশ্বরের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। অদ্য অনেক কথা হইয়াছে এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাউক।

চতুর্দ্দশ দিন।

বিনোদ। অদ্য কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে?

গোপী। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় এই কয়টী—

১ম। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

২য়। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিবরণ।

৩য়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাতীত ভক্তের লক্ষণ।

অগ্রে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ—

"মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥"

অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে বিরাটপুরুষ অথবা প্রকৃতি উৎপন্ন হন। ঐ প্রকৃতিতে সৃষ্টির বীজ সমস্ত নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা হইতে যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয়।

বিনোদ। কিছু বুঝিলাম না।

গোপী। এই শ্লোকের অর্থ ভাগবতের সাহায্যে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সৃষ্টির উপাদানীভূত যাবতীয় পরমাণু ঈশ্বরে লীন ছিল। ঐ সকল পরমাণু তৎকালে নিজ নিজ পূর্ব্বসৃষ্টিজাত স্বভাব বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুণ্যবান ও পাপীর আত্মার কথা ধর। উভয় আত্মাই ঈশ্বরে গিয়া লীন হইল। কিন্তু পুণ্যবানের আত্মার

পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য সমস্ত নিহিত রহিল, এবং পাপীর আত্মায় পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ সমস্তও নিহিত রহিল। পরে সৃষ্টিকালে ঐ উভয় আত্মাই ঈশ্বর হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় নিজ নিজ কর্ম্ম বা স্বভাব অনুসারে সৃষ্টিমধ্যে সঞ্চরণ করিবে। ইহাই সৃষ্টির প্রথম অবস্থা। সৃষ্টির উপাদানীভূত যাবতীয় পদার্থ ঈশ্বর হইতে বিনির্গত হইয়া তাঁহারই বিশ্বব্যাপী শরীরের এক দেশ অধিকার করিল।

সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায়, ঐ সমস্ত উপাদান নিজ নিজ গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইল। অর্থাৎ ঐ উপাদান সমূহের কতকগুলি বা দেবাঙ্গের, কতকগুলি বা মনুষ্যাঙ্গের, কতকগুলি বা অন্য অন্য প্রাণীর অঙ্গের, কতকগুলি বা বৃক্ষ লতার আকার ধারণ করিল। পরে যখন ঈশ্বর উহাতে চৈতন্য প্রদান করিলেন, তখন ঐ সমস্ত উপাদান এক বৃহদাকার বিরাটপুরুষের আকার ধারণ করিল। ঐ পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সমস্ত সৃষ্টির বিচিত্র রচনা প্রকটিত হইল। উহাঁর চক্ষুগোলকে চন্দ্রসূর্য্য, উহাঁর কর্ণে আকাশ, উহাঁর রোমে পর্ব্বত বৃক্ষাদি, উহাঁর নাভিপদ্মে সপ্তসমুদ্র, উহাঁর শিরায় শিরায় সহস্র সহস্র নদনদী বিরচিত হইল। সেই বিরাট পুরুষের বিভূতির কথা আর কি বলিব? তিনি সৃষ্টির মহাভাণ্ডারস্বরূপ। তাঁহার শরীরের এক অংশে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, মস্তক বিরাজিত রহিয়াছে। অন্য অন্য অংশে কোটি কোটি হস্তপদাদি, কোটি কোটি

উরুচরণ বক্ষ কক্ষ প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কিছুই সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা সৃষ্টিকালে ঐ বিরাটপুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে দ্রব্যাদি বাছিযা লইয়া তাহাই একত্র সংযোজন করেন।

বিনোদ। তোমার অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টির তিন কর্ত্তা দেখিতেছি ; যথা ঈশ্বর, বিরাটপুরুষ, ও ব্রহ্মা। এত কর্ত্তার প্রয়োজন কি ? ইহঁাদের কোন একজনকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে পর্য্যাপ্ত হইতে পারিত।

গোপী। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার ও আপ্তকাম। তাঁহা হইতে সমস্ত সৃষ্টি উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি স্বহস্তে কিছুই করেন না। আমরা যেরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করি, ঈশ্বরও, সেইরূপ সৃষ্টি করেন। তিনি কিছুই ইচ্ছা করেন না, কিছুই স্বহস্তে সৃষ্টি করেন না, অথচ তিনিই সকলের মূলীভূত কারণ। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

"পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥

ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ঈশ্বরের যখন এরূপ সম্বন্ধ, তখন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায় না। বিরাট পুরুষ নিজেই ব্রহ্মাণ্ড। সুতরাং তাঁহাকেও সৃষ্টিকর্ত্তা বলা গেল না। অতএব তৃতীয় একজন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার

করিতে হইল। ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভেদ এই যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও ব্রহ্মাণ্ড সগুণ। প্রকৃতিতে গুণ সন্নিবেশিত হওয়াতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেনঃ—

"পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।"

ঈশ্বর ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহারা একই পদার্থ। প্রকৃতিতে গুণসঙ্গতি হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নির্গুণ। এজন্য এতদুভয়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত আছে:—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম॥"

বিনোদ। এখানে ত ইচ্ছার কথা স্পষ্ট দেখিতেছি।

গোপী। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয, তাহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেচ্ছা নহে। একটা ভেকের মস্তকচ্ছেদ করিয়া দাও। পরে তাহার পাদদেশে একটু এ্যাসিড্ ঢালিয়া দাও। দেখিবে, ভেক নখর সঞ্চালন দ্বারা ঐ এ্যাসিড পুঁছিযা ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এস্থলে আপাততঃ ভেকের ইচ্ছা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু Maudesley নামক বিজ্ঞানবিৎ বলেন—"It is an automatic action having the semblance of will" ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি নৈসর্গিক কার্য্য। কিন্তু ইহাতে ইচ্ছার কয়েকটি লক্ষণ সন্নিবিষ্ট আছে। এজন্য ইহা ইচ্ছা, এরূপ আমাদের ভ্রম হইতে পারে। ঐরূপ মায়াবশতঃ ঈশ্বরের

অনিচ্ছাসম্ভূত কার্য্যও আমাদের নিকট ইচ্ছা বলিয়া প্রতীত হয়।*

বিনোদ। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কতক বুঝিলাম। এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণের বিবরণ বর্ণনা কর।

গোপী। বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। দেবগণ সাত্ত্বিক সৃষ্টির ফল, মনুষ্য ও উৎকৃষ্ট প্রাণিগণ রাজসিক শ্রেণীভুক্ত; নিকৃষ্টজাতীয় প্রাণিগণ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, পর্ব্বত প্রভৃতি তামসিক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু গীতাতে কেবল মনুষ্যদিগকেই সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! মনুষ্য বাস্তবিক অব্যয় অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যময় ঈশ্বরাংশ। তাঁহার প্রকৃত পক্ষে কোন কার্য্যই নাই। তবে প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয়ই তাঁহাকে বিবিধ প্রকার কার্য্যে নিয়োজিত করে। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—'দেহিনং চিদংশং বস্তুতোহব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যে সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তি।'

---

* Hindu Herald এ আমার Principle and Order of Creation নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা আছে।

আমরা মনে করি যে, আমরা নিজেই সমস্ত কার্য্য করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমরা গুণত্রয়ের বশীভূত হইয়া তাহাদের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিতেছি।

বিনোদ। একি আবার অদৃষ্টবাদের কথা আসিল না কি?

গোপী। অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যের বল কে অস্বীকার করিতে পারে? তবে সংস্কৃতশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে পুরস্কার দ্বারা অদৃষ্টের পরাজয় করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইহজন্মার্জ্জিত কার্য্যমালার দোষাদোষ সংশোধন করা যাইতে পারে। মনে কর পূর্ব্বজন্মের কার্য্যফলে তোমাতে তমোগুণের প্রাবল্য জন্মিয়াছে। তুমি ইহজন্মের চেষ্টায় ঐ তমোগুণকে পরাভব করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তোমার হৃদয়মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা করিতে পার। তুমি যদি ঐ চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তোমাকে তমোগুণের বশীভূত হইয়া দুষ্কার্য্য করিতে হইবেই হইবে।

বিনোদ। তমোগুণের কার্য্য কি কি?

গোপী। সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণেরই কার্য্যপ্রণালী বিবরণ করিতেছি। সত্ত্বগুণের লক্ষণ এই যে উহা নিজে নির্ম্মল, ভাস্কর, প্রকাশক ও শান্ত। যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে উহা আপনি উজ্জ্বল হয় এবং অন্যকে উজ্জ্বল করে, এবং উহার আর কোনরূপ গতি বা চঞ্চলতা থাকে না, সেইরূপ সত্ত্বগুণের লক্ষণ এই যে উহাতে নিজের অন্তঃকরণ আলোকান্বিত হয়, উহার সাহায্যে অন্যবস্তুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উহা জন্মিলে

হৃদয়ে কোনরূপ চঞ্চলতা থাকে না। অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ জ্ঞানের সহায় এবং শান্তভাবাপন্ন। শান্তভাবাপন্ন বলিয়া উহা সুখকর কার্য্যে লোককে নিযুক্ত করে।

গুণ	লক্ষণ	কার্য্য
সত্ত্ব	প্রকাশক	জ্ঞান।

রজোগুণের লক্ষণ এই যে উহাতে সুখের অভিলাষ মাত্র হয়, কিন্তু সুখপ্রাপ্তি হয় না। রজোগুণে কখনও বা অপ্রাপ্ত কখনও বা প্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ হইয়া থাকে। ইহার কার্য্য এই যে, মনুষ্য সুখাভিলাষে ব্যগ্র হইয়া নানাবিধ কার্য্য করে কিন্তু কোন কার্য্যেই সুখ পায় না।

গুণ	লক্ষণ	কার্য্য
রজঃ	অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ	কর্ম্মপরতা।

তমোগুণের লক্ষণ এই যে উহা অজ্ঞান বা ভ্রান্তির আকর তমোগুণের প্রভাবে প্রকৃত বস্তুর তথ্য অবগত হওয়া যায় না, পরন্তু তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রম জন্মে। এই ভ্রমের ফলে লোকের প্রমাদ, নিদ্রা ও আলস্য জন্মে।

গুণ	লক্ষণ	কার্য্য
তমঃ	মোহ	অমনোযোগিতা।
	ভ্রান্তি	অনুদ্যম।
		চিত্তের অবসন্নতা।

আর্য্য ঋষিগণ সাত্ত্বিক, ইয়ুরোপীয়গণ মানসিক, এবং অধুনাতন ভারতবাসী তামসিক মনুষ্যের মধ্যে কাহারও মনে

সত্ত্ব, কাহারও মনে রজঃ ও কাহারও মনে তমোগুণ প্রবল হইয়া থাকে। এক গুণের প্রাবল্য হইলে স্বভাবতঃই অন্য গুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্ত অত্যন্ত প্রবল হয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক ব্যক্তির কর্ণ আমাদের কর্ণ অপেক্ষা অধিক শব্দগ্রাহী, তাঁহার চক্ষু আমাদের চক্ষু অপেক্ষা অধিকতর রূপগ্রাহী ইত্যাদি। যে সমস্ত বিষয় হইতে আমরা কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, সাত্ত্বিক ব্যক্তি তৎসমস্ত হইতেও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে কি কি কার্য্য হয়, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। বহু সম্পত্তি অর্জ্জিত হইলেও পুনরায় ধনার্জ্জনের স্পৃহা হয়; বৃহৎ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান, সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার অভিলাষ হয়; এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে পরেও ঐ কার্য্য করিব ঐরূপ অভিলাষ হয়। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট প্রভৃতি সকল প্রকার বস্তু দর্শন মাত্রেই তত্তৎপ্রতি অভিলাষ হয়। এক্ষণে তমোগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় কি কি কার্য্য হয়, শ্রবণ কর। বুদ্ধিভ্রংশ অর্থাৎ মিত্রকে শত্রু বলিয়া ও শত্রুকে মিত্র বলিয়া বোধ হয়। সকল কার্য্যেই অপ্রবৃত্তি হয়, কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। অলীক ও নিষ্প্রয়োজন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সর্ব্বোচ্চ লোকে গমন করেন। রাজসিক ব্যক্তিরা মধ্যম লোকে গমন করেন এবং তামসিক ব্যক্তিরা সর্ব্বনিকৃষ্ট লোকে গমন করেন। যিনি আপনাকে কর্ত্তা মনে না করিয়া এই সমস্ত গুণকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন, তিনি মোক্ষ-

পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ সমস্ত গুণের বশীভূত না হইয়া আত্মার মঙ্গলসাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করেন, তিনি জরা, জন্ম, মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত লোকে গমন করেন।

বিনোদ। যদি গুণ সমস্তই কার্য্যের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন প্রকার কার্য্যেরই অবসর থাকে না। সে অবস্থায় মনুষ্যের কি ভাব হয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

গোপী। তিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সুখেও আকৃষ্ট হন না, এবং দুঃখেও পীড়িত হন না। তাঁহার নিকট নিন্দাও যা, প্রশংসাও তা। তাঁহার নিকট প্রিয়াপ্রিয়, মানাপমান, শত্রুমিত্র সকলই সমান। তিনি কোন কার্য্যই করেন না। তিনি কেবল ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরসেবা প্রভৃতি কার্য্যেই জীবন যাপন করেন। যে ঈশ্বরসেবা করে, তাহার ধর্ম্ম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐকান্তিক সুখ, এতদুভয়ই লাভ হয়।

পঞ্চদশ দিন।

বিনোদ। অদ্য কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে?

গোপী। (১) বৃক্ষের সহিত বিশ্বসংসারের তুলনা।

(২) প্রকৃত ভক্তির পাত্র কে তদ্বিষয়ক বর্ণনা।

বৃক্ষের এই কয়েকটী অংশ বিদ্যমান আছে, যথা বৃহন্মূল, সূক্ষ্মমূল, স্কন্ধ, বৃহচ্ছাখা, ক্ষুদ্রশাখা, পত্র, কিশলয়, পুষ্প, ফল। এই বিশ্বসংসার মধ্যেও বৃক্ষের অঙ্গীভূত ঐ কয়েকটী বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়।

১ম। বৃক্ষ সম্বন্ধে বৃহৎ মূলও যা, সংসার সম্বন্ধে ঈশ্বরও তাহাই। মূল হইতে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি, সেইরূপ ঈশ্বর হইতেও বিশ্বের উৎপত্তি। বৃক্ষের মূলভাগ অদৃশ্য, সেইরূপ বিশ্বসম্বন্ধে ঈশ্বরও অদৃশ্য। মূল বৃক্ষের অন্য সকল অংশের অবলম্বন, ঈশ্বরও বিশ্বের অবলম্বন ইত্যাদি।

২য়। বৃক্ষসম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূলগুলিও যা, বিশ্বসম্বন্ধে বাসনা সংস্কার, বা পূর্ব্বজন্মের ফলাফলও তাহাই। অর্থাৎ ঈশ্বর মনুষ্যের একমাত্র নিয়ামক নহেন। তিনি নিজ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছানুসারে বিশ্বসৃষ্টি করেন না। সৃষ্টির সময়েও তিনি মনুষ্য অথবা অন্য অন্য প্রাণীর অদৃষ্ট কাল স্বভাব প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, তদনন্তর ঐ ঐ স্বভাব ও ঐ ঐ অদৃষ্টের সহিত প্রাণীর যথোপযুক্ত সংযোগ বিধান করেন। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূলগুলি

যেরূপ অদৃশ্য, পূর্ব্বোক্ত বাসনা ও সংস্কারগুলিও সেইরূপ অদৃশ্য।

৩য়। বৃক্ষসম্বন্ধে স্কন্ধও যা, বিশ্বসম্বন্ধে হিরণ্যগর্ভও তা। স্কন্ধ যেমন প্রকাণ্ড, হিরণ্যগর্ভও সেইরূপ প্রকাণ্ড। মূলের পরেই স্কন্ধ; সেইরূপ ঈশ্বরের পরেই হিরণ্যগর্ভ। স্কন্ধ বৃক্ষের অন্য সকল অংশ হইতে প্রধান। হিরণ্যগর্ভও ঈশ্বর ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর মধ্যে প্রধান।

৪র্থ ও ৫ম। বৃহচ্ছাখা ও ক্ষুদ্রশাখা। স্কন্ধের নিকটবর্ত্তী শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, দূরস্থ শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। সেইরূপে হিরণ্যগর্ভের নিকটে ইন্দ্রাদি দেবগণ, তৎপরে অন্য অন্য ক্ষুদ্র দেবতা, তৎপরে যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতি যোনি, তৎপরে মনুষ্য, তৎপরে পশু, তৎপরে পক্ষী ইত্যাদি বিশ্ব মধ্যে যেন স্তবে স্তবে সজ্জিত রহিয়াছে। যে শাখা অথবা যে যোনি ঈশ্বরের যত নিকট, সে শাখা বা সে যোনি তত প্রবল ও তত বৃহৎ। যে শাখা যত দূরবর্ত্তী, সে শাখা তত দুর্ব্বল ও তত ক্ষুদ্র।

৬ষ্ঠ। বেদ সমস্ত বিশ্ববৃক্ষের পত্রস্থানীয়। পত্রের আচ্ছাদন আছে বলিয়া বৃক্ষ সজীব থাকে। যতদিন পত্র থাকে, ততদিন বৃক্ষও থাকে। পত্রের মৃত্যু হইলে বৃক্ষেরও মৃত্যু হয়। সেইরূপ যতদিন বেদ আছে ততদিন সংসার সুরক্ষিত থাকিবে। তৎপরে বেদবিনাশে সংসারের বিনাশও অবধারিত।

৭ম। কিশলয় বা প্রবাল। বৃক্ষাগ্রভাগে যে নব নব পত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পত্রগুলি কেমন সুন্দর। আমাদের ভোগ্য বিষয় সমস্তও (অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ) সেইরূপ সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক। এই কিশলয়গুলি যেমন অল্প কালেই শুষ্ক ও মলিন হইয়া গতাসু হয়, সেইরূপ আমাদের ভোগ্য বিষয়ও অত্যল্পকালমধ্যে হীনপ্রভ হইয়া গতাসু হয়।

৮ম। বৃক্ষের সম্বন্ধে পুষ্প ফল যাহা, বিশ্বসম্বন্ধে সুখ দুঃখও তাহাই। পুষ্পফল বৃক্ষের চরম সীমা; সেইরূপ সুখদুঃখও বিশ্ব-সংসারের চরম সীমা। সুখলাভও ও দুঃখনাশ এতদুভয়ই বিশ্বস্থ যাবতীয় প্রাণীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিনোদ। উপমাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয় না।

গোপী। কেন?

বিনোদ। প্রথমতঃই ইহাতে সুখদুঃখের ভোক্তা কাহাকেও দেখিতেছি না।

গোপী। শাখাসকল যখন প্রাণী বা জন্তুর স্থানীয়, তখন তাহাদিগকেই সুখদুঃখের ভোক্তা বল না কেন?

বিনোদ। শাখা পুষ্পফলের ভোক্তা, এ উপমা কি সমীচীন?

গোপী। নয়ই বা কেন? পুষ্পফল শাখার অলঙ্কার। তুমি আমি তস্করমাত্র। আমরা শাখার ধনরত্ন অপহরণ করি। কিন্তু আমার ধন অপহৃত হইতে পারে বলিয়া কি

আমি আমার ধনের অধিকারী নহি ? শাখাকে পুষ্প ফলের স্বামী বলায় ববং উপমার সৌন্দর্য্য আরও কিঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত হইল। শাখা বহুযত্নে পুষ্পফলের আহরণ করে; কিন্তু অন্যে তাহা কাড়িয়া লয়। তোমার আমার সুখভোগও অনেকটা ঐরূপ।

বিনোদ। কিন্তু এ উপমায় ধর্ম্মাধর্ম্ম অথবা পাপপুণ্যের স্থল কোথায় ?

গোপী। যেখানে সুখদুঃখের কথা আছে, সেখানে পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা অন্তর্ভূত থাকেই আছে। অথাৎ এরূপ অনায়াসে ভাবিতে পার, যে পাপপুণ্য ঐ বিশ্ববৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ, এবং সুখদুঃখ উহার ফল। এই বেদোক্ত উপমার প্রকটনকালে পুরাণেও ঐরূপই আভাস দেওয়া হইয়াছে, যথা—

"ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ।"

বিনোদ। তাহা যেন হইল। কিন্তু এ উপমার তাৎপর্য্য কি ? এখানে ঐ উপমা অবতরণ করার উদ্দেশ্য কি ?

গোপী। তাৎপর্য্যই ইহার সর্ব্বস্ব। এই বিশ্ববৃক্ষকে অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। অশ্বত্থ শব্দের অর্থ এই যে যাহার অস্তিত্ব দুই দিন পর্য্যন্তও স্থায়ী হয় না। শঙ্করাচার্য্য টীকা করিতেছেন—"ন শ্বোঽপি স্থাস্যতে ইতি অশ্বত্থঃ, তং ক্ষণ-প্রধ্বসিনং অশ্বত্থং।" একটি অশ্বত্থবৃক্ষের প্রতি অবলোকন কর, উহার ঐ সুদৃঢ় স্কন্ধ, সুবিস্তৃত কাণ্ড,

সুবিশাল শাখাপ্রশাখা, সুদূরব্যাপী অবয়ব প্রভৃতি দেখিয়া কে মনে করিতে পারে যে উহা ক্ষণ-বিধ্বংসী? সেইরূপে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য শোভা দেখিয়া কে মনে করিতে পারে যে ইহাও ক্ষণ-বিধ্বংসী? ঊর্দ্ধে সুনীল অনন্ত আকাশ; নিম্নে সুনীল অনন্ত সমুদ্র; সম্মুখে অভ্রভেদী আকাশস্পর্শী গিরিমালা; কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহতারকাবিমণ্ডিত আকাশপট; সমুদ্র হইতেও গভীর, আকাশ হইতেও উচ্চ, পর্ব্বত হইতেও দৃঢ়, এই মানবমন; সেই মনোমধ্যে কত আশা, কত আক্ষেপ, কত হর্ষ, কত বিষাদ, কত উদ্যম, কত অধ্যবসায়; সৃষ্টির অলঙ্কারভূতা, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সমষ্টিস্বরূপা, সুকুমারশিরীষপুষ্পাঙ্গী মানব-রমণী; এতৎ সমস্ত অবলোকন করিয়া কে ভাবিতে পারে যে ইহা ক্ষণবিধ্বংসী? কে ভাবিতে পারে যে অশ্বত্থ-বৃক্ষের ন্যায়, একটি ক্ষুদ্র সর্ষপকণা-পরিমিত বীজ এই বিশ্বের উৎপত্তির কারণ, এবং একটি ক্ষুদ্র সর্ষপকণা-পরিমিত বীজ এই বিশ্বের পরিণাম? এই ভাবে বিশ্বকে অবলোকন করিলে তবে মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। এবং বিশ্বের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মিলে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

বিনোদ। তাহা স্বীকার করিব কেন? অবশ্য একজন বিশ্বের প্রতি আস্থাবান হইয়াও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারে।

গোপী। না। তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। তুলসীদাস বলিয়াছেন।

"যাহা কাম তাঁহা রাম নহি
যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।"

যে বিশ্বকামী সে ঈশ্বরকামী নহে। যে ঈশ্বরকামী সে বিশ্বকামী নহে।

বিনোদ। আমি অন্যপক্ষে তুলসীদাস হইতে অধিক বিজ্ঞ অনেক লোকের মত উদ্ধৃত করিতে পারি।

গোপী। পার। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি নিকটে বসিয়া যদি প্রচুর অর্থ পায় তবে কি আর সে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিযা দূরদেশে গমন করে? যে ব্যক্তি বিশ্ব হইতেই প্রচুর পরিমাণে সুখপ্রাপ্ত হয়, যাহার সকল সুখাভিলাষ বিশ্ব হইতেই পরিপূর্ণ হয়, সে সুখের আশায় অন্যত্র গমন করিবে কেন? যে বিশ্ব হইতে সুখ পায না, অথবা বিশ্বের অনিত্য সুখে যাহার তৃপ্তি হয় না, সে সুখের আশায় অন্যত্র ধাবমান হইতে পাবে।

বিনোদ। বেশ বলিয়াছ। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। বৈরাগ্যতত্ত্ব হৃদয়ে আরও দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! যাহারা বিশ্বসুখ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরসুখে মনোনিবেশ করে, তাহাদের সম্পদের কথা আর কি বলিব। তাহারা ঈশ্বরের সেই কৈবল্য অথবা মোক্ষধামে গমন করে। সেই কৈবল্যধাম স্বভাবতঃ এতই উজ্জ্বল যে চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির জ্যোতি তাহার জ্যোতির নিকট তিরস্কৃত হয়। এই ধামে যে একবার গমন করে, সে

আর সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।” বৈরাগ্যের ভাব হৃদয়মধ্যে আরও প্রবলীকৃত করিবার জন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন, সুখভোগার্থ জীব নিজ ইচ্ছায় এখানে আগমন করে না। জীবের আত্মা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এ বিশ্বে আনীত হয়। মৃত্যুর পরে আত্মা যখন ঈশ্বরে লীন হয়, তখন আর তাহার এ বিশ্বে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কতকগুলি শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই সকল শৃঙ্খল বলপূর্ব্বক জীবকে বিশ্বে আনয়ন করে এবং এখানে আসিয়া সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি পায়। অতএব জানিও যে এই বিশ্ব সুখভূমি বা বিলাস-সাগর নহে। ইহা শাস্তির ক্ষেত্র। চোর বধ্যভূমিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হইলে সে কখনও মনে করে না যে ঐ স্থান তাহার প্রমোদাগার। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জীব শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই সংসাররূপ বধ্যভূমিতে আনীত হইলেও উহাকে প্রমোদাগার মনে করিয়া সুখভোগের নানাবিধ আয়োজন করে।

বিনোদ। মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে যে তুমি আত্মার শৃঙ্খল বলিলে ইহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

গোপী—“শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥”

অর্থাৎ, “যৎকালে পুষ্পের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, তৎকালে উহা পুষ্পের গন্ধ অলক্ষিতরূপে উহার সঙ্গে লইয়া যায়। সেইরূপ যৎকালে আত্মা শরীর হইতে বহির্গত হয়, তৎকালে উহা শরীরস্থ

প্রবৃত্তিগুলি সঙ্গে লইয়া যায়। ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি প্রবৃত্তির কারণ। অতএব প্রবৃত্তি আত্মার সহিত গমন করে, ইহার অর্থ এই যে মন ও ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত গমন করে। ঐ প্রবৃত্তি-গুলিই আত্মার শৃঙ্খলস্বরূপ। উহারাই আত্মাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিশ্বক্ষেত্রে আনয়ন করে। যে ঐ শৃঙ্খল ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার আত্মা বিপদে পরমানন্দে পরমা-ত্মার সহিত রমণ করে।"

বিনোদ। উপমাটি বড় সুন্দর। এক্ষণে অন্য কথা বল।

গোপী। যাঁহারা বিশ্বকে অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া জানেন, এবং এই বিশ্বকে সুখধাম বলিয়া না ভাবিয়া শাস্তিক্ষেত্র বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাদের কতকগুলি সদ্‌গুণ জন্মে। তাঁহাদের গর্ব্ব অহঙ্কার প্রভৃতি কিছুই থাকে না। তাঁহারা মিথ্যা অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ও অনুত্তম বিষয়ে মনোযোগ করেন না। পুত্র কলত্র প্রভৃতিতে তাঁহাদের অনুরাগ থাকে না। তাঁহারা নিষ্কাম অতএব সুখে উল্লসিত বা দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না। তাঁহারা হৃদয়ে কেবল ঈশ্বরপ্রেম পরিপোষণ করেন; এবং পরিণামে তাঁহারা মোক্ষধামে গমন করেন। তাঁহারা অহরহঃ ঈশ্বরবৈভব স্মরণ করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হন।

ষোড়শ দিন।

বিনোদ। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় কি ?

গোপী। দৈব সম্পদ অথবা সুখের সহিত আসুরিক সম্পদের তুলনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"কতকগুলি লোকে দৈব সম্পদের উপযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা কালে নিম্নলিখিত গুণগুলিদ্বারা বশীভূত হয়। যথা—

১ম। শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে সন্দেহাভাব।

২য়। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ প্রবঞ্চনা প্রতারণা প্রভৃতির অভাব।

৩য়। আত্মযোগে অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বে নিষ্ঠা বা একাগ্রতা।

৪র্থ। নিজ ভোজ্য অন্নাদির যথোচিত বিভাগ।

৫ম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম।

৬ষ্ঠ। যজ্ঞ।

৭ম। বেদপাঠে অনুরক্তি।

৮ম। তপস্যা।

৯ম। সরলতা।

১০ম। অহিংসা।

১১শ। সত্য।

১২শ। অক্রোধ।

১৩শ। ত্যাগস্বীকার।

১৪শ। শান্তি।

১৫শ। লোকের নিন্দাভাষণে অনিচ্ছা।

১৬শ। সর্ব্বভূতে দয়া।

১৭শ। লোভরাহিত্য।

১৮শ। কোমলতা।

১৯শ। লজ্জা।

২০শ। ব্যর্থক্রিয়ায় অমনোযোগ।

২১শ। তেজ অর্থাৎ অপমানাদি সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা।

২২শ। সক্ষমা।

২৩শ। ধৈর্য্য।

২৪শ। কলহে অপ্রবৃত্তি।

২৫শ। দম্ভরাহিত্য।

২৬শ। শৌচ।

এইরূপে আসুরিক সম্পদ্‌বিশিষ্ট লোকের নিম্নলিখিত কয়েকটী দোষ হয়। যথা—

১ম। ধর্ম্মধ্বজিতা।

২য়। ধনজন বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে গর্ব্ব।

৩য়। অভিমান।

৪র্থ। ক্রোধ।

৫ম। নিষ্ঠুরতা।

৬ষ্ঠ। অজ্ঞানতা।

কোন্ বিষয়েই বা প্রবৃত্তি করা উচিত, কোন্ বিষয়েই বা নিবৃত্তি করা উচিত, আসুরিক পুরুষে তাহা জানে না। ইহারা সর্ব্বদা অশুচি ও অনাচারপরায়ণ হইয়া বাস করে। সত্যে ইহাদের কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। ইহারা বলে যে, জগতে ব্রহ্ম প্রভৃতি সকল বস্তুই মিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। ইহারা বলে যে কামবশতঃ নরনারীর সংযোগেই সৃষ্টিরক্ষা ও সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল মতে বিশ্বাস করিয়া ইহাদের চিত্ত মলিনীকৃত হয়, এবং বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। পরে ইহারা সকলের অহিত ও অহিংসা সম্পাদন করিয়া জগৎকে বিনষ্ট করে। ইহারা কাম, দম্ভ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ। ধনাদি লাভের আশায় ইহারা মদ্য মাংসের দ্বারা নিকৃষ্ট দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কষ্ট পায়, এবং বিষয়-ভোগকেই ইহারা পরমপুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাদের আশার অন্ত নাই। ইহারা কাম ক্রোধের বশীভূত এবং

ইহারা বিষয়ভোগলালসায় অন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করে। "আজি আমি ইহা পাইয়াছি, কল্য আমি ইহা পাইব। আজি আমি এত ধন লাভ করিয়াছি, কালি আমি এত ধন লাভ করিব।"— এইরূপ চিন্তায় ইহারা সততই বিরত। 'আজি আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি; কল্য আমি উহাদিগকে বধ করিব।' 'আমি বলবান্', 'আমি সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ', 'আমি ভোগী', 'আমি সুখী', এইরূপ চিন্তা ইহারা সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। 'আমি ধনবান্', 'আমি কুলিন', 'আমার সমান আর কে আছে?' 'আমি আজ অমুক যজ্ঞ করিব।' 'আমি আজি অমুককে ধনদান করিব।' 'আমি আজি অমুক সুখভোগ করিব।' এইরূপ মনোরথ ইহারা সর্ব্বদাই করে। ইহারা নানা বিষয়ে চিন্তা করিয়া, নানা প্রকার মোহে আবৃত হইয়া, নানা প্রকার সুখে উন্মত্ত হইয়া জীবনাতিপাত করে, এবং জীবনান্তে ঘোর নরকে পতিত হয়। ইহারা ধনমানগর্ব্বে উন্মাদিত হইয়া, দম্ভসহকারে, বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যদ্রূপ ইচ্ছা, তদ্রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করে। ইহারা যজ্ঞকালে হয় আপনারা কষ্ট পায়, নয় অন্যকে কষ্ট দেয়। ইহাদের যজ্ঞে ঈশ্বর-প্রেমের লেশমাত্রও থাকে না। নরকের দ্বার ত্রিবিধ; যথা কাম, ক্রোধ, ও লোভ। এই তিনটী পরিত্যাগ না করিলে নরকগমন সুনিশ্চিত। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন না করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধি বা সুখ বা উৎকৃষ্টা গতি কিছুই লাভ হয় না। অতএব শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রানুসারে কার্য্য

করিবে। তাহাতেই ইহজীবনে সুখ ও পরজীবনে সদ্গতি লাভ করিবে।"

বিনোদ। এখন পৃথিবীতে আসুরিক জাতিরই সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশই সুখের বিলাস-ভূমি। অতএব এরূপ বলিলেই ভাল হইত, যে দৈবজাতিরা পারত্রিক সুখের অধিকারী, এবং আসুরিক জাতিরা ঐহিক সুখের অধিকারী।

গোপী। চিরকালই অসুরেরা দেবতাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। বহু সময়ে অসুরেরা দেবতাদের রাজত্ব কাড়িয়া লয়। বহু সময়ে বৃত্র, রাবণ প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রাসনে উপবেশন করে। কিন্তু তাই বলিয়া কি দেবের দেবত্ব যায়, না ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যায়? ইন্দ্রাদি দেবগণ তৎকালে দেবভাব পরিত্যাগ না করিয়া মধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কালে অসুরেরা পরাজিত হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। কে ভাবিতে পারিত যে নরবানরের হস্তে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইবে। সেইরূপ ইহা নিশ্চয় জানিও যে যেখানে দেবভাব থাকিবে, সেখানে অসুরেরা চক্রধারীর চক্রে নিশ্চয়ই পরাজিত ও উন্মূলিত হইবে। কিন্তু দেবভাব পরিত্যাগ করিয়া অসুরভাব অবলম্বন করিলে কাহারও ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ মঙ্গলের আশা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে নরাধমেরা কৃষ্ণদ্বেষী, তাহারা চিরকালই অধমা গতি প্রাপ্ত হয়।" অতএব কখন দেবভাব পরিত্যাগ করিও না। ধন যাউক, রাজ্য যাউক, বিদ্যা যাউক

সম্মান বাড়ুক, ক্ষতি নাই। কিন্তু দেখিও যেন বৃথা ধনাদি লোভে তোমাদের বহুকালার্জ্জিত দেবভাব পরিচ্যুত না হয়।—

"জয়তি প্রসীদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিষ-নিকরে।"



সপ্তদশ দিন।

বিনোদ। অদ্য কি কথা বলিবে?

গোপী। শাস্ত্রজ্ঞানজনিত ভক্তি এক প্রকার। কারণ শাস্ত্রে এক প্রকার ভক্তিরই কথা নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাহারা নিজ নিজ স্বভাবানুসারে ঈশ্বর-প্রেম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক, তাহার শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিক আকার ধারণ করে। এবং রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির শ্রদ্ধাও রাজসিক ও তামসিক হয়। শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে লোকে নিজ নিজ স্বভাব অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে লোককে নিজ নিজ স্বভাব অনুসারেই চলিতে হয়।

যাহারা সাত্ত্বিক, তাহারা দেবতার পূজা করে। যাহারা রাজসিক, তাহারা যক্ষরক্ষ প্রভৃতির পূজা করে। যাহারা তামসিক, তাহারা ভূতপ্রেত প্রভৃতির পূজা করে। ইহাদের অপেক্ষাও আর এক প্রকার নিকৃষ্ট লোক আছে, যাহারা অসুরের ন্যায় সর্ব্বলোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি করিয়া থাকে। ইহারা নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়া নিজ শরীরস্থ ঈশ্বরকেও কষ্ট দেয়। ইহাদের অত্যন্ত অসদ্গতি লাভ হয়।

বিনোদ। তবে এই ঊর্দ্ধবাহু, অধোমুখ মহাশয়েরা অসুর বিশেষ?

গোপী। তাহাতে সন্দেহ কি? নিজের মনকে বশীভূত করাব জন্য কথন কথন শবীবকে কিঞ্চিৎ ক্লিশিত করার প্রয়োজন হইতে পারে, এই মাত্র। মনুষ্যেব স্বভাবানুসারে মনুষ্যের শ্রদ্ধা তিন প্রকার। এইরূপে মনুষ্যেব স্বভাবানুসারে মনুষ্যের খাদ্যও তিন প্রকার।

সাত্বিক মনুষ্যের খাদ্য রসবন্ত, কোমল, শরীরে বহুকালস্থায়ী ও টাট্‌কা। যথা, ছানা ইত্যাদি।

রাজসিক মনুষ্যেব খাদ্য অতি কটু, অত্যম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ। যথা লঙ্কামরিচ; অতিরুক্ষ, অতিবিদাহী যথা সর্ষপ।

তামসিক মনুষ্যের খাদ্য যতাযাম, যথা বাসি ভাত; গতরস যথা আঁব ও তালেব আঁটি। পূতি পর্য্যুসিত যথা শুকোমাছ, উচ্ছিষ্ট অভক্ষ্য।

সাত্বিক আহারের বলে লোকের আয়ু, বল, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

রাজসিক আহারেব ফল এই যে খাবার সময় কষ্ট হয়, খাবার পরে মানসিক ও শারীরিক পীড়া জন্মে।

তামসিক আহাব রাজসিক আহার অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর ও অমঙ্গলময়।

এইরূপে যজ্ঞও তিন প্রকার:—

সাত্বিক যজ্ঞ। যজ্ঞের বিধি দেখিতে পাই এই জন্য যজ্ঞ করিতেছি। যজ্ঞ হইতে কোন ফলের আশা করি নাই।

রাজসিক যজ্ঞ। আমি নিজে বড় ধার্ম্মিক ইহা জানাইবার জন্য অথবা স্বর্গাদিলাভের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়।

তামসিক যজ্ঞ। যে যজ্ঞে বিধি ব্যবস্থা নাই, ব্রাহ্মণভোজন নাই, মন্ত্র নাই, দক্ষিণা নাই, শ্রদ্ধা নাই।

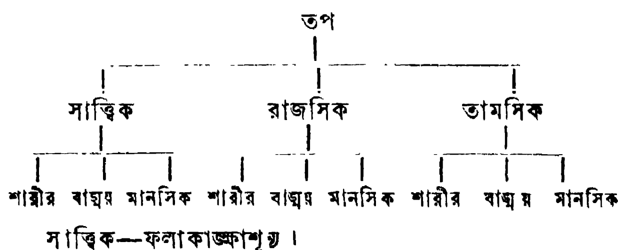
এইরূপে তপস্যাও তিন প্রকার :—

শারীরিক তপ—দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ, প্রভৃতি পূজা-ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা।

বাঙ্ময় তপ—যে বাক্যে অন্যের মনে কষ্ট না হইয়া বরং সুখ হয়, সেইরূপ বাক্য বলা। সত্যকথন, প্রিয়ভাষণ, এবং হিতকর বাক্যকথন এবং বেদাভ্যাস।

মানসিক তপ—নির্ম্মলচিত্ততা, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ প্রবঞ্চনা প্রতারণা প্রভৃতির অভাব।

এতন্মধ্যে ইহাদের প্রত্যেকটী আবার তিন প্রকারে বিভাজিত হইতে পারে। যথা :—



সাত্ত্বিক—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য।

রাজসিক—তপস্যা করিলে লোকে আমাকে সাধু বলিবে,

পূজা করিবে, ধন দিবে ইত্যাদি লোভে যে তপস্যা করা যায়। এইরূপ তপস্যা অনিশ্চিত ও ক্ষণিক।

তামসিক—অবিবেচনার সহিত, নিজের বা অন্যের পীড়া উৎপাদন করিয়া যে তপস্যা করা যায়।

এইরূপে দানও তিন প্রকার যথা :—

সাত্ত্বিক—দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল দান-যোগ্য ব্যক্তিকে দান করা।

রাজসিক—এই ব্যক্তি পরে আমার কোন উপকার করিতে পারে, এবং এই দানে আমার স্বর্গলাভ হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া খিন্নমনে দান করা।

তামসিক—অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অপবিত্র দেশে, অপবিত্র কালে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত দান করা।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের নামও তিনটী যথা—

ওঁ—এই নাম যজ্ঞ, দান তপ প্রভৃতি বিধানোক্ত ক্রিয়ার সময় বেদবাদী ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

তৎ—এই নাম যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি বিধানোক্ত ক্রিয়ার সময় মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

সৎ—বিবাহ, পুত্রলাভ, আশীর্ব্বাদ প্রভৃতির স্থলে সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে ঐ অনুষ্ঠানকে সৎ বলা যায়। এবং অশ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে উহাকে অসৎ বলা যায়।

অষ্টাদশ দিন।

বিনোদ। অদ্য কি বিষয়ের আলোচনা হইবে?

গোপী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সমস্ত তত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এই অধ্যায়ে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইবে।

১ম। কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। পুত্রার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, ইহার নাম কাম্যকর্ম্ম।

২য়। নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মে ফলাশা ত্যাগ করার নাম ত্যাগ।

৩য়। কেহ বলেন, সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মই পরিত্যজ্য। কেহ বলেন যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যজ্য নহে। এ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞ, দান, তপস্যা মনুষ্যদিগের পবিত্রতার কারণ; সুতরাং উহারা পরিত্যজ্য নহে। প্রকৃত ত্যাগ তিন প্রকার, যথা:—

(ক) নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে মোহপ্রযুক্ত নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলে।

(খ) শারীরিক ক্লেশভয়ে বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগের নাম রাজস ত্যাগ। এ ত্যাগে কোন উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায় না।

(গ) নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্যবোধে প্রতিপালন করিয়াও যিনি উহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করেন, এবং উহাতে কোনরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করেন না, তাঁহার ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মত্যাগ করা সম্ভাবিত নহে। কর্ম্মফলে লোভত্যাগ করার নামই প্রকৃত ত্যাগ।

৪র্থ। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে হয় দেবলোকে, নয় মনুষ্যলোকে, নয় নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মফলে লোভ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। তাঁহারা মোক্ষপদ লাভ করেন।

৫ম। কর্ম্মের পাঁচটী সহায়। যথা শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, চেষ্টা, ও দৈব। সৎকার্য্য অসৎকার্য্য সকলই এই পাঁচটীর সহায়ে সম্পন্ন হয়। যে শুদ্ধ আত্মাকে কর্ম্মের কারণ বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত।

৬ষ্ঠ। যে ব্যক্তি আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে না করে, যে শরীরাদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী বস্তুকেই কর্ম্মের কারণ বলিয়া ভাবে, যাহার চিত্ত ইষ্টানিষ্ট কোন বস্তুতেই আসক্ত না হয়, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। সে যদি স্বর্গমর্ত্ত্যাদি সমস্ত লোকের বিনাশ সাধন করে, তথাপি তাহাতে কোনরূপ পাপ স্পর্শে না।

৭ম। কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু তিনটি। ইষ্টসাধন সম্বন্ধীয় জ্ঞান, অর্থাৎ এই কর্ম্মে আমার ইষ্ট হইবে এরূপ জ্ঞান

কর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, অর্থাৎ এই প্রণালীতে এই কর্ম্ম করিতে হইবে ইত্যাকার জ্ঞান। জ্ঞাতা, অর্থাৎ নিজের শক্তি, ক্ষমতা অভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান।

৮ম। কর্ম্ম সম্পাদনও তিন কারণে হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম সাধন হয়। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিজেই কিয়ৎপরিমাণে নিজের সাফল্য সম্পাদন করে। মনের সাহায্যে ও চেষ্টাদি দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়।

৯ম। জ্ঞান তিন প্রকার যথা—

(ক) সর্ব্ববস্তুতে যে জ্ঞান একবিধ, বস্তুর ভেদ হইলেও যে জ্ঞানের ভেদ হয় না, তাহার নাম সাত্ত্বিক জ্ঞান।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে যে জ্ঞানের বিভেদ জন্মে, তাহার নাম রাজসিক জ্ঞান।

(গ) যে জ্ঞান কোন একটী সামান্য বস্তুকেই জগতের যথা-সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিগণনা করে, সে জ্ঞান তামসিক জ্ঞান।

১০ম। কর্ম্মও তিন প্রকার যথা—

(ক) আসক্তি ও ফলাশা ব্যতিরেকে যে সমস্ত বিহিত নিত্য-কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাদের নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

(খ) ফলাশায় অহঙ্কার ও আয়াসের সহিত যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয় তাহাদের নাম রাজসিক কর্ম্ম।

(গ) শুভাশুভ ফল, বিত্তক্ষয়, পরপীড়া, নিজের সামার্থ্য প্রভৃতি আলোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে সমস্ত কর্ম্ম করা যায়, তাহাদের নাম তামসিক কর্ম্ম।

১১শ। কর্ত্তাও তিন প্রকার যথা—

(ক) যিনি আসক্তিহীন, নিরহঙ্কার, যিনি ধৈর্য্যবান, যিনি উদ্যমশীল, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েই নির্ব্বিকার, তিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

(খ) যিনি কর্ম্মে আসক্ত, কর্ম্মফললোভী লোভবান্, পর পীড়ায় অকুণ্ঠিত, অশুচি, সিদ্ধিতে হর্ষান্বিত ও আসক্তিতে শোকা ন্বিত, তিনি রাজসিক কর্ত্তা।

(গ) যিনি অনবহিত, বিবেকশূন্য, গর্ব্বী, শঠ, পরাপমানী, অলস, শোকপরায়ণ ও দীর্ঘসূত্রী তিনি তামসিক কর্ত্তা।

১২শ। বুদ্ধিও তিন প্রকার যথা—

(ক) কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্তি করা উচিত, কোন্ কার্য্যে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, কখন কোন্ কার্য্য করা উচিত, কখন কোন্ কার্য্য করা উচিত নয়, কোন্ কার্য্যে মঙ্গল হইবে, কোন্ কার্য্যে অমঙ্গল হইবে, কোন্ কার্য্যে পাপ, কোন্ কার্য্যে পুণ্য হইবে, এসমস্ত যে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত করা যায় তাহার নাম সাত্ত্বিক বুদ্ধি।

(খ) ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে যাহার কোনরূপ নিশ্চিত জ্ঞান নাই, অর্থাৎ যে কখনও বা ধর্ম্ম কখনও বা অধর্ম্ম কার্য্য করে তাহার বুদ্ধির নাম রাজসী বুদ্ধি।

(গ) যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, কার্য্যকে অকার্য্য এবং অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম তামসী বুদ্ধি।

১৩শ। ধৈর্য্যও তিন প্রকার যথা—

(ক) যখন একাগ্রচিত্তে বিষয়ান্তরভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তখন উহাকে সাত্ত্বিক ধৈর্য্য বলে।

(খ) যে প্রাণপণে ধৈর্য্যসহকারে ধর্ম্মকামনার্থে অনুসন্ধান করে, তাহার ধৈর্য্যকে রাজসিক ধৈর্য্য বলে।

(গ) যে ব্যক্তি বহুচেষ্টা করিয়াও নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ, মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহার ধৈর্য্যকে তাম-সিক ধৈর্য্য বলে।

১৪শ। সুখও তিন প্রকার যথা—

(ক) অভ্যাসবশতঃ যে সুখ ভোগ করা যায়, সে সুখে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হয়, যে সুখ অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায়, যে সুখে চিত্তের সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা জন্মে তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে।

(খ) বিষয়সেবা দ্বারা যে সুখ লাভ করা যায়, যাহা অগ্রে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষতুল্য, তাহাকে রাজসিক সুখ বলে।

(গ) নিদ্রা, আলস্য, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা প্রভৃতির দ্বারা যে সুখলাভ করা যায়, যে সুখ অগ্রে ও শেষে মোহকর বা আবেশময়, তাহাকে তামসিক সুখ বলে।

১৫শ। পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ যাবতীয় দ্রব্যই সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা আবদ্ধ।

১৬শ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য :—

১। ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্ম—চিত্তনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতিতে বিশ্বাস।

২। ক্ষত্রিয়ের গুণ ও কর্ম্ম—পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম্মপটুতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, আত্মসংযমশক্তি।

৩। বৈশ্যের গুণ ও কর্ম্ম—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য।

৪। শূদ্রের গুণ ও কর্ম্ম—ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা।

১৭শ। নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াই লোকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কর্ম্ম পাপসংশ্লিষ্ট হইলেও তৎকরণে পাপ হয় না। সর্ব্বকর্ম্মেই দোষ গুণ উভয়ই আছে। দেখ অগ্নির সহিতও ধূম বিমিশ্রিত থাকে। অতএব অমুক কর্ম্মে দোষ আছে, ইহা বলিয়া ঘৃণা করিতে নাই। পরন্তু যাহার যে কর্ম্ম, অবিচলিতচিত্তে তাহার তাহা করা কর্ত্তব্য।

১৮শ। যে যাহার কর্ম্ম করুক, কেবল এই মাত্র দেখিতে হইবে যে কর্ম্মে যেন আসক্তি, অথবা কর্ম্মফলে যেন লোভ না হয়। এই প্রণালীতে কর্ম্ম করিলে প্রকৃত উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, এবং তৎপরে ঐ জ্ঞান হইতে ব্রহ্মপদ লাভ হয়।

১৯শ। উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভানন্তর মনুষ্য নিম্নলিখিত কয়েকটী সদ্‌গুণে বিমণ্ডিত হয়। যথা বুদ্ধি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, আত্মা সংযত হয়; যদৃচ্ছালব্ধ ভোজনে পরিতৃপ্তি বোধ হয়; বাক্য,

শরীর ও মন এই তিনের উপর প্রভুতা জন্মে; ধ্যান, যোগ ও বৈরাগ্য হৃদয়ে আধিপত্য করে; অহঙ্কার, বলদর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয়; নির্ম্মলতা ও শক্তি হৃদয়ে বিরাজ করে; শোক আশঙ্কা প্রভৃতি কিছুই থাকে না; সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান হয়; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে; ঈশ্বরজ্ঞানের সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তি হয়। অবশেষে এ ব্যক্তি ব্রহ্মতুল্য ব্রহ্মপদে আশ্রয় লাভ করে।

২০শ। হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা আমার পরামর্শমতে কার্য্য কর। আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমাতে ভক্তি কর। তাহা হইলে তুমি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—হে প্রভো! আমার ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। আমি আপনার পরামর্শানুসারে এই কার্য্য করিব।

বিনোদ। আমারও অনেক ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। আমি তোমাকে ও তোমার প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করি।

গোপী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুমতি হউক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।



প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা ।
আচার্য্য মুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যোধগণ ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া কিরূপ করিয়াছিল ? । ১ ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহিত দেখিয়া আচার্য্যসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন । ২ ।

হে আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছেন । ৩ ।

ঐ পক্ষের শূরসকল মহাধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনসদৃশ—যুযুধান, বিরাট মহারথ দ্রুপদ । ৪ ।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য।৫।

বিক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন এবং দ্রৌপদীপুত্রগণ, ইহাঁরা সকলে মহারথ। ৬।

পরন্তু হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যে সকল প্রধান যোদ্ধা তাহা শ্রবণ করুন; যাঁহারা মদীয় সৈন্যের নায়ক হইয়াছেন আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত তাহা কীর্ত্তন করি। ৭।

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ। ৮।

অন্যান্য বহু শূর আমাদের নিমিত্ত জীবনাশা পরিত্যাগী হইয়া যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই নানা শস্ত্রপ্রহরণসমর্থ ও যুদ্ধবিশারদ। ৯।

আমাদের এই সৈন্য বহুসংখ্য ও ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতেও অসমর্থ এবং ঐ পাণ্ডবদিগের অল্প সৈন্য ও ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে সমর্থ বোধ হইতেছে।১০।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

অতএব আপনারা সকলেই রণভূমির পূর্ব্বাপরাদি যথাযোগ্য স্ব স্ব দিগ বিভাগস্থলে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

প্রতাপবান্ কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদনকরত উচ্চৈশব্দে শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

অনন্তর রণস্থলের সর্ব্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উঠিল। ১৩।

পরে শ্বেতাশ্বযোজিত মহান্ রথে অবস্থিত মাধব ও অর্জ্জুন উভয়েই দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৪।

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৫।

যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। ১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

হে ধরণিপতে। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রেরা সকলে ও মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ইহাঁরা প্রত্যেকে পৃথক্রূপে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ১৭। ১৮।

সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিয়া ভবং পক্ষীয়গণের হৃদয় বিদারণ করিল। ১৯।

হে মহীপাল! তদনন্তর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগাভিমুখ হইলে তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাগণকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উদ্যত করতঃ হৃষীকেশকে এই কথা কহিলেন :—অর্জ্জুন কহিলেন হে অচ্যুত! যাঁহারা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি যাহাতে অবলোকন করিতে পারি তুমি এরূপ করিয়া উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রক্ষা কর। এই রণসমুদ্যমে আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে

কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥২৬॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

হইবে, কাহারা যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধোদ্যতদিগকে আমি নিরীক্ষণ করিব। ২০।২১।২২।২৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ হৃষীকেশ কৃষ্ণকে এইরূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে রথবর স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ। এই সকল সমবেত কুরুপক্ষীয়দিগকে অবলোকন কর। ২৪। ২৫।

পার্থ সেই স্থানে, পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। ২৬।

শ্বশুরগণ, সুহৃদগণ প্রভৃতি সমস্ত বন্ধুগণকে উভয় সেনার মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাইলেন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮ ॥
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১ ॥
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥৩২॥
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।

হে কৃষ্ণ। এই সকল যুযুৎসু স্বজনগণকে উপস্থিত দেখিয়া আমার গা অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্পিত, লোমহর্ষ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত, ত্বক উত্তপ্ত এবং মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে; আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছিনা।২৮।২৯।৩০।

হে কেশব! আমি অনিষ্টসূচক নিমিত্তসকল দর্শন করিতেছি; আমি সংগ্রামে স্বজনহনন করিয়া শ্রেয় দেখিতেছিনা। ৩১।

আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষা করি না এবং আমার রাজ্য বা সুখেরও প্রার্থনা নাই। হে গোবিন্দ। আমাদিগের রাজ্য বা ভোগ অথবা জীবনে প্রয়োজন কি? ।৩২।

যাঁহাদিগের নিমিত্ত আমাদিগের রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলষিত এই তাঁহারাই ধনপ্রাণপরিত্যাগে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছেন। ৩৩।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮ ॥
কথং নং জ্ঞেয়মস্মাভি পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৯ ॥

আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক ও অন্যান্য সম্পর্কীয় সকলেই এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৩৪।

হে মধুসূদন! ইঁহারা আমাদিগকে হনন করিলেও ইঁহাদিগকে এই পৃথিবী নিমিত্ত, কি ত্রৈলোক্য রাজ্যলাভের নিমিত্ত হনন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। ৩৫।

হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে হনন করিয়া আমাদিগের কি প্রীতি জন্মিবে? ইহারা আততায়ী (অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রহস্তে হননোদ্যত, ভূম্যপহারী ও দারাপহারী) হইলেও ইহাদিগকে হনন করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। ৩৬।

অতএব হে মাধব! সবান্ধব দুর্য্যোধনদিগকে বিনাশ করা আমার উচিত নহে। আমরা স্বজন বিনাশ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পারিব?। ৩৭।

যদিও ইহারা রাজ্যলোভে অবিবেক-চিত্ত হইয়া মিত্রদ্রোহজন্য পাতক ও কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিতে পাইতেছে না, তাহা হইলেও আমরা কি হেতু, হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ দর্শন করিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে বিবেচনা না করিব?। ৩৮। ৩৯।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪ ॥
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মনষ্ট হইলে অধর্ম্মে কৃৎস্ন কুল আক্রান্ত হয়। ৪০।

হে কৃষ্ণ। অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে কুলস্ত্রীসকল দূষিত হয়। হে বার্ষ্ণেয়। স্ত্রী দোষান্বিতা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪১।

সেই সঙ্কর দোষ সেই কুলঘাতীদিগের কুলের নরক নিমিত্তই হয় এবং বংশলোপ হওয়াতে তাহাদিগের পিতৃলোক ও পিণ্ডোদক ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া নরকে পতিত হয়। ৪২।

কুলক্ষয়কারীদিগের ঐ বর্ণসঙ্কর দোষে পরম্পরাগত জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। ৪৩।

জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদিগের নরকে নিয়ত বাস হইয়া থাকে। ৪৪।

হা কষ্ট! আমরা মহৎ পাপ করিতে ব্যবসিত হইতেছি; রাজ্যসুখ লাভের নিমিত্ত স্বজনগণকে হনন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। ৪৫।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ।

অতএব যদি আমি শস্ত্রহীন ও প্রতীকারচেষ্টারহিত হই, আর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা শস্ত্রহস্ত হইয়া রণস্থলে আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয়। ৪৬।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া রণক্ষেত্রে শরশরাসন পরিত্যাগ করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে রথক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। ৪৭।

ইতি অর্জ্জুনবিষাদ যোগঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদনঃ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

সঞ্জয় কহিলেন, মধুসূদন তথাবিধ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুলিতলোচন বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন। ১।

অর্জ্জুন! এই সঙ্কটসময়ে কি হেতু তোমার আচার্য্যগণের অসেবিত, অস্বর্গসাধন ও অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল?। ২।

হে পরন্তপ কৌন্তেয়! তুমি কাতর হইও না, কাতর হওয়া তোমার উপযুক্ত হয় না, তুচ্ছ হৃদয়-দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। ৩।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুবিমর্দ্দনমধুসূদন! আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে অস্ত্রদ্বারা কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব। ৪।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু। ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥
কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্

মহানুভাব গুরুদিগকে হনন না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়; যেহেতু এই গুরুলোকদিগকে হনন করিয়া ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ কাম উপভোগ করিতে হইবে। ৫।

যদি আমরা বিপক্ষদিগকে জয় করি, কিংবা বিপক্ষেরা আমাদিগকে জয় করে, এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেইধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সকলেই সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহাদিগকে সংহার করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব, এই ভাবনারূপ দৈন্যভাবে ও কুলক্ষয়জন্য দোষ-ভাবনায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্মবিষয়ে কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়াছে। আমি তোমার বশবর্ত্তী ও শরণাপন্ন, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা শ্রেয় হয়, তাহা তুমি নিশ্চিতরূপে আদেশ কর। ৬। ৭।

আমার পৃথিবীমধ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য লাভ

অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ॥
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

হইলেও এমত কর্ম্ম আমি দেখিতেছি না, যে তাহা আমার ইন্দ্রিয়শোষক শোকের অপনোদন করিতে পারে। ৮।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে 'আমি যুদ্ধকরিব না,' ইহা বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। ৯।

হে ভারত! তদনন্তর হৃষীকেশ সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ-ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে কহিলেন। ১০।

তুমি শোকের অবিষয় যে বন্ধুগণ, তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের বাক্যসকলও কহিতেছ; বিবেকী ব্যক্তিরা, জীবিতবন্ধু ব্যক্তিরা বন্ধুবিহীন হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে, এই ভাবিয়া তাহা দিগের নিমিত্ত বা মৃতবন্ধুব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অনুশোচন করেন না। ১১।

যেহেতু আমি যে কখনই ছিলাম না এমন নহে, তুমি যে কখন ছিলে না এমনও নহে; এই সকল রাজারাও যে কখন ছিলেন না তাহাও নহে এবং ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না এমনও নহে। ১২।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

দেহাভিমানী জীবের যে প্রকার এই স্থূলদেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হইয়া থাকে এবং কৌমারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার বিনাশে পর পর অবস্থা হইলেও তাহার স্বতঃ কোন অবস্থান্তর হয় না, সে সমভাবেই থাকে, সেই প্রকার এই দেহ বিনাশ হইলে লিঙ্গ দেহের অবলম্বনে তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু স্বতঃ কোন অবস্থান্তর বা হানি হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহের উৎপত্তি কি বিনাশে বিমুগ্ধ হন না। ১৩।

হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সংযোগ তাহা কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন সুখ, কখন বা দুঃখ প্রদান করে। ঐ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ কখন উৎপন্ন, কখনও বা বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা অনিত্য অতএব তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ না করাই তোমার উচিত হয়; তাহা হইলে বন্ধুবিয়োগজনিত দুঃখ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ১৪।

হে পুরুষবর! উক্ত শীতোষ্ণাদি, যে সুখদুঃখ সমজ্ঞানী ধীর পুরুষকে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই পুরুষ মোক্ষসাধনে সমর্থ হয়। ১৫।

এবং অনাত্মস্বভাবপ্রযুক্ত অবিদ্যমান পদার্থ যে শীতোষ্ণাদি তাহা আত্মাতে বিদ্যমান থাকে না; সেইরূপ সৎস্বভাব যে আত্মা, তাহারও অভাব কখন সম্ভবে না। বস্তুতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা সৎ ও অসৎ এই উভয় পদার্থে এইরূপ নির্ণয় জ্ঞাত হইয়াছেন। ১৬।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্-
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অতএব দুঃসহ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিলে কদাচিৎ তোমার বিনাশ সম্ভাবনা নাই। যিনি, উৎপত্তি বিনাশশালী এই সমস্ত দেহাদিতে সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী জানিবে, যে হেতু তাঁহার অবয়ব না থাকায় দেহাদির ন্যায় ক্ষয় হয় না, অতএব কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। ১৭।

হে ভারত! এই নশ্বর দেহ, সর্ব্বদা একরূপ অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন দেহস্থিত আত্মারই, ইহা বিবেকী ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, অতএব তুমি মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। ১৮।

যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হননকর্ত্তা জানে এবং যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হত মনে করে, উভয়েই তাঁহাকে জানে না, কেন না তিনি হনন করেন না, এবং হতও হন না। ১৯।

তিনি কখন জন্মেন না, মরেন না, এবং অন্যান্য জাতবস্তুর ন্যায় জন্মিয়া বিদ্যমানও থাকেন না, যে হেতু তিনি স্বতঃই জন্মরহিত হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান আছেন। এবং তিনি নিত্য সর্ব্বদা একরূপ; তিনি শাশ্বত ক্ষয়বিহীন; তিনি পুরাণ পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, তিনি পরিণাম দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না; এবং তিনি শরীর হন্যমান হইলেও হত হন না। ২০।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥

হে পার্থ! যে পুরুষ সেই আত্মাকে ক্ষয় ও জন্মরহিত এবং অবিনাশী জানেন, তিনি কাহাকে হনন করিবেন, এবং কাহাকে দিয়াই বা হনন করাইবেন। ২১।

যে প্রকার মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিযা অপর নববস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার জীব জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। ২২।

সেই আত্মাকে শস্ত্রসকল ছেদন করিতে, অগ্নি দগ্ধ করিতে, তাপ দ্রবীভূত করিতে এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যেহেতু তিনি অবয়বরহিত সুতরাং অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। সেই আত্মা অবিনাশী, সর্ব্বগত, রূপান্তর-অপ্রাপ্ত, পূর্ব্বরূপের অপরীত্যাগী, অনাদি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, মন ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোককরা উচিত হয় না। ২৩। ২৪। ২৫।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে মহাবাহো! যদ্যপি সেই আত্মাকে চিরকালই দেহ বিনষ্ট হইলে মৃত বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার একপ শোক করা উচিত নহে। ২৬।

কেননা জাতবস্তুর অবশ্যই মৃত্যু হয় এবং মরিলে অবশ্যই জন্ম হইয়া থাকে, অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোকের বিষয় কি। ২৭।

ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অদর্শন এবং নিধনের পরেও অদর্শন হয়, কেবল মধ্যে—উৎপত্তির পরে ও নিধনের পূর্ব্বে দৃশ্য হয়, অতএব এতাদৃশ ভূত সকলের নিমিত্ত আর শোক বিলাপ কি। ২৮।

শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় কীর্ত্তন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় গ্রহণ করেন, কেহ বা দর্শন শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জানিতে পারেন না; সুতরাং বিদ্বান হইয়াও আত্মজ্ঞানের অভাবে অনেকে শোক করিয়া থাকেন। ২৯।

হে ভারত। সকলের দেহেতে সকল অবস্থাতেই এই আত্মা অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। ৩০।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১ ॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

এবং স্বকীয় ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া সমুচিত হয় না; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে আর অন্য কিছুই শ্রেয় নাই। ৩১।

হে পার্থ! বিনা প্রার্থনায় উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বার উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্ষত্রিয়দিগের ঈদৃশ যুদ্ধলাভ হয়, তাহারা সুখী হইয়া থাকে। ৩২।

প্রত্যুত, যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ নিবৃত্ত হও তাহা হইলে তোমাকে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিবিহীন হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইবে এবং লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শৌর্য্যাদি গুণ-সম্পন্নব্যক্তিদিগের অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক। ৩৩। ৩৪।

মহারথসকল ভয়প্রযুক্ত তোমাকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বে গুণবান্ বলিয়া সম্মানিত থাকিয়া এক্ষণে লাঘবপ্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

অপর তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করত অনেক অবক্তব্য বাক্যও বলিবে, তাহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে। ৩৬।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যায়া যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কৌন্তেয়, যদি তুমি যুদ্ধে হত হও, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিবে, যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে, অতএব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। ৩৭।

সুখদুঃখ, লাভালাভ ও জয়াজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। ৩৮।

হে পার্থ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যেরূপ বুদ্ধি কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে বলিলাম, ইহাতেও যদি তোমার তাহা প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষনিমিত্ত কর্ম্মযোগ বিষয়ক এই বুদ্ধি শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে লব্ধ প্রত্যক্ষীভূত আত্মতত্ত্ব দ্বারা কর্ম্মবন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। ৩৯।

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ঈশ্বরোদ্দেশ্য নিবন্ধন বিঘ্ন বৈগুণ্যের অসম্ভবহেতু ইহাতে কোন প্রত্যবায়ও জন্মে না এবং ঈশ্বরারাধনার্থ এই ধর্ম্ম স্বল্পকৃত হইলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে। ৪০।

কুরুনন্দন! ঈশ্বরারাধনা-রূপ কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মক সেই বুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহেতুই একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখ স্বার্থকাম

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি, অসংখ্য কামনা হেতু অনন্ত ও বিবিধ ফলের প্রকার ভেদে বহুশাখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৪১।

হে পার্থ! যাঁহারা অবিবেকী—কামনায় আকুলিতচিত্ত হয়েন, সুতরাং স্বর্গকেই পুরুষার্থ বোধ করেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অক্ষয় ফল ও সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ইত্যাদি প্রকার বেদের ফলশ্রুতি বাক্যেতে প্রীত ও ইহা হইতে আর অন্য প্রাপ্য পদার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এইরূপ কথনশীল হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের বোধক, জন্মকর্ম্মরূপ ফলপ্রদ, পুষ্পিত বিষলতা সদৃশ আপাততঃ রমণীয়, বেদের অর্থবাদরূপ স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বাক্যকেই পরমার্থ সাধন বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের চিত্ত আপাততঃ রমণীয় উক্ত বেদ বচন দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে, এতাদৃশ ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতি অভিমুখ হয় না। ৪২। ৪৩। ৪৪।

হে অর্জ্জুন! বেদের বহুল অংশ সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল প্রতিপাদক, কিন্তু তুমি নিষ্কাম হও, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণের আশ্রিত হও, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করিতে নিবৃত্ত ও প্রমাদ-রহিত হও। ৪৫।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

যে প্রকার বাপীকূপতড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে ভ্রমণ করিয়া বিভাগ ক্রমে স্নান পানাদি যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা একমাত্র মহাহ্রদেই হইয়া থাকে, সেই প্রকার সমস্ত বেদেতে তত্তৎ বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্মফলরূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তৎসমস্তই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে। ৪৬।

তুমি তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী, অতএব তোমার কর্ম্মেতে কামনা হউক, কিন্তু সংসারবন্ধের হেতু যে কর্ম্মফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে; অর্থাৎ ফলের নিমিত্ত যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়, এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। ৪৭।

হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে, সিদ্ধি হউক বা না হউক, উভয়েতেই সমদর্শী হইয়া কর্ম্ম করিবে, যেহেতু সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়। ৪৮।

ধনঞ্জয়! সমভাবাপন্ন বুদ্ধি দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব তুমি বুদ্ধিতে পরিত্রাতা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর; কেন না ফলকাম ব্যক্তিরা দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ৪৯।

সমভাবাপন্ন বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি স্বর্গাদি সাধন সুকৃত ও নরকাদি সাধন দুষ্কৃত; এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি যোগে নিযুক্ত হও। ঈশ্বরে চিত্তার্পণ নিবন্ধন কর্ম্মেতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধিরূপ যে কৌশল, তাহাই যোগ শব্দে কথিত হয়। ৫০।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫॥

সমত্ব বুদ্ধিরূপ ব্যক্তিরা—ঈশ্বরারাধন মাত্র নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা ইষ্টানিষ্ট দেহপ্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানযুক্ত ও জন্মবন্ধবিমুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবরহিত পরম পদে গমন করেন। ৫১।

এইরূপে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলে যখন তাঁহার প্রসাদে তোমার বুদ্ধি মোহময় দুর্গ-গহন হইতে বিশেষরূপে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থের প্রতি বৈরাগ্য লাভ করিবে। ৫২।

তোমার নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট ও স্থির হইয়া পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। ৫৩।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তিনি কি প্রকার কথন, উপবেশন বা গমন করেন?। ৫৪।

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! যখন সাধক মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করেন, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই আত্মা দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫।

দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥
যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

দুঃখ উপস্থিত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন না হয়, সুখেতে স্পৃহা না থাকে এবং রাগ, ভয় ও ক্রোধ যাহার নিকট হইতে নিদূরিত হয়, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়। ৫৬।

যিনি পুত্রমিত্রাদিতে স্নেহশূন্য হন, শুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত না হন এবং অশুভপ্রাপ্ত হইয়াও দ্বেষী না হন, অর্থাৎ এসমস্ত বিষয়ে ঔদাস্য ভাব করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৭।

কূর্ম্ম যেমন করচরণাদি অঙ্গ সমস্ত সর্ব্বপ্রকারে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে তাহাদিগের বিষয় শব্দাদি হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। ৫৮।

জড়, আতুর বা উপবাসপরায়ণ ব্যক্তির সামর্থ্য না থাকায় তাহারা বিষয় গ্রহণ করে না, সুতরাং তাহাদিগেরও নিকট হইতে বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় না, যে হেতু তাহাদিগের বিষয়ে বাসনা নিবৃত্ত হয় না; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

কুন্তীপুত্র! বিবেকী পুরুষ সযত্ন হইলেও তাঁহার মনকে প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্ব্বক হরণ করে, এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া পরমেশ্বরপরায়ণ ও সমাহিত হইয়া উপবিষ্ট হইবেন, কেননা ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশে থাকে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। ৬০। ৬১।

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি জন্মিলে অভিলাষ হয়, সেই অভিলাষ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আক্রমণ করে। ৬২।

ক্রোধ হইতে মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেক সামর্থ্যশূন্য হয়, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে, স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি বিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়। ৬৩।

যাঁহার মন বশীভূত হয়, সেই পুরুষ মনের বশংবদ রাগদ্বেষরহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি—চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। ৬৪।

শান্তি লাভ হইলে ঐ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখনাশ এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। ৬৫।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌ ॥ ৬৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

যাহার ইন্দ্রিয় অবশীকৃত, তাহার বুদ্ধি আত্মবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, সুতরাং তাহার আত্মবিষয়ক চিন্তার সম্ভাবনা থাকে না ; আত্মচিন্তা না হইলে তাহার শান্তিরও উদয় হয় না ; শান্তিশূন্য ব্যক্তির কি হেতু সুখ হইবে ? । ৬৬ ।

মন যদি বিষয়ে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যে প্রকার প্রমাদবান্ কর্ণধারের নৌকাকে জলে ভ্রমণ করায়, সেই প্রকার ঐ যোগী ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে । ৬৭ ।

অতএব হে মহাবাহো ! যাহার ইন্দ্রিয় সকল তত্তদ বিষয় শব্দাদি হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হয়, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে । ৬৮ ।

সাধারণ প্রাণীসকলের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা নিশাস্বরূপ হইয়া থাকে । ঐ আত্মনিষ্ঠা নিশাতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী যোগী ব্যক্তি জাগরণ করেন । অপর সাধারণ প্রাণী, যে বিষয়নিষ্ঠাতে জাগরণ করেন, তাহা আত্মদর্শী মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি জাগরিত থাকেন না । ৬৯ ।

জলরাশিপূর্ণ অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করিয়া লীন হয়, সেইরূপ যে যোগীপুরুষে কামনা সকল প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া যায়,

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

সাংখ্যযোগঃ।

তিনিই শান্তি লাভ করেন, অপর বিষয়কাম ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না। ৭০।

যে পুরুষ প্রাপ্ত-সকল বিষয়ে উপেক্ষাকারী, অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহারহিত ও নিরহঙ্কার, সুতরাং ভোগসাধন বস্তুতে মমতাশূন্য হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। ৭১।

হে পার্থ! ব্রহ্মনিষ্ঠা এই প্রকার হয়। পুরুষ ইহা লাভ করিলে মোহ প্রাপ্ত হন না। যদি মৃত্যুসময়েও ইহাতে অবস্থান হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মেতে লয়প্রাপ্তি হয়, তবে যাবজ্জীবন ইহাতে স্থিতি করিলে তাহার আর বক্তব্য কি?। ৭২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—জনার্দ্দন! যদি জ্ঞানই কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিপ্রেত, তবে হে কেশব। হিংসাত্মক কর্ম্মে আমাকে কি হেতু নিয়োগ করিতেছ? । ১ ।

কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া মিশ্রিত বাক্য দ্বারা যেন আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছ, তাহা না করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বল যে, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি । ২ ।

ভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ। জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধ্যানাদি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা আর জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্মযোগাধিকারী ব্যক্তিদিগের জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায়ভূত চিত্তশুদ্ধিসাধন কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রতনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি বলিয়াছি। আমি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুই বিষয়কে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে পৃথকরূপে মোক্ষসাধন বলি নাই যে, ঐ উভয় বিষয়ের মধ্যে এক বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্ত আমাকে তোমার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে । ৩ ।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে জ্ঞান উপভোগ করিতে পারে না এবং বিনা কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি কেবল সংন্যাস মাত্র দ্বারা মোক্ষলাভে অধিকারী হয় না। ৪।

কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কেহই কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে কর্ম্মে যে আসক্তি না থাকা, তাহাকে সংন্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে। ৫।

যে ব্যক্তি বাক্য পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় স্মরণ করতঃ অবস্থিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়। ৬।

পরন্তু যে ব্যক্তি মন দ্বারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া ফলাভিলাষ বর্জিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মরূপ উপায় অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে জ্ঞানবান বলা যায়। ৭।

অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি নিয়মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, যে হেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ; প্রত্যুত কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীর নির্ব্বাহই হইবে না। ৮।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থক ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধন কারণ হয়, অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মাচরণ কর। ৯।

প্রজাপতি পূর্ব্বকালে যজ্ঞাধিকারসহকারে ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞকার্য্য দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হইবে। ১০।

তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করিবে এবং দেবতারা বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিতে থাকিবে। ১১।

দেবগণ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি আদি দ্বারা তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিবেন, অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করিবে, তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে। ১২।

যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, সেই সাধুরা পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন; আর যাঁহারা কেবল আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করে, সেই দুরাচারেরা কেবল পাপই ভোগ করিতে থাকে। ১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬ ॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮ ॥

অন্ন হইতে ভূত সমস্ত, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, যজমানাদির ব্যাপার হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে যজমানাদির ব্যাপার এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন জানিবে। অতএব যখন কর্ম্মই জগৎ রক্ষার মূল, তখন জগৎকর্ত্তার বাক্যরূপ বেদ সর্ব্বার্থগত হইলেও তাঁহার তাৎপর্য্য সর্ব্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত বোধ করিতে হইবে। ১৪। ১৫।

ঈশ্বরবাক্য বেদ হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য দ্বারা অন্ন, অন্ন দ্বারা ভূতসকল পালিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রবর্ত্তিত যে জগৎচক্র, তাহার প্রতি ইহলোকে যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার আয়ু পাপস্বরূপ হয়। হে পার্থ। এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম করিয়া থাকে, সুতরাং সে বৃথা জীবন ধারণ করে। ১৬।

কিন্তু যে মনুষ্য আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত, আত্মানন্দ উপভোগেই চরিতার্থ, সুতরাং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই; যে হেতু তাঁহার কর্ম্ম করা জন্য পুণ্য, বা না করা জন্য পাপ প্রত্যবায় জন্মে না; এবং মোক্ষনিমিত্ত ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভূতের মধ্যে কাহাকেও আশ্রয় করিতে হয় না। ১৭। ১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

যখন এতাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অপরের পক্ষে অপেক্ষা করে, তখন তুমি সতত ফলাসক্তিরহিত হইয়া অবশ্য বিধেয় কর্ম্মের আচরণ কর, কেন না পুরুষ ফলাসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে। ১৯।

জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। যদ্যপি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোকরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ "আমি কর্ম্ম করিলে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে," এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। ২০।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, ইতর ব্যক্তিরা সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে; শ্রেষ্ঠ জন কর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা কর্ম্মনিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া চলেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

হে পার্থ! ত্রিলোকমধ্যে আমার কোন কর্ম্মই করিবার প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। ২২।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

হে পার্থ! যদি আমি নিরলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথে অনুবর্ত্তী হইতে পারে। ২৩।

যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই সমস্ত লোক কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্মলোপ দ্বারা উৎসন্ন হইতে পারে এবং আমা হইতে বর্ণসঙ্করও উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রজাসকলকে মলিন ভাবাপন্ন করা হয়। ২৪।

অতএব হে ভারত! অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও লোকরক্ষাচিকীর্ষু হইয়া আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ২৫।

কর্ম্মেতে আসক্ত অজ্ঞদিগের প্রতি আত্মোপদেশ করিয়া কর্ম্মবিষয়ক বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইয়া দেওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত নয়। প্রত্যুতঃ অবহিত হইয়া স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করতঃ তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই উচিত। ২৬।

ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মজ্ঞান নিবন্ধন যাহার বুদ্ধি বিমূঢ়, সেই ব্যক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ যে কর্ম্মসকল, তাহা আমি করিতেছি বলিয়া মনে করে। ২৭।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

হে মহাবাহো। ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আমি প্রবৃত্ত হই না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। ২৮।

যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণে সম্যক্ মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অল্পজ্ঞ মন্দমতিদিগের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না। ২৯।

অতএব যখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইতেছে এবং তুমিও অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ হও নাই, যখন তুমি অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করি' এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা আমার প্রতি সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এই কর্ম্ম আমার ফলসাধন এইরূপ মমতা জ্ঞান ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

যে মানবেরা আমার প্রতি অসূয়ারহিত ও শ্রদ্ধাবন্ত হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্ম করিতে করিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হন। ৩১।

আর যাহারা আমার এই মতকে নিন্দা করত ইহার অনুষ্ঠান না করে সেই সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় অবিবেকী ব্যক্তিদিগকে বিনাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

গুণদোষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বকীয় প্রাক্তন কর্ম্মজন্য প্রকৃতির—স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন, যে হেতু প্রাণীমাত্রই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়, এমত স্থলে আমার বা অন্যের নিষেধ তাহাদিগের কি করিবে ? । ৩৩ ।

প্রত্যুত, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় অনুকূল হইলে তাহাতে অনুরাগ ও প্রতিকূল হইলে তাহাতে দ্বেষ অবশ্যই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যে হেতু উহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিরোধী হয় । ৩৪ ।

আর সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়, কেন না স্বধর্ম্মে নিধনও স্বর্গসাধন হয় এবং পরধর্ম্ম নিষিদ্ধ, এজন্য নরক জনক হয় । ৩৫ ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন ! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করে, অতএব পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে ? । ৩৬ ।

ভগবান কহিলেন, অর্জ্জুন ! তুমি পুরুষের পাপাচরণের যে হেতু জিজ্ঞাসা

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন! অব্যয় ফলসাধন এই যোগ আমি পূর্ব্বে আদিত্য বিবস্বান্‌কে কহিয়াছিলাম, বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র মনুকে বলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে কহেন। ১।

এইরূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হন, দীর্ঘকালবশতঃ এক্ষণে ঐ যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২।

তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগও উৎকৃষ্ট, এই হেতু অদ্য তোমাকে এই পুরাতন যোগ বলিলাম। ৩।

অর্জ্জুন কহিলেন, বিবস্বানের জন্ম পূর্ব্বে এবং তোমার জন্ম পরে হয়, অতএব তুমি যে পূর্ব্বে বিবস্বান্‌কে এই যোগ কহিযাছিলে, ইহা কি প্রকারে আমি বোধ করিতে পারি?। ৩।

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার জ্ঞানশক্তি বিলোপ না হওয়ায় সেই সমস্ত জানিতেছি, তুমি অজ্ঞানাবৃত এ জন্য জানিতে পারিতেছ না। ৫।

আমি জন্মরহিত, অনশ্বরস্বভাব এবং সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হইয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। ৬।

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখন আমি আপনার শরীর সৃষ্টি করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৭। ৮।

হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ অলৌকিক জন্মকর্ম্ম পরানুগ্রহ নিমিত্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাকে দেহত্যাগ করিয়া আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, প্রত্যুত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। ৯।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধি র্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২ ॥
চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

অনেক রাগ, ভয় ও ক্রোধবিহীন, আমার প্রতি একনিষ্ঠ এবং আমারই আশ্রিত হইয়া আত্মজ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান মযলা হইতে পূত হইয়া মদীয ভাব লাভ করিয়াছে। ১০।

হে পার্থ! যাহারা যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদানে অনুগ্রহ করিযা থাকি, যেহেতু তাহারা যে কোন প্রকারের হউক, আমারই বর্ত্মে অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। ১১।

এই মর্ত্তালোকে প্রায় মনুষ্যেরা কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতা দিগকে ভজন করে, সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না, কেননা কর্ম্মজ ফল শীঘ্রই ফলিত হইয়া থাকে এবং দুর্লভ জ্ঞানফলকৈবল্য শীঘ্র লাভ হয না। ১২।

ব্রাহ্মণদিগের সত্বগুণ প্রধান, তাঁহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি; ক্ষত্রিয়দিগের সত্ব ও রজ গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্যযুদ্ধাদি; বৈশ্যদিগের রজ ও তমগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি এবং শূদ্রদিগের তমগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম ত্রিবর্ণশুশ্রূষাদি; এইরূপে গুণকর্ম্মের বিভাগক্রমে আমিই চাতুর্ব্বণ্য সৃষ্টি করিযাছি। আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তুমি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, যে হেতু এই কর্ম্মে আমার আসক্তিরাহিত্য নিবন্ধন শ্রমের প্রসক্তি নাই। ১৩।

বিশ্বসৃষ্টি আদি কর্ম্ম সকল আমাতে লিপ্ত হইতে পারে না, যে হেতু কর্ম্ম

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তৎতে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬॥
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

ফলে আমার স্পৃহা নাই ; যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ জানিতে পারে, সে কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না। অহঙ্কার ব্যতিরেকে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা বন্ধের কারণ হয় না, এইরূপ জানিয়া জনকাদি পূর্ব্বতন মহাত্মারা মুমুক্ষু হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও সেই পূর্ব্বতন পুরুষদিগের সেবিত বেদোক্ত কর্ম্ম তত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্ত আচরণ কর। ১৪। ১৫।

কীদৃশ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কীদৃশ কর্ম্মই বা অকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হইয়া থাকেন, অতএব যেরূপ কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৬।

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই মর্ম্ম জানা কর্ত্তব্য, কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্জ্ঞেয়। ১৭।

যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার বর্ত্তমান থাকিতেও আত্মার দেহাদি ব্যতিরেক ভাবের অনুভব দ্বারা স্বাভাবিক নিষ্কর্ম্ম ভাব দৃষ্টি করেন এবং জ্ঞানরহিত যে কাম্য কর্ম্ম, তাহা দুঃখজনক বোধ করিয়া তাহার পরিত্যাগকে কর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তিনি মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং তাঁহার যদৃচ্ছা প্রাপ্ত আহারাদি সমুদায় কার্য্য সত্ত্বেও কর্ত্তৃত্ব ভাবরহিত আত্মজ্ঞান-দ্বারা সমাধিভাবে অবস্থান করা হয়। ১৮।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥
নিরাশীর্য্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃসিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যাঁহার কর্ম্মসকল ফলকামনা রহিত হয়, তাঁহার সেই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে, তখন কর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকায় কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মসকল দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়, এমত ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়াছেন। ১৯।

যিনি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের চেষ্টা ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা করণে আশ্রয়ণীয় রহিত হন, তিনি শাস্ত্রবিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুমাত্র কর্ম্ম করেন না, অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম সকল অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। ২০।

যাঁহার কামনা নাই, চিত্ত ও দেহ বশীভূত এবং বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ হইয়াছে, কেবল শরীরমাত্র নির্ব্বাহযোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি বিহিত কর্ম্ম না করা জন্য দোষে দোষী হন না। ২১।

যিনি অপ্রার্থিত লাভে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, শত্রুতাভাবরহিত এবং অপ্রার্থিত লাভের সিদ্ধি হউক বা অসিদ্ধিই হউক, তাহাতে হর্ষবিষাদরহিত, তিনি বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। ২২।

যিনি রাগদ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত, যাঁহার কামনা নাই এবং জ্ঞানরূপ

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

পরমেশ্বরে চিত্ত অবস্থান করে, এমত ব্যক্তি পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ করিলে, তাঁহার সকাম কর্ম্মও বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। ২৩।

জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ও তদঙ্গেতে ব্রহ্মকেই অনুস্যূত দেখেন,—যদ্দারা ঘৃতাদি অগ্নিতে অর্পণ করা যায়, সেই শ্রুবাদি পাত্র ব্রহ্ম; ঘৃতাদি যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে হবন করা যায়, সেই অগ্নিও ব্রহ্ম; তাহাতে যিনি হোম করেন, সেই কর্ত্তাও ব্রহ্ম; ব্রহ্মই হবন করিয়া থাকেন, অতএব এতাদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মেতে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা তাঁহার প্রাপ্যফল ব্রহ্মই, অন্য কিছুই নহে। ২৪।

কর্ম্ম-যোগীরা, যাহাতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার যজন করিতে হয়, এতাদৃশ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগীরা কর্ম্মে ব্রহ্ম অনুস্যূত বোধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মযজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। ২৫।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে হবন করেন। গৃহস্থেরা শব্দাদি বিষয় সকলকে তত্তৎ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা, শ্রোত্রত্বক প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে শ্রবণস্পর্শনাদি, বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

কর্ম্ম যে বচন গ্রহণাদি ও প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুসকলের কর্ম্ম যে প্রশ্বাসাদি, তাহাদিগকে জ্ঞানপ্রজ্বলিত যে আত্মসংযম—আত্মাতে ধ্যানের একাগ্রতা—যোগরূপ অগ্নি তাহাতে হবন করেন, অর্থাৎ শোষ ব্রহ্মকে সম্যক জানিয়া তাঁহাতে মনঃসংযম করিয়া সমস্ত কর্ম্ম উপরত করিয়া থাকেন। ২৬। ২৭।

কোন কোন প্রযত্নশীল তীব্রব্রতধারী মনুষ্যেরা দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; কোন কোন যত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মনুষ্যেরা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা-রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন তীব্রব্রত মনুষ্যেরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা সমাধিরূপ যজ্ঞ করেন; কোন কোন প্রযত্নশীল তীব্রব্রত মানবেরা বেদাধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন প্রযত্নশীল কঠোরব্রত মনুষ্যেরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ২৮।

কেহ কেহ বা প্রাণবায়ুতে হবন করিয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করেন, অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হবন করিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করেন, এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ প্রভৃতি বায়ু বিশেষেতে প্রাণ প্রভৃতি বায়ু বিশেষকেই হবন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রাণ অপান আদির মধ্যে যে বায়ুকে নিরুদ্ধ করেন, অন্য বায়ু তাহাতে লীনপ্রায় হইয়া থাকে। ২৯।

তাঁহারা সকলেই যজ্ঞবেত্তা, তাঁহাদিগের উক্ত প্রকার সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে, তাঁহারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া যজ্ঞশেষে অমৃতরূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এতাদৃশ জ্ঞানীরা জ্ঞানদ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ৩০।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

হে কুরুসত্তম! যিনি এই সমস্ত যজ্ঞের কোন এক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার পক্ষে এই অল্প সুখাবশিষ্ট মনুষ্যলোকই থাকে না, অন্য বহু সুখজনক স্বর্গলোকের বিষয় কি! এইরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞ যে, সাক্ষাৎ বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বাচিক মানসিক ও কায়িক কর্ম্মজনিত বলিয়াই জানিবে, আত্মার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই; এইরূপ জানিলে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে। ৩১। ৩২।

হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় বেদাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ হয়, কেন না ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩।

তুমি সম্যগ্দর্শী জ্ঞানী আচার্য্যদিগের সমীপে গমনপূর্ব্বক ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানলাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তিশ্রদ্ধাদিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন। ৩৪।

হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে, অনন্তর, পরমাত্মস্বরূপ যে আমি আমাতে আপনাকে অভেদরূপে দেখিতে পাইবে। ৩৫।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

তুমি যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞান-পোত দ্বারাই সেই পাপসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬।

অর্জ্জুন! যে প্রকার জলন্ত অগ্নি কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে। ৩৭।

ইহ সংসারে আত্মজ্ঞানসদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মজ্ঞান কর্ম্ম, যোগ ও সমাধি যোগে সংসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে অনায়াসে আপনাতেই লাভ করিয়া থাকে। ৩৮।

সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ তদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করেন; জ্ঞান-লাভ করিয়া অচিরকালে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৩৯।

অনাত্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, ইহারা সকলেই বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহলোক, না পরলোক; না সুখ; কিছুই থাকে না। ৪০।

হে ধনঞ্জয়! যাঁহার কর্ম্মসকল পরমেশ্বরের আরাধনরূপ যোগদ্বারা পরমেশ্বরেতে সমর্পিত হয়, তাঁহাকে সেই কর্ম্মসকল ফলদ্বারা আবদ্ধ করে না, এবং যাঁহার আত্মবোধ দ্বারা দেহাদি বিষয়ক অভিমান ছিন্ন হয়, সেই প্রমাদরহিত পুরুষকে স্বাভাবিক কর্ম্মসকল বদ্ধ করে না। ৪১।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

জ্ঞানযোগঃ।

অতএব হে ভারত! তুমি আপনার অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ শোকাদিজনক এই সংসারকে দেহাত্ম বিবেকজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর, উত্থান কর। ৪২।



পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতেও কহিতেছ আবার অনুষ্ঠান করিতেও কহিতেছ, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয় একটি যাহা হয়, তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল। ১।

ভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মের পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষসাধন, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মের পরিত্যাগ অপেক্ষা অনুষ্ঠান বিশিষ্ট হয়। ২।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বা াঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

হে মহাবাহো। যিনি দুঃখ, সুখ ও তৎসাধনে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনি পরমেশ্বরপ্রীতিনিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলেও তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যে হেতু নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্মজন্য চিত্তশুদ্ধির দ্বারা অনায়াসেই সংসার ইহতে মুক্ত হইতে পারেন। ৩।

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কর্ম্মন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইয়ের পৃথক ফল বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলে না, যে হেতু ঐ উভয়ের মধ্যে একের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও উভয়ের যে একই মোক্ষফল তাহাই থাকে। ৪।

জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে সাক্ষাৎ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন, স্বার্থফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও জ্ঞান দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়কে এক ফলজনক বলিয়া যিনি একই দেখেন, তিনি যথার্থদর্শী হন। ৫।

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে যে সন্ন্যাস, তাহা দুঃখের নিমিত্তই হয়, যে হেতু নিষ্কাম কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই পরন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া অচিরকালেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। ৬।

তিনি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন করিয়া আত্মাকে

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ বোধ করেন, স্বভাবিক বা লোকসংগ্রহার্থে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না । ৭ ।

ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, কথন, মলমূত্রাদিপরিত্যাগ, কোন বস্তু গ্রহণ, উন্মীলন, এইসকল কর্ম্ম করিয়াও, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার বোধে 'আমি কিছুই করি না', এইরূপ নিশ্চয় করেন । ৮ । ৯ ।

যিনি তত্ত্বজ্ঞ না হন এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, এমত ব্যক্তি যদি ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর কর্ম্ম করণের ন্যায় কর্ম্মফল পরমেশ্বরেতে সমর্পণ করতঃ কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, কর্ম্মে লিপ্ত হন না । ১০ ।

কর্ম্মযোগীরা চিত্তশুদ্ধিনিমিত্ত ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কায়দ্বারা স্নানাদি, মনদ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি এবং কর্ম্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন । ১১ ।

পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মোক্ষলাভ হয়, আর পরমেশ্বর বহির্ম্মুখ হইয়া কামনাদ্বারা প্রবৃত্তিহেতু কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, সুতরাং সংসারবন্ধে বদ্ধ হইতে হয় । ১২ ।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্॥ ১৩॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

শুদ্ধচিত্ত দেহী না স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন, না অন্যকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তিনি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত দেহে অবস্থিতি মাত্র করেন। ১৩।

প্রভু ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফলসংযোগ সৃষ্টি করেন না, জীবের অবিদ্যা প্রকৃতিই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৪।

পরিপূর্ণ আপ্তকাম ঈশ্বর কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না, ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান এইরূপ জ্ঞান, 'ঈশ্বরের নিগ্রহরূপ দণ্ডই তাহার অনুগ্রহ' এইরূপ অজ্ঞানে আবৃত হয়, তদ্দ্বারা জীবসকল ঈশ্বরের প্রতি বৈষম্য জ্ঞান করিয়া থাকে। ১৫।

যাঁহাদিগের ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা সেই বৈষম্যবোধক অজ্ঞান বিনাশিত হয় তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান, যে প্রকার আদিত্য বস্তুজাতকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৬।

যাঁহাদিগের ঈশ্বর বিষয়েই বুদ্ধি, প্রযত্ন ও নিষ্ঠা এবং তাঁহাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান, তাঁহাদিগের তৎপ্রসাদে লব্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারকারণ দোষ সকল নিধূত হইয়া যায়, তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন। ১৭।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥
যে হিং সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

সেই জ্ঞানীরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, এবং গো, হস্তী ও কুক্কুরের সমদর্শী হইয়া থাকেন। ১৮।

যাঁহাদিগের মন সমভাবে স্থিত হয়, তাঁহারা ইহ জীবনেই সংসারকে পরাজিত করেন, যে হেতু ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন নির্দ্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী জ্ঞানীরা ব্রহ্মভাবাপন্নই হইয়া থাকেন। ১৯।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মতেই অবস্থিত হন, তিনি কোন প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট বা কোন অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না, যে হেতু তাঁহার মোহ নিবৃত্ত হওয়াতে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ; কারণ তিনি বাহ্য বিষয়ে অনাশক্তচিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণে যে উপশমাত্মক সাত্বিক সুখ তাহাই লাভ করেন, সমাধি দ্বারা তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকেন। ২০। ২১।

হে কুন্তিসুত! বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ, তাহা দুঃখেরই কারণ হয় এবং তাহার আদি ও অন্ত আছে, এ জন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকল সুখে রত হন না। ২২।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

যিনি যাবজ্জীবনকাল কাম ক্রোধোৎপন্ন বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন সেই সমাহিত ব্যক্তিই সুখী। ২৩।

অন্তরেই যাঁহার সুখ, অন্তরেই যাঁহার ক্রীড়া এবং অন্তরেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মতে লয়প্রাপ্ত হন ২৪

যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত, সংশয়ছিন্ন, এবং পাপাদিদোষক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সর্ব্বভূতহিতকারী সম্যগ্দর্শী পুরুষ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। ২৫।

কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত সন্ন্যাসবিশিষ্ট সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিত ও মরণোত্তর, উভয় কালেই মোক্ষ বর্ত্তমান। ২৬।

যিনি সন্ন্যাসবিশিষ্ট ও মোক্ষপরায়ণ হইয়া ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধিকে সংযমপূর্ব্বক রূপরসাদি বাহ্য বিষয় সকলকে বহিঃস্থ করিয়া অর্থাৎ তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুকে ভ্রূমধ্যস্থ অর্থাৎ অর্দ্ধ নিমীলন দ্বারা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মসংন্যাসযোগঃ।

বং প্রাণ ও অপান বায়ুকে, যে প্রকারে ঐ বায়ুদ্বয় নাসিকার অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, অর্থাৎ মন্দ মন্দ উচ্ছ্বাস নিশ্বাস দ্বারা সমভাবাপন্ন হয়, এরূপ করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২৭ ২৮।

যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের নিরপেক্ষ উপকারী যে আমি, আমাকে জানিলে মোক্ষলাভ হয়। ২৯।



ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪॥

ভগবান্ কহিলেন, পাণ্ডব! যিনি কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, অথচ তাঁহাকে অগ্নিসাধ্য ইষ্ট কর্ম্মের ও অনগ্নিসাধ্য আরামাদি ক্রিয়ার পরিত্যাগী বলা যায় না। ১।

শ্রুতিস্মৃতিবিদ্ ব্যক্তিরা কর্ম্মফলত্যাগরূপ যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসকেই কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ যোগ বলিয়া জানিবে, যেহেতু কর্ম্মনিষ্ঠই হউন, বা জ্ঞাননিষ্ঠই হউন, যিনি ফলসংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, এমত কোন ব্যক্তি যোগী হইতে পারেন না। ২।

জ্ঞানযোগে আরোহণকরণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই তদারোহণ কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্যক্তি জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইলে সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩।

যখন পুরুষ আসক্তির মূলীভূত সমুদায় বিষয়বিভোগ ও কর্ম্মবিষয়ক সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও তৎসাধন কর্ম্মে আসক্তি না করেন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। ৪।

উদ্ধরেদাত্মনাঽত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
বন্ধুরাত্মাঽত্মন স্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু, অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধৃত করিবে, অবসন্ন করিবে না। ৫।

যে আত্মা কর্ত্তৃক আত্মা বশীকৃত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বশতাপন্ন হইয়াছে, তথাবিধ আত্মার আত্মাই বন্ধু, আর যে আত্মার ইন্দ্রিয়সকল বশতাপন্ন হয় নাই, সে আত্মার আত্মাই শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়। ৬।

যিনি আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বশতাপন্ন করিয়াছেন সেই প্রশান্তচিত্ত রাগাদিরহিত ব্যক্তির হৃদয়ে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান সত্ত্বেও পরমাত্মা অবস্থিত হয়েন। ৭।

শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান ও শাস্ত্রত জ্ঞান পদার্থের স্ববুদ্ধি দ্বারা অনুভব, এই উভয়রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং তাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান হইয়া থাকে; ঈদৃশ যোগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়। ৮।

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচার ও দুরাচার এই সকল ব্যক্তিতে যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হন। ৯।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্তো আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।

যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর একান্তে স্থিত, সঙ্গশূন্য। সংযতচিত্ত, সংযতদেহ নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া মনঃ সমাধান করিবেন। ১০।

পবিত্রস্থানে অতি উচ্ছ্রিত ও অতি নিম্ন না হয়, এরূপ করিয়া কুশোপরি অজিন ও তদুপরি বস্ত্র আস্তরণ পূর্ব্বক অচঞ্চল আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে উপবেশন করতঃ মনের একাগ্রতাসহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযতকরণ পূর্ব্বক মনের বিশুদ্ধিনিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবে। ১১। ১২।

দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাকে অবক্র অচলভাবে ধারণ করতঃ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন ও মনকে তাহার বৃত্তিসকল হইতে উপসংহৃত করিয়া দৃঢ়প্রযত্নসহকারে প্রশান্তচিত্ত, বীতভয়, ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত ও অহংপরায়ণ হওতঃ সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবেন। ১৩। ১৪।

যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত প্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

করিলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সাধনভূত, মৎস্বরূপে অবস্থিতিস্বরূপ শান্তিপ্রাপ্ত হন। ১৫।

অর্জ্জুন! যিনি অধিক ভোজন করেন, কিম্বা যিনি কিছুমাত্র ভোজন না করেন এবং যিনি অতিশয় নিদ্রাশীল, কিম্বা যিনি অতিশয় জাগরণশীল হন, ইহাদিগের মধ্যে কাহারও যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। ১৬।

যিনি আহার, গতি, কার্য্যচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে করেন তাঁহার সংসারক্ষয়কর যোগসিদ্ধ হয়। যখন সাধকের চিত্ত বাহ্য চিন্তা হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন সেই সর্ব্বকামনিস্পৃহ সাধক, যোগী বলিয়া কথিত হয়। ১৭। ১৮।

চিত্তপ্রচারদর্শী যোগজ্ঞ ব্যক্তিরা যোগী ব্যক্তির চিত্তের দৃষ্টান্ত এইরূপ কহিয়াছেন যে, যে প্রকার বায়ুশূন্য স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে, সেই প্রকার আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত অকম্পিত হইয়া থাকে। ১৯।

যে অবস্থায় জ্ঞানীর চিত্ত যোগানুষ্ঠানদ্বারা কোন বিষয়ে প্রচারিত না

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোনির্বিন্নচেতসা ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

হইয়া উপরত অবস্থায় জ্ঞানিব্যক্তি সমাধিস্থ হয়, যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বতোজ্যোতিস্বরূপ পরচৈতন্য আত্মাকে উপলব্ধি করতঃ স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধের অতীত কেবল আত্মাকার বুদ্ধিরই গ্রাহ্য যে নিত্য সুখ, তাহা অনুভব করেন, তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, যে হেতু তিনি সেই নিরতিশয় সুখ আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইলে শীতোষ্ণাদি মহৎ দুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না এবং বৈষয়িক সুখদুঃখের সংস্পর্শ দ্বারা যে অবস্থার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থা বিশেষের নাম যোগ বলিয়া জানিবে। ২০। ২১। ২২। ২৩।

সংকল্পজনিত কামনা ও সমুদায় কাম্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়দোষদর্শী মন দ্বারা সংযত করত এবং যদিই শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি ক্লেশকর বলিয়া প্রযত্নশৈথিল্য না করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত নিশ্চয় দ্বারা উক্ত যোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ২৪।

ধারণাবলী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অভ্যাস ক্রমে উপরত হইবে, কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না, অর্থাৎ আপনিই প্রকাশমান পরমানন্দ নিবৃত্ত হইয়া আত্মধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ২৫।

মনকে ধারণা করিলেও মন স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশতঃ অস্থির হইয়া যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই স্থিরীভূত করিবে। ২৬।

এইরূপ করিলে তাঁহার রজগুণ ক্ষয়, মন শান্ত ও সংসারজনক দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ যোগীর নিকট নিরতিশয় সুখ স্বয়ংই আসিয়া উপনীত হয়। ২৭।

এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিলে সেই বীতপাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সর্ব্বোত্তম সুখভোগ করেন। ২৮।

সেই যোগসমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করেন। ২৯।

সমুদায়ের আত্মাস্বরূপ যে আমি, আমাকে যিনি সর্ব্বত্র দর্শন করেন, এবং

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

সমুদায় বস্তুকে আমাতেই দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। ৩০।

যে একত্বাবলম্বী যোগী আমাকে সর্ব্বতে স্থিত বলিয়া ভজনা করেন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন। ৩১।

অর্জ্জুন! যিনি সুখদুঃখকে সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মতুল্য সমান দেখেন, সেই ব্যক্তিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! লয় বিক্ষেপশূন্য মন দ্বারা আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে এই যোগ তুমি কহিলে, মনের চাঞ্চল্যহেতু সেই যোগের দীর্ঘকাল স্থিতির সম্ভাবনা আমি করিতে পারিতেছি না। ৩৩।

কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃই চঞ্চল দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বিচার দ্বারা অজেয় এবং বিষয়বাসনানুবন্ধহেতু দুর্ভেদ্য; অতএব যে প্রকার আকাশে দোধুয়মান বায়ুকে কুম্ভাদিতে নিরোধ করা অতি দুষ্কর, সেই প্রকার মনকে নিগ্রহ করা অতি দুষ্কর বোধ করিতেছি। ৩৪।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি যে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

করা দুঃসাধ্য বলিতেছ তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু, অভ্যাস ও বিষয়তৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়। ৩৫।

যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশবর্ত্তী হইয়াছে, সেই প্রযত্নশীল পুরুষ উক্ত প্রকার উপায়ে এই যোগলাভ করিতে পারেন। ৩৬।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যিনি প্রথমতঃ শ্রদ্ধাবশতঃ যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাসশৈথিল্যহেতু চিত্ত বিচলিত হওয়াতে যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারেন, তাঁহার কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? ।৩৭।

হে মহাবাহো! ঈশ্বরের প্রতি কর্ম্মফল অর্পণ কিংবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্ত না হন, এবং যোগ সিদ্ধ না হওয়াতে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়পথে বিমূঢ় হইয়া মোক্ষলাভ করিতে না পারেন এতাদৃশ উভয়ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন কি না? । ৩৮।

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় অশেষরূপে অপনয়ন করিতে তুমিই যোগ্য তোমা ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয়ের অপনয়নকারী নাই। ৩৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে তাত পার্থ! তাঁহার ইহলোকে পাতিত্য বা পরলোকে নরকপ্রাপ্তি হয় না; যে হেতু কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ৪০।

সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোক গমন পূর্ব্বক তথায় বহু সংবৎসর বাস করিয়া পরে সদাচার ধনীদিগের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করেন। ৪১।

যদি চিরাভ্যস্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন; এতাদৃশ কুলে জন্মগ্রহণ, লোকমধ্যে দুর্লভতর। ৪২।

হে কুরুনন্দন! সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, সদাচার ধনীর গৃহে বা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেহজনিত ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, পরে মোক্ষলাভে অধিকরূপে প্রযত্নবান্ হন। ৪৩।

সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্নবশতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্বদেহকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে পরাবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। ৪৪।

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬ ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৭ ॥

অভ্যাসযোগঃ।

যিনি যোগে প্রবৃত্তমাত্র হইয়াও যদি পাপবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন, তথাপি তিনি মুক্ত হন ; অতএব যে যোগী উত্তরোত্তর অধিকরূপে যত্নবান্ হইয়া অনুষ্ঠিত যোগদ্বারা বিধূতোপাপ হন তিনি যে জন্মজন্মান্তরের উপচিত যোগ দ্বারা সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?। ৪৫।

হে অর্জ্জুন ! আমার মতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞানী ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকরী ব্যক্তি হইতেও যোগী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমি যোগী হও। ৪৬।

যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গত অন্তঃকরণ দ্বারা আমাকে ভজনা করেন আমার মতে তিনি সমুদায় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৪৭।



সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি আসক্তচিত্ত ও আমারই শরণাপন্ন হইয়া মনঃসমাধান করতঃ বিভূতি, বল, শক্তি, ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন যে আমি, আমাকে যে প্রকারে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১।

আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান স্বকীয় অনুভব অশেষরূপে বলিতেছি, ইহ সংসারে যাহা জানিলে অন্য আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ২।

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ন করেন, সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ, পরমাত্মা যে আমি, আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন। ৩।

আমার প্রকৃতি—মায়া—জড়রূপ শক্তি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছে। ৪।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়িসর্ব্বমিদং প্রোতংসূত্রে মণিগণাইব॥ ৭ ॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮ ॥
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯ ॥

এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট, যেহেতু ইহা সংসার-বন্ধনস্বরূপ। হে মহাবাহো! ইহা ব্যতীত জীবস্বরূপ আমার অপর প্রকৃতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে, সেই চৈতন্যরূপ প্রকৃতি কর্তৃকই স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ সংসার চলিতেছে। ৫।

এই দুই প্রকৃতিকে স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের কারণ বোধ কর। জড় প্রকৃতি, দেহরূপে পরিণত হয় এবং চেতন প্রকৃতি, মদীয় অংশে সম্ভূত ও ভোক্তারূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে ধারণ করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়। এই দুইটি প্রকৃতি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমিই সমস্ত জগতের পরম কারণ ও সংহারক; সুতরাং আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিসংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর অন্য কিছুই নাই। যে প্রকার সূত্রে মণিনিচয় গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ৬। ৭।

হে কুন্তীপুত্র। আমি জলমধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, আমি সর্ব্ববেদের প্রণব, আমি আকাশ মধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্বভূতের জীবন, এবং আমি তপস্বীর তপস্যা; হে পার্থ! তুমি আমাকে সমুদায় ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বোধ কর।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

হে ভরতকুলপাবন! আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি আমি তপস্বীসকলের তেজ, আমি বলবানদিগের কামরাগবর্জ্জিত বল অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য এবং প্রাণীদিগের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাও আমি। ৮। ৯। ১০। ১১।

যে সকল শমদমাদি সাত্ত্বিক, হর্ষদর্পাদি রাজসিক ও শোকমোহাদি তামসিক ভাব প্রাণীদিগের স্বকর্ম্মবশতঃ হইয়া থাকে, সে সমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে অর্থাৎ সে সকল আমারই প্রকৃতির কার্য্য। পরন্তু জীবের ন্যায় আমি তাহাদিগের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে। ১২। ১৩।

পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত হইয়া থাকে, এই হেতু আমাকে জানিতে পারে না। যে হেতু আমি ঐ ত্রিবিধ গুণের অস্পৃষ্ট ও উহাদিগের নিয়ন্তা, সুতরাং আমার কোন বিকার সম্ভাবনা নাই। ১৪।১৫।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ১৯॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০॥

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন। আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসাধন অর্থের অভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী, এই চতুর্বিধ ব্যক্তি যদি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হন, তবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। ১৬।

উক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ও মদেকভক্ত হইয়া থাকেন এবং আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন, অতএব তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৭।

ঐ চতুর্বিধ ব্যক্তি মহৎ কিন্তু তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আত্মস্বরূপ, যে হেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া যাহার পর নাই, উত্তম গতি যে আমি, আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১৮।

অনেক জন্মের পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত চরাচর জগৎই একমাত্র বাসুদেব, এইরূপ সর্ব্বাত্মদৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, এতাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ। ১৯।

যাঁহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রুজয়াদি কামনাদ্বারা হতবিবেক ও স্বকীয় প্রকৃতির বশংবদ হইয়া আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে সেই সেই দেবতার আরাধনা-প্রকরণোক্ত উপবাসাদি নিয়ম স্বীকার করিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত, যে যে দেবতা রূপ মদীয় মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সেই

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥

ভক্তদিগের সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামী আমি দৃঢ় করিয়া দিই। ২০। ২১।

তিনি সেই দৃঢ় শ্রদ্ধা বশতঃ সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সেই আরাধিত দেবমূর্ত্তি হইতে মদ্বিহিত কাম্যবিষয় সকল লাভ করেন। ২২।

সেই অল্পবুদ্ধি—পরিচ্ছিন্নদর্শীদিগকে আমি সেই ফলপ্রদান করিলেও তাহা অন্তবৎ হইয়া থাকে, দেবযাজকেরা অন্তবৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং মদ্ভক্তেরা, অনাদ্যনন্ত পরমানন্দ যে আমি, আমাকে লাভ করেন। ২৩।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা, অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত যে আমি আমাকে মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মাদিভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে, যে হেতু তাহারা আমার যাহার পর নাই উত্তমস্বরূপ নিত্যভাব জানে না। ২৪।

আমি লোক সকলের নিকট প্রকাশ হই না, যে হেতু আমি যোগ মায়াদ্বারা অর্থাৎ গুণত্রয়ের যোগস্বরূপ মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব এই সমস্ত লোক মদীয় স্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া অজ ও অব্যয়রূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারে না। ২৫।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥
যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ।

হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর জঙ্গম সমুদায় আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। ২৬।

হে পরন্তপ ভারত! দেহ উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বন্দ্বমোহ অর্থাৎ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত মোহ—বিবেকভ্রংশ, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী, এইরূপে গাঢ়তর অভিনিবেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাকে ভজনা করে না। ২৭।

যে সকল পুণ্যকর্ম্মী জনের প্রতিবন্ধক পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সেই দ্বন্দ্বমোহ বিমুক্ত ব্যক্তিরাই দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ২৮।

যাঁহারা জরামরণ হইতে বিমুক্তিনিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে সমাহিতচিত্ত হইয়া যত্নপরায়ণ হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্ম ও নিখিল কর্ম্মও জ্ঞাত হইয়া থাকেন। ২৯।

যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানিতে পারেন, মৎপ্রতি আসক্তচিত্ত সেই মহাত্মারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ তৎকালেও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না। ৩০।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব যাহা তুমি কহিলে, সে সকল কি প্রকার এবং অধিযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মের প্রয়োজক ও ফলদাতাই বা কে? কি প্রকারেই বা তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন? হে মধুসূদন! নিয়তচিত্ত পুরুষেরাই বা অন্তকালে কি প্রকারে তোমাকে জ্ঞানগোচর করেন?। ১। ২।

ভগবান কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্মের যে জীবভাব, যাহা দেহকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। জরায়ুজাদি প্রাণিজাতের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে দেবোদ্দেশক দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞাদি, তাহার নাম কর্ম্ম। ৩।

হে দেহধারিশ্রেষ্ঠ! নশ্বর যে দেহাদি পদার্থ, যাহা প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া হয়, তাহাকে অধিভূত বলা যায়। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়জাতের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বদেবতার অধিপতি, হিরণ্যগর্ভ নামে পুরুষ অর্থাৎ দেহস্বরূপ

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

পুরে শয়নকারী, তিনি অধিদৈবত শব্দের বাচ্য। আর এই দেহে আমি যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাহার ফলদাতারূপে বর্ত্তমান থাকি, এই হেতু আমাকেও অধিযজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ৪।

এইরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর যে আমি, আমাকে যিনি অন্তকালে স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণ পথে গমন করেন, তিনি মদীয় স্বরূপ লাভ করেন, তাহাতে সংশয় নাই। ৫।

হে কুন্তীসুত! যিনি অন্তকালে দেবতান্তর বা অপর যে যে ভাব স্মরণ করতঃ কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে ভাবিত হওয়াতে সেই সেই ভাবকে প্রাপ্ত হন। ৬।

যে হেতু পূর্ব্ববাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় এবং তৎকালে বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না, সেই হেতু তুমি আমাকে সর্ব্বদা অনুচিন্তন কর; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সর্ব্বদা স্মরণ সজ্ঘটন হয় না; এজন্য চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদিরও অনুষ্ঠান কর, এইরূপে আমার প্রতি চিত্ত ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৭।

হে পার্থ! যিনি অভ্যাসরূপ উপায়যুক্ত ও বিষয়ান্তরে আগমনশীল চিত্তদ্বারা সেই দ্যোতনাত্মক পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অনুচিন্তন করেন, তিনি তাঁহাকেই লাভ করেন। ৮।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, জগতের নিয়ন্তা, আকাশ ও কালপ্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের ধাতা, মলিন মন ও বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বরূপপ্রকাশক এবং অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারের অতীত; এবম্ভূত পরমেশ্বরকে যিনি অন্তকালে ভক্তিযুক্ত ও প্রমাদশূন্য হইয়া যোগবলে অর্থাৎ সমাধিজনিত সংস্কার সমুৎপন্ন চিত্তস্থৈর্য্যবলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ু সংস্থাপন করতঃ বিক্ষেপ রহিত মনদ্বারা অনুস্মরণ করেন, তিনি দ্যোতনাত্মক সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯। ১০।

বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে অক্ষয় বলেন; বিগতরাগ, যত্নবন্ত ব্যক্তিরা যাঁহাতে অভিনিবেশ করেন এবং অনেকে যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তৎপ্রাপ্তির উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ১১।

চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সংযত, হৃদয়েতে মনকে নিরুদ্ধ ও আপনার

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭॥

প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে স্থাপনা করিয়া যোগধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধানস্বরূপ ওঁ এই একটি অক্ষর উচ্চারণ এবং তাহার বাচ্য যে আমি আমাকে অনুস্মরণ করতঃ যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি প্রকৃষ্ট গতি লাভ করেন। ১২। ১৩।

হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত-যোগী ব্যক্তির সুলভ হই। ১৪।

সেই মহাত্মরা আমাকে পাইয়া দুঃখালয় অনিত্যজন্ম আর প্রাপ্ত হন না, যে হেতু তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। ১৫।

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোকবাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকেরই বিনাশ আছে, সকলকেই জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু হে কুন্তিনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৬।

মনুষ্যলোকদিগের এক বৎসরে দেবলোকদিগের এক অহোরাত্র হয়; তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়; তাদৃশ দ্বাদশসহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়; তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এইরূপ অহোরাত্রদ্বারা পক্ষ-

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

মাসাদি গণনাক্রমে যে বৎসর হয়, তাদৃশ এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। প্রসিদ্ধ অহোরাত্রিবৎ ব্যক্তিরা তথাবিধ সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক দিন ও ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক রাত্রি বলিয়া জানেন, তাদৃশ দিনের আগমনে চরাচর ভূতসকল কারণাত্মক অব্যক্ত হইতে প্রাদুর্ভূত এবং তাদৃশ রাত্রির আগমনে চরাচর ভূতসকল সেই কারণাত্মক অব্যক্তেতেই লীন হইয়া থাকে। ১৭। ১৮।

হে পার্থ! চরাচরভূত সমূহ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদিবসের আগমে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মরাত্রির আগমে কারণরূপ অব্যক্তেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই পুনর্ব্বার উক্ত দিবসের আগমে প্রাক্তন কর্ম্মের বশংবদ হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১৯।

সমস্ত চরাচরের কারণভূত যে অব্যক্ত, সেই অব্যক্তের কারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর অনাদি ভাব, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না। ২০।

সেই অব্যক্তই অক্ষর অর্থাৎ উৎপত্তিনাশশূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম গম্যস্থান পুরুষার্থ কহিয়াছেন, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধামই আমার স্বরূপ। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! যাঁহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে এবং যিনি এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তিদ্বারা লভ্য হইয়া থাকি। ২২।

হে ভারতকুলবর! উপাসকেরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে গমন করিয়া সংসারে আবৃত্ত না হন এবং কর্ম্মীরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে প্রযাণ করিয়া সংসারে আবৃত্ত হন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৩।

যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা অর্চ্চিরভিমানী, দিবসাভিমানী, শুক্লপক্ষাভিমানী ও ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণাভিমানী দেবতার পথে প্রযাণ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ২৪।

আর যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা ধূমাভিমানী, রাত্র্যভিমানী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানী, ষণ্মাসরূপ দক্ষিণায়ণাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া চান্দ্রমসজ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করণান্তে পুনর্ব্বার সংসারে আবৃত্ত হন। ২৫।

জগতের অনাদি কালাবধিই জ্ঞানী কর্ম্মী ভেদে এই শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয়বিধ

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ।

গতি হইয়া আসিতেছে। এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে শুক্লা গতিদ্বারা সংসার অনাবৃত্তি আর কৃষ্ণাগতিদ্বারা পুনরায় সংসারে আবৃত্তিলাভ করিয়া থাকে। ২৬।

হে পার্থ! এই উভয়বিধ পথ জানিতে পারিয়া কোন যোগীই মুগ্ধ হন না, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল কামনা না করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হন, অতএব তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও। ২৭।

অর্জ্জুন। এই অধ্যায়োক্ত প্রশ্ননির্ণয়ার্থ জ্ঞাত হইলে, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরীরশোষণাদি তপস্যা ও দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায় ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে অখিল মূলীভূত বিষ্ণুপদ, তাহা লাভ হয়। ২৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পুনঃ পুনঃ স্বীয় মহাত্মা উপদেশ করিতেছি, কিন্তু আমি পরম কারুণিক বলিয়া সে জন্য আমার প্রতি তোমার দোষদৃষ্টি নাই, এই হেতু পুনর্ব্বার তোমাকে উপাসনা সহিত এই গুহ্যতম ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলিব, তাহা জানিয়া তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ১।

উক্ত জ্ঞান, বিদ্যার রাজা অত্যন্ত পবিত্র, জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ গম্য, ধর্ম্ম, গোপনীয় যত বিদ্যা আছে তদপেক্ষা অতি রহস্য, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফল জনক। ২।

হে শত্রুতাপন! যে পুরুষেরা এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারবর্ত্মেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩।

অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি, সমস্ত জগৎও আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আকাশের ন্যায় আমি নির্লিপ্ত থাকায় ইহারা আমাতে বিদ্যমান থাকে না। ৪।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

আরও আশ্চয্য দেখ, আমি এই সকল চরাচর ধারণ ও পালন করিয়া থাকি, অথচ আমার স্বরূপ এই সকলেতে থাকে না, অর্থাৎ যে প্রকার জীব, দেহকে ধারণ ও পালন করতঃ অহঙ্কারবশতঃ তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ আমি ভূতসকলকে ধারণ ও পালন করিতে থাকিয়াও ঐ ভূত সকলেতে সংশ্লিষ্ট থাকি না, কেননা আমি নিরহঙ্কার। ৫।

যে প্রকার মহান্ ও সর্ব্বগ বায়ু সর্ব্বদা আকাশস্থ হইয়াও আকাশে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই প্রকার সমস্ত চরাচর আমাতে অবস্থিত অথচ আমাতে অসংশ্লিষ্ট জানিবে। ৬।

কুন্তীপুত্র! সমস্ত চরাচর কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে মদীয় ত্রিগুণাত্মক মায়াতে লীন হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কল্পের আদিতে সৃষ্টিকালে সেই সমুদায় চরাচর আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৭।

আমি প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া এই সকল চতুর্ব্বিধ অস্বতন্ত্র ভূতগ্রামকে তাহাদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৮।

ধনঞ্জয়! সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩ ॥

যে হেতু আমি সেই সকল কর্ম্মেতে আসক্তিরহিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকি। ৯।

অধিকারভাবাপন্ন জ্ঞানস্বরূপ যে আমি, আমার অধিষ্ঠানদ্বারা আমার ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যারূপ প্রকৃতি সচরাচর জগৎ উৎপন্ন করে। হে কৌন্তেয়। আমার অধিষ্ঠান মাত্র হেতুতেই সমস্ত জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০।

যাহারা আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপ পরমতত্ত্ব জানে না, সে মূঢ় জনেরা আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ হইলেও ভক্তদিগের ইচ্ছাধীন মানবদেহধারী যে আমি, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ১১।

তাহারা আমা ব্যতীত দেবতান্তর শীঘ্র ফলপ্রদ বলিয়া আশা করে, কিন্তু তাহাদিগের সে আশা ব্যর্থ হয়, যে হেতু তাহারা আমার প্রতি বিমুখ হওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্ম সকল ফলজনক হয় না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওযাতে তাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কেন না তাহারা হিংসাদি প্রচুরা তামসী, কামদর্পাদি বহুলা রাজসী ও বুদ্ধিভ্রংশকারী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমাকে অবজ্ঞা করে। ১২।

হে পার্থ! যাঁহাদিগের চিত্ত কামাদিতে অভিভূত না হয়, তাঁহারা শম দম দয়া শ্রদ্ধাদি লক্ষণা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ও অনন্যমনা হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য জানিয়া ভজনা করেন। ১৩।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সামযজুরেব চ॥ ১৭॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮॥

তাঁহারা সর্ব্বদা দৃঢ়নিয়ম, অবহিত ও যত্নবন্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন ও প্রণাম করতঃ উপাসনা করেন। ১৪।

অনেকে আমাকে, সকলই সেই এক মাত্র বিষ্ণু, এইরূপ সর্ব্বাত্মদর্শন জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা পূজা করতঃ উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ আমি দাস, এই পৃথক ভাবনা দ্বারা কেহ কেহ বা বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক যে আমি, আমাকে ব্রহ্মা, রুদ্র ইত্যাদি বহুধা ভাবনা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৫।

আমি শ্রুতবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতিবিহিত পঞ্চ যজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকনিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি যজমান পুরোদার যাজ্যাদি, আমি হোমাদি সাধন আজ্য, আমি আহবনীয় অগ্নি, আমি হোম স্বরূপ, আমি এই জগতের পিতা, মাতা ও পিতামহ, আমি কর্ম্মফলের বিধাতা, আমি জ্ঞেয়, পাবন ও ওঙ্কার, আমি ঋক, সাম ও যজুর্ব্বেদ, আমি প্রাণিগণের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকারী, স্রষ্টা সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও কারণ এবং অবিনাশী। ১৬। ১৭। ১৮।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

আমি আদিত্যরূপে নিদাঘকালে জগতে তাপ প্রদান করি, প্রাবৃট্ সময়ে বর্ষণ করি এবং কদাচিৎ বর্ষণ আকর্ষণও করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন। আমি অমরগণের অমৃত, আমি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যু, আমি দৃশ্য স্থূল বস্তু এবং আমিই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু, এইরূপে বহুধা ভাবনা দ্বারা আমাকে অনেকে উপাসনা করিয়া থাকে। ১৯।

বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্যক্তিরা আমারই রূপ যে ইন্দ্রাদি দেবতারূপে আমাকে বেদবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোম পান করতঃ তদ্দ্বারা বিধূতপাপ হইয়া স্বর্গতি প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্যফল সুরেন্দ্রলোক স্বর্গে গমনপূর্ব্বক তথায় দেবভোগ্য উত্তম ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। ২০।

তাহারা প্রার্থিত বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া তাহাদিগের কৃত পুণ্য কর্ম্ম-ফল ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার তথায় ভোগ-কাম ও বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যাতায়াত লাভ করিয়া থাকে। ২১।

আর যাহারা অনন্যকাম হইয়া আমাকে চিন্তাকরতঃ উপাসনা করে, সেই

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠদিগের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা আমিই নির্ব্বাহ করিয়া দিই। ২২

হে কুন্তীনন্দন! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা আমা ব্যতীত অন্য ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভক্তিপূর্ব্বক যজন করে, তাহাদিগেরও আমারই উপাসনা করা হয়, কিন্তু তাহারা মোক্ষপ্রাপক বিধি অনুসারে উপাসনা করে না; আমি যে, সমস্ত যজ্ঞের তত্তৎ দেবতারূপে ভোক্তা এবং সমুদায় যজ্ঞের ফলদাতা এরূপে আমাকে যথার্থরূপে তাহারা জানে না, এই নিমিত্তই সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। ২৩। ২৪।

দেবপূজকেরা দেবলোক, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিরা পিতৃলোক, বিনায়ক ও মাতৃগণ প্রভৃতি ভূতযাজকেরা ভূতলোক এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৫।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল বা জলমাত্র আমাকে প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিকরণক সমর্পিত সেই পত্রপুষ্পাদি আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। ২৬।

হে কুন্তীপুত্র! তুমি ভোজন, হবন, দান বা তপস্যা যে কিছু কর এবং

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥
সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

শাস্ত্রতঃ বা স্বভাবতঃ যে কোন কর্ম্ম কর, তৎসমস্তই যাহাতে আমাতে সমর্পিত হয় এরূপ কর। ২৭।

এরূপ করিলে তুমি কর্ম্মনিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে। তাহা হইলে আমার প্রতি কর্ম্মসমর্পনরূপ সন্ন্যাস যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ২৮।

সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমভাব, এই হেতু আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তবে যে, যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকি, ইহা কেবল মদ্বিষয়ক ভক্তিরই মাহাত্ম্য। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সাধু বলিয়া মন্তব্য, কেন না তাহার অধ্যবসায় উত্তম। ২৯। ৩০।

সুদুরাচার হইলেও আমাকে ভজনা করাতে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না, অপিচ কৃতার্থ হয়, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার। ৩১।

হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজ কুলে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা কেবল কৃষি-

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগঃ।

বাণিজ্যাদিতেই বিরত এবং যাহারা অধ্যয়নাদিরহিত স্ত্রীশূদ্রাদি, তাহারাও যখন আমার সেবা করিলে পরমগতি লাভ করিতে পারে তখন ভক্তিসম্পন্ন পুণ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিরা যে পরমগতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই সুখরহিত অনিত্য মর্ত্তলোকে আসিয়া আমাকে ভজনা কর। ৩২। ৩৩।

আমার প্রতি একচিত্ত হও, আমার উপাসক হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর; এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মনঃ সমর্পণ করিলে পরমানন্দরূপ যে আমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৪।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার বচন দ্বারা প্রীতিলাভ করিতেছ, তোমার হিতাভিলাষে আমি পুনর্ব্বার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১।

আমার আবির্ভাব দেবগণ ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যে হেতু আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তি ও বুদ্ধ্যাদিপ্রবৃত্তির কারণ; সুতরাং আমার অনুগ্রহব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে পারে না। ২।

যিনি আমাকে জন্মশূন্য, অনাদি ও লোকমহেশ্বর জানেন, তিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে মোহরহিত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। ৩।

বুদ্ধি—সারাসার বিবেক নৈপুণ্য, জ্ঞান—আত্মজ্ঞান, অসংমোহ—অব্যাকুলতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য—যথার্থভাষণ, দম—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

শম—অন্তঃকরণসংযম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, অনুদ্ভব, অভয়, অহিংসা—পরপীড়ানিবৃত্তি, সমতা—রাগদ্বেষাদিরাহিত্য, তুষ্টি—দৈবাধীন লাভে সন্তোষ, তপস্যা—ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শরীরপীড়ন, দান—ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদির পাত্রে অর্পণ, যশ—সৎকীর্ত্তি, অযশ—দুষ্কীর্ত্তি, এই সকল নানাবিধ ভাব প্রাণীদিগের আমা হইতেই হয়। ৪। ৫।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বতন সনক প্রভৃতি মহর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগণ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই এই লোক ও প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬।

যে ব্যক্তি আমার ভৃগু প্রভৃতি এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য যথার্থভাবে জানেন, তিনি নিসংশয় সম্যকদর্শী হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭।

আমিই সমস্ত জগদুৎপত্তির হেতু; আমা হইতেই বুদ্ধি, জ্ঞান ও অসংমোহ ইত্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ জানিয়া বিবেকী ব্যক্তিরা আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। ৮।

তাঁহারা মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পর ন্যায়োপেত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিয়া ও অন্যকে বোধগম্য করাইয়া মদীয় তত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করতঃ সন্তুষ্ট থাকেন ও নির্বৃত্তিলাভ করেন। ৯।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্য মাদিদেবমজংবিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

এইরূপ মদ্গতচিত্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগকে আমি, যে উপায়ে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। ১০।

তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ হেতুই আমি তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞান জনিত তম বিনাশ করিয়া থাকি। ১১।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই পরম পবিত্র, পরমাশ্রয়, পরম ব্রহ্ম, যে হেতু ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস, ইহারা তোমাকে নিত্যপুরুষ, দ্যোতনাত্মক, আদি দেব, জন্মরহিত ও ব্যাপক বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ। ১২। ১৩।

হে ভগবন্! যাহা আমাকে বলিতেছ, এই সমস্তই আমি সত্যজ্ঞান করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তোমার আবির্ভাব যে দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থে এবং দানবদিগের নিগ্রহার্থে, তাহা দেবতা কিংবা দানবগণ অবগত

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥
কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

নহেন। হে ভূতভাবন! হে ভূতনিয়ন্তা! হে দেবদেব! হে বিশ্বপালক! তুমি আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারা জান; অতএব তোমার যে অদ্ভুত আত্মবিভূতি সকল, যদ্দ্বারা এই সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া তুমি অবস্থান কর, তাহা অশেষরূপে বলিতে তুমিই যোগ্য। ১৪। ১৫। ১৬।

হে যোগিন্! আমি সর্ব্বদা কি প্রকারে চিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব?। ১৭।

হে ভগবন্! হে জনার্দ্দন! তোমার স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিত্বাদিরূপ যোগ ও বিভূতি পুনর্ব্বার বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন কর; যে হেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১৮।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুকুলপ্রবর! আমার দিব্য বিভূতি বিস্তর তাহার অন্ত নাই, তন্মধ্যে প্রাধান্যক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করি। ১৯।

হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণদ্বারা নিয়ন্তারূপে অবস্থিত পরমাত্মা। আমি সর্ব্বভূতের জন্ম, স্থিতি, ও সংহারের হেতু। ২০।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১॥
বেদাণাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥ ২৬॥

আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য, আমি জ্যোতিষ্মান-দিগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত সূর্য্য; আমি সপ্তমরুৎগণের মধ্যে মরীচি নামে মরুৎ; আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী, আমি সমস্ত বেদের মধ্যে সাম বেদ; আমি রুদ্রাদিত্যাদি যাবৎ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; আমি একাদশ ইন্দ্রিয়মধ্যে মন; আমি ভূতগণের চেতনা; আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর; আমি যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের; আমি অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতের মধ্যে মেরুগিরি। ২১। ২২। ২৩।

হে পার্থ! তুমি আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি জানিবে। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; আমি জলাশয় মধ্যে সাগর, আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; আমি বাক্যসকলের প্রণব, আমি যজ্ঞসকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, আমি স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয়,

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যামা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কাল কলয়তামহম্।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২॥

বৃক্ষসমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ; আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ; এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। ২৪। ২৫। ২৬।

হে পার্থ। অমৃত নিমিত্তক ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ও ঐরাবত নামে হস্তী, তাহাও আমারই বিভূতি এবং আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি জানিবে। ২৭।

আমি আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র; আমি ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু; আমি প্রজা উৎপত্তির কারণ কন্দর্প; আমি বিষবিশিষ্ট সর্পগণের মধ্যে বাসুকি; আমি নির্বিষ সর্পগণের মধ্যে অনন্ত; আমি যাদোগণের মধ্যে বরুণ; আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্যামা; আমি নিয়মকারী সকলের মধ্যে যম, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, ও গণনাকারীগণের মধ্যে কাল; আমি পশুগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র; আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়; আমি বেগবানের মধ্যে পবন, আমি শস্ত্রধারীগণমধ্যে দাশরথি রাম; আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী জানিবে। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

হে অর্জ্জুন! সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি বিদ্যাসকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা; আমি বাদিগণের তত্ত্বনিরূপণার্থ কথনরূপ বাদ, অর্থাৎ তাহাও আমার বিভূতি। ৩২।

আমি অক্ষরসকলের মধ্যে 'অ'কার, আমি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব; আমি প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল; আমি কর্ম্মফল বিধাতার মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা, আমি সংহারক সকলের মধ্যে সর্ব্বহর মৃত্যু; আমি উৎকর্ষ প্রাপ্তি-যোগ্যদিগের তৎপ্রাপ্তির হেতু; আমি নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা; আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম; আমি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ; আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত; আমি ছলকারীদিগের দ্যূত; আমি তেজস্বীদিগের তেজ; আমি জয়শীলদিগের জয়; আমি উদ্যমশালীদিগের উদ্যম; আমি সাত্ত্বিকদিগের সত্ত্ব; আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব; আমি পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমিও আমার বিভূতি; আমি মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসদেব; আমি কবিগণের

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্॥ ৪১॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২॥

বিভূতিযোগঃ।

মধ্যে শুক্রাচার্য্য; আমি দমনকর্ত্তাদিগের দণ্ড অর্থাৎ যদ্দ্বারা অসংযত ব্যক্তিরা সংযত হয়, সেই দণ্ডও আমার বিভূতি; আমি জিগীষুদিগের সামাদি উপায়রূপ নীতি, আমি গোপনীয় বিষয়ের গোপনের হেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

হে অর্জ্জুন। সমুদায় ভূতের যে বীজ, তাহাও আমি। আমা ব্যতীত চরাচরে কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না। ৩৯।

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সুতরাং তৎসমুদায় বলিতে শক্য হয় না, অতএব ঐ বিভূতিবিস্তার সংক্ষেপে কহিলাম। ৪০।

ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, শ্রীযুক্ত, ও প্রভাব বলাদি দ্বারা অতিশয়িত যে কোন বস্তু তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশসম্ভূত জানিবে। ৪১।

অর্জ্জুন! আমার এই সকল বিভূতি তোমার পৃথক্ পৃথক্ জানিবা প্রয়োজনই বা কি? যে হেতু এই সমুদায় জগতেই আমি স্বকীয় একাংশ মাত্রে ব্যাপিয়া আছি, আমা ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। ৪২।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! আমার শোকনিবৃত্তি নিমিত্ত তুমি যে পরমাত্মনিষ্ঠ গোপনীয় আত্মানাত্ম বিবেক বিষয়ক বাক্য বলিলে, তদ্দারা আমি হন্তা ও আমা কর্ত্তৃক ইহারা হত হইতেছেন ইত্যাদিরূপ ভ্রম-জ্ঞান আমার বিনষ্ট হইল। ১।

তোমা হইতেই যে ভূতগণের সৃষ্টি সংহার হয়, তাহা এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলাম। ২।

হে পরমেশ্বর। তুমি যেরূপ কহিলে তাহা যথার্থই বটে, তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই, তথাপি হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বীর্য্যাদি সম্পন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে প্রভো। হে যোগিগণের ঈশ্বর! তুমি যদি এমন বোধ কর যে, আমি ত্বদীয় রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে তোমার অব্যয় পরমাত্মরূপ আমাকে দর্শন করাও। ৩। ৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থং জগত কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমার শুক্ল কৃষ্ণাদি নানা বর্ণাকৃতি অপরিমিত অলৌকিক নানা প্রকার রূপ দর্শন কর। ৫।

হে ভারত! আমার দেহমধ্যে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ও মরুতগণকে দর্শন কর; বহুবিধ অদ্ভুত রূপ, যাহা তুমি বা অন্য কেহ কখন পূর্ব্বে দর্শন করে নাই, তাহা নিরীক্ষণ কর। হে গুড়াকেশ, আমার এই দেহমধ্যে একত্রস্থিত চরাচর সমুদায় জগৎ ও তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, অধুনা দর্শন কর। ৬। ৭।

কিন্তু তুমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমাকে অলৌকিক জ্ঞানচক্ষু দিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার অঘটন ঘটন সামর্থ্যরূপ ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর। ৮।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কহিয়া তৎপরে

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১ ॥
দিবিসূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসাদেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।

অনেক মুখবিশিষ্ট, অনেক নয়নযুক্ত, অনেক প্রকার অদ্ভুতদর্শন, অনেক দিব্যায়ুধধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বরপরিধায়ী, দিব্য গন্ধানুলেপন চর্চ্চিত সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময়, সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বভূতাত্মা, অপরিচ্ছিন্ন, দ্যোতমাত্মক, পরম ঐশ্বররূপ অর্জ্জুনকে দর্শন করাইলেন। ৯। ১০। ১১।

যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা এককালে উত্থিত হয়, সেই প্রভা সেই বিশ্বরূপ মহাত্মার রূপের কথঞ্চিৎ সদৃশী হইতে পারে। ১২।

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তখন সেই দেবদেবের শরীরে একত্রস্থিত দেব পিতৃ মনুষ্যাদি ভেদে অনেকধা বিভক্ত কৃৎস্ন জগৎ দর্শন করিলেন। ১৩।

অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াপন্ন, লোমাঞ্চিতকলেবর ও নতমস্তক হইয়া সেই দেবকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে, বলিতে লাগিলেন। ১৪।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ

মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং

পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্ ।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-

দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা

সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে ॥ ১৮ ॥

হে দেব! তোমার দেহে আদিত্যাদি দেবতা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণ, দিব্য ঋষিগণ, দিব্য উরগগণ ও তাহাদিগের নিয়ন্তা পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। ১৫।

হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর! আমি তোমাকে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট দেখিতেছি; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতে পাইতেছি না, সর্ব্বত্র অনন্তরূপ দেখিতেছি; তোমাকে কীরিট, গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান, তেজোরাশি, প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিমান্, দুর্নিরীক্ষ্য, অনিশ্চয়রূপ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি; তোমাকে অক্ষর পরব্রহ্ম, মুমুক্ষুদিগের

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১॥

জ্ঞাতব্য, এই জগতের পরম নিধান, নিত্য, নিত্যধর্ম্মের পালক ও সনাতন পুরুষ মনে করিতেছি এবং তোমাকে উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয়রহিত, অনন্ত প্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্যরূপ নেত্রদ্বয়ে সমন্বিত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ মুখবিশিষ্ট ও স্বকীয় তেজ দ্বারা এই জগতের সন্তাপকারী দেখিতেছি। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

তুমি একাকী দ্যুলোক ও মর্ত্তলোকের অন্তর্বর্ত্তী অন্তরীক্ষ ও সর্ব্বদিক্‌-ব্যাপ্ত হইয়াছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া ত্রিভুবন ভীত হইয়াছে। ২০।

এই সমস্ত দেবগণ, যাঁহারা ভূভার অবতরণের নিমিত্ত পৃথিবীতে মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তোমাতে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ, জগতের স্বস্তি বাক্যদ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন। ২১।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, বিরোচনাদি অসুরগণ ও সিদ্ধগণ, ইহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ২২।

হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ নেত্র, বাহু, উদর, উরু ও পদবিশিষ্ট এবং বহুদংষ্ট্রা দ্বারা বিকৃত মহৎরূপ দেখিয়া লোকসকলে যেমন অতিভীত হইয়াছে, আমিও সেইরূপ অতিভীত হইয়াছি। ২৩।

হে বিষ্ণু। তোমাকে অন্তরীক্ষ-ব্যাপী, তেজপুঞ্জ, নানাবর্ণ, ব্যাত্তানন ও প্রদীপ্তবিশাল নেত্র দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতি ভীত হইয়াছে, আমি ধৈর্য্য ও উপশম লাভ করিতে পারিতেছি না। ২৪।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

হে দেবেশ্বর! তোমার প্রলয়াগ্নি সদৃশ দংষ্ট্রাকরাল বহু মুখ দেখিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, আমি সুখলাভ করিতে পারিতেছি না; হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

দেখিতেছি, জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজগণের সহিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অস্মৎপক্ষীয় প্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ত্বরমাণ হইয়া তোমার অনেক দংষ্ট্রদ্বারা যে বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখসকল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া তোমার দন্তসন্ধিস্থলমধ্যে বিলগ্ন হইতেছেন। ২৬। ২৭।

যে প্রকার নদীসকলের বহুল জলবেগ সমুদ্রে অভিমুখ হইয়া তাহাতে

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরবীরসকল তোমার সর্ব্বতোভাবে দেদীপ্যমান মুখসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ২৮।

পতঙ্গগণ যেরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক সমৃদ্ধবেগ হইয়া মরণের নিমিত্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে ইঁহারাও সেইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক কৃতোৎসাহ হইয়া মৃত্যু নিমিত্তই তোমার মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ২৯।

হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্বলিত বদন দ্বারা চতুর্দ্দিকে সমগ্র লোককে গ্রাসকরতঃ অতিশয়রূপে ভক্ষণ করিতেছ। তোমার দীপ্তি, বিস্ফুরণ দ্বারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত ও তীব্র হইয়া সন্তাপ প্রদান করিতেছ, অতএব উগ্ররূপ তুমি কে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৩০।

হে দেববর? তোমাকে আমার নমস্কার; তুমি আমার নিকট প্রসন্ন হও। কি নিমিত্তই বা তোমার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি তাহা আমি জানিতে

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো

লোকান্ সমহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে

যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শত্রূন্ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাঽসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

পারিতেছি না; তুমি আদিপুরুষ হইবে, তোমাকে বিশেষরূপে আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ৩১।

ভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কর প্রবৃদ্ধ কাল, লোক সংহার নিমিত্ত অধুনা প্রবৃত্ত হইয়াছি; যে সকল যোদ্ধা পৃথক্ পৃথক্ অনীক মধ্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তোমা ব্যতিবেকে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবেন না; অতএব হে সব্যসাচী! তুমি উঠ; জয়লাভ কর; শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই এই সকল লোককে নিহতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ৩২। ৩৩।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধারা যখন আমাকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় হইয়াছেন, তখন তুমি ইহাদিগকে হনন করিতে সন্তাপিত হইও না, হনন কর; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, শত্রুজয়ী হইবে। ৩৪।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎপ্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন কিরীটী কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পমান, সাতিশয় ভীত, অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক গদ্গদবাক্যে কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। ৩৫।

হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, রাক্ষসসকল যে ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর পলায়ন করে, এবং সিদ্ধ পুরুষগণ যে প্রণত হন, তাহা উপযুক্ত বটে। ৩৬।

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! পূর্ব্বোক্ত-সিদ্ধগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন? যে হেতু তুমি ব্রহ্মারও

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

আদিকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহা হইতেও গুরুতর। তুমি সৎ—ব্যক্ত, তুমি অসৎ—অব্যক্ত এবং এ উভয়ের মূলকারণ যে ব্রহ্ম—তাহাও তুমি। ৩৭।

হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব, পুরুষ—দেহশায়ী ও চিরন্তন; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, বিশ্বজ্ঞাতা এবং যে কোন বেদ্য বস্তু, তৎসমুদায়ও তুমি, পরমধাম যে বিষ্ণুপদ, তাহাও তুমি এবং তোমাকর্ত্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ৩৮।

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ও পিতামহ প্রজাপতি, এ সকলই তুমি; তুমি পিতামহ ব্রহ্মা এবং তাঁহারও জনক, অতএব তুমি প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্র নমস্কার, তোমাকে পুনঃ পুনঃ সহস্র নমস্কার। ৩৯।

হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে পূর্ব্বদিকে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাৎদিকে নমস্কার, তোমাকে সর্ব্বদিকেই নমস্কার। তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরি-

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চা বহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
নত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

মিত পরাক্রম; তুমি জগতের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, অতএব তুমি সমুদায় পদার্থস্বরূপ। ৪০।

হে অচ্যুত! আমি তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া অভিভব করতঃ "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!" এইরূপ বাক্য যে কহিয়াছি এবং তুমি অচিন্ত্য প্রভাব, তোমাকে সখাগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে ক্রীড়া, শয়ন উপবেশন বা ভোজনে পরিহাস নিমিত্ত যে পরিভব করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৪১। ৪২।

হে অনুপমপ্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, অতএব ত্রিভুবনমধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, তবে আর তোমা অপেক্ষা মহান্ কেহ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? । ৪৩।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬॥

তুমি জগতের নিয়ন্তা ও স্তবনীয়; অতএব হে দেব! আমি শরীরকে দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। যে প্রকার পুত্রের অপরাধ পিতা, সখার অপরাধ সখা এবং প্রিয়জনের অপরাধ প্রিয় ব্যক্তি ক্ষমা করে, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও। ৪৪।

হে দেবেশ! হে জগতের নিবাসভূমি! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি এবং ভয়েও আমার মন বিচলিত হইয়াছে, অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্বরূপ আমাকে দর্শন করাও। ৪৫।

আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীটযুক্ত, গদা ও চক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তি। তুমি এই বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও। ৪৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত ভয় পাইতেছ? আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া প্রভাবে এই আদিভূত বিশ্বাত্মক অনন্ত তেজোময় রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম, ইহা তোমা ব্যতীত অপর কেহ কখন দর্শন করে নাই। ৪৭।

হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যা দ্বারাও মর্ত্ত্যলোকমধ্যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও আমার এই রূপ দর্শন করিতে সামর্থ্য হয় না। ৪৮।

আমার ঈদৃশ ঘোর রূপ দেখিয়া তোমার ভয় ও মোহভাব হইতেছে, অতএব যাহাতে তাহা না হয়, এই নিমিত্ত তোমাকে সেই রূপ দেখাইতেছি, তুমি বীতভয় ও প্রীতচিত্ত হইয়া তাহাই দর্শন কর। ৪৯।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব, অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া ঐরূপ বলিয়া প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যেরূপে পূর্ব্বে ছিলেন সেই স্বকীয় রূপ পুনর্ব্বার দেখাইলেন এবং অশ্বাস প্রদান করিলেন। ৫০।

পরে অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এই ক্ষণে আমি তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হইলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল। ৫১।

ভগবান্ কহিলেন, আমার সেই বিশ্বরূপ যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা নিতান্তই দৃষ্টি করিতে অশক্য, দেবতারাও সর্ব্বদা সেই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ৫২।

হে পরন্তপ! তুমি যেরূপে আমাকে দেখিয়াছ, এবংবিধ রূপ বেদাধ্যয়ন,

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ।

তপস্যা, দান ও যজ্ঞ করিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু মদেকনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা আমার সেই বিশ্বরূপ পরমার্থতঃ জ্ঞাত হইতে, শাস্ত্রতঃ প্রত্যক্ষ করিতে এবং তদাত্মভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতে শক্য হয়। ৫৩। ৫৪।

হে পাণ্ডব! যিনি আমার নিমিত্তই কর্ম্ম করেন ও আমারই আশ্রিত এবং যাঁহার আমাতেই পুরুষার্থজ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তিরাহিত্য, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈরভাব তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ৫৮।



দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণাদি দ্বারা তন্নিষ্ঠ হইয়া যে ভক্তেরা, বিশ্বস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যে তুমি, তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞ? । ১ ।

ভগবান্ কহিলেন, যাহারা আমাতে মন সমাবেশ করিয়া পরম ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করে তাহাদিগকেই আমার মতে শ্রেষ্ঠযোগী বলিয়া জানিবে। ২ ।

আর যাহারা সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্ব্বক ধ্রুবস্পন্দন রহিত মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বত্রব্যাপী অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরকে ধ্যান করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ৩। ৪।

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয় ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

কিন্তু বিশেষ এই যে, সেই অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের ক্লেশ অধিকতর হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানীদিগের অব্যক্ত নিষ্ঠা অতি কষ্টে সংঘটিত হয়। ৫।

আর যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সর্ব্ব-কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক অনন্যযোগ অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করে। ৬।

হে পার্থ! সেই আমার প্রতি আবেশিতচিত্ত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে আমি অচিরকালেই উদ্ধার করিয়া থাকি; অতএব তুমি আমাতে মনঃস্থির কর ও আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে তুমি এই দেহান্তে আমাতে নিবাস করিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৭। ৮।

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে চিত্তস্থির করিতে না পার, তবে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা কর। ৯।

যদি অভ্যাসেও অসক্ত হও, তবে আমার প্রীতিনিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম,

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১ ॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২ ॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫ ॥

তদনুষ্ঠান পরায়ণ হও; ঐরূপ কর্ম্ম সকল আমার নিমিত্ত করিলে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। ১০।

যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকলের ফলত্যাগ কর। ১১।

সম্যক্ জ্ঞানরহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অপেক্ষাও যথোক্ত রীতপূর্ব্বক কর্ম্মফল শ্রেষ্ঠ হয়; এইরূপ কর্ম্মফলে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে পর সংসারশান্তি হয়। ১২।

উত্তম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষশূন্য, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, এমন কি সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, লাভ কি অলাভে সুপ্রসন্নচিত্ত, প্রমাদশূন্য, সংযতস্বভাব এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। ১৩। ১৪।

যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন না হয়, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন এবং

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ভক্তিযোগঃ।

যিনি স্বকীয় ইষ্টলাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণুতা, ত্রাস ভয়াদি নিমিত্তক চিত্তক্ষোভ, এ সকল হইতে বিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। ১৫।

যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্তর্বাহ্যে শৌচসম্পন্ন, নিরলস, পক্ষপাতরহিত, ব্যাধিশূন্য এবং দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যমত্যাগী, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। ১৬।

যিনি প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট না হন, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে দ্বেষ, ইষ্ট বিষয়বিনাশে শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৭।

এবং শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, কিছুতেই আসক্ত না হন, স্তুতিনিন্দায় তুল্যভাব, সংযতবাক্, যে কোনরূপে যথালাভে সন্তুষ্ট, নিয়তবাসশূন্য ও ব্যবস্থিতচিত্ত, এইরূপ ভক্তিমান যে মনুষ্য, সেই আমার প্রিয়। ১৮। ১৯।

যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া এই যথোক্ত ধর্ম্মরূপ অমৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তেরা আমার অতীব প্রিয়। ২০।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ২॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব। প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্‌ কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়, যিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। ১।

হে ভারত! আমাকেই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক যে জ্ঞান, আমার মতে সেই জ্ঞানই জ্ঞান, কেন না তাহাই মোক্ষের হেতু। ২।

সেই ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত, যেরূপ প্রকৃতিপুরুষ সংযোগাধীন উৎপন্ন এবং যেরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি প্রভেদে বিভিন্ন; আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যেরূপ ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগ দ্বারা যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, তাহা তুমি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক ঋক্ প্রভৃতি বেদে বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র ও সংশয়রহিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক পদদ্বারা বিবিক্তরূপে বহুধা নিরূপিত হইয়াছে। ৪।

ভূমি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত—তৎকারণভূত অহঙ্কার, জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বক্ষেত্র এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি, মনোবৃত্তি, চেতনা ও ধৈর্য্য এই কয়েকটি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম। ৫। ৬।

স্বগুণশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, পরপীড়াবর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অকুটিলত্ব সদ্গুরুসেবন, বাহিরে মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন ও অন্তরে রাগাদি মলত্যাগরূপ শৌচ, সৎপথ প্রবৃত্তিতে একনিষ্ঠতা, শরীরসংযম, ইহ পরলোকে ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্ম দুঃখরূপ দোষদর্শন, পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তিত্যাগ, অনভিষঙ্গ অর্থাৎ উহাদিগের সুখে সুখানুভব ও

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ ॥ ১৪ ॥

দুঃখে দুঃখানুভব ইত্যাদিরূপ অধ্যাসরাহিত্য ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাব, আমাতে সর্ব্বাত্মদৃষ্টিপূর্ব্বক একান্ত ভক্তি, চিত্তপ্রসাদকর স্থানে অবস্থিতি, প্রাকৃত জনসমাজে বিরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য নিষ্ঠা, এবং তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্তক মোক্ষের আলোচন, এ সকল জ্ঞানসাধন এবং ইহার বিপরীত স্বগুণশ্লাঘা ও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সকল, জ্ঞানবিরোধী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।

উক্ত জ্ঞানসাধন সকল দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। অনাদি ও নির্ব্বিশেষরূপ ব্রহ্ম। তিনি সৎ এবং অসৎ এ উভয়েরই কিছুই নন। ১২।

তাঁহার হস্ত সর্ব্বত্র, তাঁহার চরণ সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র, এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি লোকে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। ১৩।

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয়, সকলের প্রকাশক এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার। তিনি সত্ত্বাদি গুণরহিত ও তাহাদিগের উপলব্ধা। ১৪।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥ ১৭॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯॥

তিনি সমস্ত চরাচর ভূতসমূহের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন, সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনি দূরস্থ ও নিকটবর্ত্তী। ১৫।

তিনি স্থাবর জঙ্গমের কারণরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন। তাঁহাকে ভূতগণের স্থিতিকালে পোষকারী, প্রলয়কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকালে নানা কার্য্যভেদে উৎপত্তিশীল জানিবে। ১৬।

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ। তিনি অজ্ঞানের অতীত বলিয়া কথিত হন। তিনি রূপরসাদি বিষয়াকারে জ্ঞেয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যাদি জ্ঞান সাধনগুণসকল দ্বারা প্রাপ্য এবং তিনিই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যুত ও নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৭।

এই তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম। পূর্ব্বোক্ত মদ্ভক্ত ব্যক্তি ইহা জানিয়া মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন। ১৮।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনাদি জানিবে এবং দেহেন্দ্রিয়াদি ও সুখ দুঃখ মোহাদিকে প্রকৃতিসম্ভূত জানিবে। ১৯।

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

কপিলাদি মুনিগণ প্রকৃতিকে শরীর ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়ানির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখদুঃখ ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ২০।

পুরুষ প্রকৃতিকার্য্য দেহে তদাত্মভাবে থাকেন, এই হেতু তিনি প্রকৃতি জনিত সুখদুঃখাদি উপভোগ করেন। সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়ের সংসর্গই দেব তির্য্যক্ প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের প্রতি কারণ। ২১।

তিনি প্রকৃতি কার্য্যদেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক থাকেন, যে হেতু শ্রুতিতে তিনি উপদেষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা, বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ২২।

যিনি এইরূপে পুরুষকে ও সুখদুঃখাদিরূপ পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ২৩।

কেহ কেহ মনে আত্মাকার প্রত্যয় দ্বারা দেহ মধ্যেই সেই আত্মাকে দেখেন; তাঁহারা উত্তম অধিকারী। কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচনরূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। কেহ

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ২৯॥

কেহ ঈশ্বরার্পণ নিমিত্তক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মরূপ যোগদ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা অধম অধিকারী। ২৪।

অপর কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত সাধন না জানিয়া অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চিন্তন করে তাহার অত্যধম অধিকারী। তাহারাও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণপরায়ণ হইয়া ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ২৫।

হে ভরতেন্দ্র! স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগাধীন অবিবেক কৃত আত্মাধ্যাসে হইয়া থাকে জানিবে, কিন্তু যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে পরমাত্মাকে সমান ভাবে অবস্থিত ও সেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে তাঁহাকে অবিনষ্ট দেখেন, তিনিই সম্যক্দর্শী। ২৬। ২৭।

তিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র অপ্রচ্যুতরূপে অবস্থিত দেখিয়া আত্মা দ্বারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে তিরস্কার করিয়া বিনাশ করেন না, সেই হেতুই মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ২৮।

প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মসম্পাদন করেন, আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক্দর্শী। ২৯।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

যখন স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের পৃথগ্‌ভাব এক আত্মাতেই প্রলয়কালে অবস্থিত এবং সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি দেখেন, তখনই তিনি ব্রহ্মা স্বরূপ হন। ৩০।

হে কুন্তিনন্দন! যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার আদি আছে; যাহার গুণ আছে, সেই গুণের বিনাশ হইলে তাহারও ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, একারণ ইনি অনাদি; এবং ইঁহার কোন গুণও নাই যে, তাহার কখন বিনাশ হইবে, অতএব ইনি অব্যয় সুতরাং ইনি শরীরে স্থিত হইয়াও কিছুমাত্র কর্ম্ম করেন না ও কোন কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। ৩১।

যে প্রকার আকাশ সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত প্রস্তর ও পঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম, সর্ব্ব প্রকার দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না। ৩২।

হে ভারত! যেরূপ এক রবি এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী এক পরমাত্মা সমুদায় জগৎকে প্রকাশ করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না। ৩৩।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ।

যাঁহারা বিবেকজ্ঞানচক্ষু দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ দর্শন করেন এবং যাহা ভূত প্রকৃতি পূর্ব্বকথিত হইল, তাহা হইতে মোক্ষোপায় অবগত হন, তাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করেন। ৩৪।



চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥
মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন? পুনর্ব্বার তোমাকে জ্ঞানবিষয়ক উপদেশ সকলের মধ্যে উত্তম উপদেশ বলিতেছি,যাহা জানিয়া সমুদায় মুনিরা এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১।

এই উপদেশ আশ্রয় করিলে লোকে মৎস্বরূপ লাভ করতঃ সৃষ্টিকালেও জন্মে না এবং প্রলয় কালেও দুঃখানুভব করে না অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। ২।

সেই মহদ্‌ব্রহ্ম (বিশাল প্রকৃতি) আমার গর্ব্ভাধান স্থান, হে ভারত! আমি সেই গর্ব্ভে জগৎ বিস্তারের কারণরূপ সকল বীজ বপন করিয়া থাকি। সেই গর্ব্ভাধান হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩।

হে কুন্তিনন্দন! সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, সেই সকলমূর্ত্তির সেই প্রকৃতিই গর্ভাধানস্থান, আমিই তাহাতে সেই সকল মূর্ত্তির পিতারূপে বীজ প্রদান করিয়া থাকি। ৪।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

হে মহাবাহো। প্রকৃতি জন্য দেহে আসক্ত যে চিদংশ জীব, তিনি স্বরূপতঃ অধিকারী হইলেও প্রকৃতিজনিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, তাঁহাকে সুখ দুঃখ মোহাদিতে সংযুক্ত করে। ৫।

হে নিষ্পাপ। উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্বপ্রযুক্ত স্ফটিকমণির ন্যায় প্রকাশক ও শান্তভাবাপন্ন এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ তাহার স্বকার্য্য সুখ সঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে দেহাভিমানী জীব "আমি সুখী, আমি জ্ঞানী" এইরূপ মনোধর্ম্মে সংযুক্ত হয়। ৬।

হে কুন্তিনন্দন। রজোগুণকে অনুরাগরূপ জানিবে; উহা হইতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহা দেহী জীবকে স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম্মে আবদ্ধ করে। ৭।

হে ভারত! তমোগুণকে আবরণ শক্তিবিশিষ্ট প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে; সুতরাং উহা জীবমাত্রেরই ভ্রান্তিজনক হইয়া থাকে; অতএব উহা অনবধান, অলস্য ও নিদ্রাতে জীবকে আবদ্ধ করে। ৮।

হে ভারত! পুরুষকে সত্ত্বগুণ সুখে সঞ্জাত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

করে; এবং তমোগুণ সদুপদেশ জন্য জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া আলস্যাদিতে সংযুক্ত করে। ৯।

হে ভারতনন্দন! সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, এবং তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়। ১০।

যখন এই দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে শব্দাদি প্রকাশ রূপ জ্ঞান হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি জানিবে এবং সুখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত বোধ করিবে। ১১।

হে ভরতকুলপাবন! রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের উদ্যম, অনুপশম ও স্পৃহা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১২।

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, প্রমাদ ও মিথ্যাভিনিবেশ, এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩।

যদি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে জীবের মৃত্যু হয়, তবে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের ভোগ্য যে প্রকাশময় লোক, তাহা প্রাপ্ত হয়। ১৪।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

বর্দ্ধিত রজোগুণে জীব মৃত হইলে কর্ম্মাসক্ত মর্ত্তলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বর্দ্ধিত তমোগুণে জীব মরিলে পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৫।

কপিলাদি ঋষিগণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান কহিয়াছেন। ১৬।

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার নির্ম্মল সুখ; রজঃ হইতে লোভ জন্মে, এই হেতু তাহার ফল কর্ম্মজন্য দুঃখ এবং তমো হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে; এই হেতু তাহার ফল অজ্ঞান। ১৭।

সত্ত্বগুণশীল পুরুষেরা ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হন। রজোগুণাবলম্বী পুরুষেরা মনুষ্য লোকে গমন করে এবং জঘন্য তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তিরা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮।

যখন যিনি বিবেকপূর্ব্বক বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া না দেখেন এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তৎ সাক্ষীরূপ আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ১৯।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ॥ ২৪ ॥

মানব, দেহাদিরূপে পরিণত উক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে সেই গুণত্রয় জনিত জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। ২০।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! কিরূপ লক্ষণসকল দ্বারা এবং কি আচার ও কি উপায়েই বা উক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ২১।

ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্যপ্রকাশরূপ জ্ঞান, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি, তমোগুণের কার্য্য মোহ ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহাতে দুঃখ জ্ঞান করিয়া দ্বেষ না করেন; ঐ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য নিবৃত্ত হইলে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না করেন; উদাসীনের ন্যায় স্থিত হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত না হন; 'গুণ সকলই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই' এইরূপ বিবেকজ্ঞানপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, কিছুতেই টলেন না; স্বরূপে অবস্থান করেন;

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ।

সুতরাং যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমভাব; লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান ভাব, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্যবোধ, আপনার স্তুতি ও নিন্দায় তুল্যদৃষ্টি; মান ও অপমানে সমচিত্ততা; মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে অভিন্ন ভাব এবং যিনি সমুদয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফলজনক কর্ম্মবিষয়ক উদ্যম পরিত্যাগী; এতাদৃশ আচারসম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের অতীত বলা যায়। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

যিনি একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি ঐ সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব মোক্ষের যোগ্য হন; যে হেতু আমি অবিনাশী, অধিকারী, নিত্য, জ্ঞানযোগপ্রাপ্য ও আনন্দস্বরূপ অব্যভিচারী ব্রহ্মের স্থান। ২৬। ২৭।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, শ্বঃ এই শব্দের অর্থ প্রভাত কাল, এই শ্বঃ শব্দের সহিত স্থিতি অর্থবোধক স্থা ধাতুর যোগে শ্বস্থ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া, প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবেক, এই অর্থ বুঝায়; অতএব যাহার প্রভাত পর্য্যন্তও থাকিবার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বত্থ বলা যায়; সংসারকে প্রভাত পর্য্যন্তও স্থায়ী বলা যায় না, এই নিমিত্ত বেদে ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলেন। ইহার মূল উর্দ্ধ অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা; ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি জীব; ইহার পত্রসকল জীবের আশ্রয় ছায়ারূপ কর্ম্মফল প্রতিপাদক; বেদ অর্থাৎ বেদোক্ত—কর্ম্মদ্বারা ইহা সেবনীয়; ইহা প্রবাহরূপে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, এই হেতু ইহাকে অব্যয়ও বলা যায়; যিনি সংসারকে এইরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানেন, তিনি বেদার্থ জানেন। ১।

পুণ্যবান্ জীবসকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত হন, তাঁহারা এই সংসার বৃক্ষের উর্দ্ধগত শাখা; এবং দুষ্কৃতবান্ জীবসকল পশ্বাদি যোনিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে, তাহারা অধঃস্থ শাখা। ঐ শাখাসকল জলসেচনরূপ সত্ত্বাদি গুণবৃত্তি দ্বারা বর্দ্ধিত ও শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসংযুক্ত রূপ রসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল, ভোগবাসনা সকল ইহার অন্তরাল মূলরূপে অনুপ্রবিষ্ট। ঐ অন্তরাল মূল সকল হইতেই মর্ত্ত্যলোকে জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ২।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশাস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

এই সংসারস্থিত প্রাণীরা সংসারবৃক্ষের উক্ত প্রকার ঊর্দ্ধ মূল উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহার অন্ত বা আদিও বোধগম্য করিতে পারে না এবং ইহা কি প্রকারে স্থিতি করে, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই বদ্ধমূল বৃক্ষকে নির্ম্মমত্বরূপ দৃঢ় অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ পৃথক করিয়া "যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদ্য পুরুষের শরণাপন্ন হই" এই প্রকারে এই সংসার বৃক্ষের মূলীভূত সেই বিষ্ণুপদকে অন্বেষণ করিবে, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। ৩। ৪।

মনুষ্যেরা অহঙ্কার ও মোহবিহীন, পুত্রাদিসঙ্গদোষবিজয়ী, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ নিবৃত্তকাম ও সুখদুঃখজনক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববিমুক্ত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। ৫।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যে পদে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধাম অব্যয়পদ আমি যে বিষ্ণু, আমার পদ, যে ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না। ৬।

আমারই অংশ অবিদ্যাবশতঃ সর্ব্বদা সংসারী ও জীবরূপে প্রসিদ্ধ; সেই জীবের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে। ৭।

সেই জীব পুনর্ব্বার জীবলোক সংসার উপভোগ নিমিত্ত উহাদিগকে আকর্ষণ করেন। যখন কর্ম্মবশতঃ শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাদি স্বামী জীব সেই শরীর হইতে, বায়ুর কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণের ন্যায়, উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া শরীরান্তরে গমন করেন। ৮।

ইনি অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করেন। ৯।

বিমূঢ় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী বা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয়ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না; কিন্তু জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিরাই দেখিতে পান। ১০।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্য কৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২ ॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥১৫॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ধ্যানাদি দ্বারা যত্নবন্ত কোন কোন যোগীরা সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিতি দেখেন; কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা যত্নবন্ত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ১১।

যে আদিত্যগত তেজ সমস্ত জগত প্রকাশ করিতেছে, এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে; আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বলদ্বারা চরাচর ভূতসকল ধারণ করি; আমি রসময় সোম হইয়া ব্রীহি যবাদি ওষধিসকল পোষণ করি; আমি প্রাণীদিগের দেহমধ্যে জঠরাগ্নিরূপে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্য চোষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি; আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট থাকি; এই হেতু আমা হইতেই তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দ্রিয়সংযোগ জন্য জ্ঞান ও উহাদিগের অপায়ও হইয়া থাকে, এবং আমিই সমস্ত বেদদ্বারা বেদ্য, বেদান্ত ও বেদার্থবেত্তা। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

পুরুষোত্তমযোগঃ।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত তাবৎ শরীরকে ক্ষর, ও দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি অবস্থান করেন, বিনষ্ট হন না, তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়াছেন। ১৬।

ঐ ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; তিনি নির্ব্বিকার ও নিয়ন্তারূপে ত্রিলোকে আবিষ্ট হইয়া সমুদায় পালন করিতেছেন। ১৭।

যেহেতু আমি নিত্য মুক্তস্বভাব হেতু জড় জগৎ হইতে অতিক্রান্ত এবং নিয়মকারিত্ব হেতু চেতনবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু আমি লোক ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছি। ১৮।

হে ভারত! যিনি এইরূপ উক্ত প্রকারে নিশ্চিতমতি হইয়া আমি যে পুরুষোত্তম, আমাকে জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই জানেন, সেই হেতুই তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। ১৯।

হে ব্যসনশূন্য ভরতনন্দন! এই প্রকারে অতি গুহ্যতম শাস্ত্র তোমাকে আমি কহিলাম, মনুষ্য ইহা জানিলে সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়। ২০।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে ভারত! অভয়, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মভজনোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞাদি, শরীরসংযমাদি, অকুটিলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, চিত্তোপরতি, পরোক্ষে পরদোষের অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অকার্যপ্রবৃত্তিতে লোকলজ্জা, ব্যর্থ কর্ম্মের অননুষ্ঠান, অপ্রাগল্ভ্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচিতা, অবিদ্রোহ ও আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া অভিমান না করা, এ সকল দৈবীসাত্ত্বিকীসম্পদ অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে, এবং দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, ধন, বিদ্যাদি নিমিত্তক চিত্তৌৎসুক্য, অভিমান—আপনাকে পূজ্য বলিয়া বোধ করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক, এ সকল, আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে। ১। ।২।৩।৪।

হে পার্থ! দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের নিমিত্ত এবং আসুরী সম্পদ্ সংসারের

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।

নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ অভিমুখে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি শোক করিও না। ৫।

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দৈব বিষয় বিস্তারক্রমে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় শ্রবণ কর। ৬।

আসুর মনুষ্যেরা যে, পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয় ও অনর্থজনক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা জানে না। তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্যও নাই। ৭।

তাহারা কহে, জগতের বেদ পুরাণাদি প্রমাণ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা নাই ও ঈশ্বর নিয়ন্তা নাই; এই জগৎ স্ত্রীপুরুষ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির অন্য কারণ আর কি আছে? ৮।

স্ত্রীপুরুষের অভিলাষ বিশেষেই ইহার প্রবাহরূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে, তাহারা এইরূপ নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া মলিনচিত্ত, দৃষ্ট পদার্থ মাত্র দর্শী, জগতের বৈরী ও হিংস্রকর্ম্মশীল হইয়া জগতের ক্ষয় নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৯।

তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দাম্ভিক, মানী, মদান্বিত ও অশুচি মদ্যমাংসাদিতে ব্রতী হইয়া মোহপ্রযুক্ত 'আমি এই মন্ত্র দ্বারা এই

মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বিদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।

দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর ধন সাধন করিব' ইত্যাদিরূপ দুরাগ্রহ স্বীকার করত ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। ১০।

কামোপভোগতৎপর, কামক্রোধে বশীভূত, শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও 'কামভোগই পরম পুরুষার্থ' এইরূপ নিশ্চয় করত আমরণ অপরিমেয় চিন্তার সমাক্রান্ত হইয়া কামভোগনিমিত্ত অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে।১১।

অদ্য এই ধন আমার লব্ধ হইল, অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই ধন আমার আছে, পরে আমার এত ধন হইবে ; এই শত্রুকে আমি নিহত করিলাম, অপর শত্রুদিগকে পরে বিনাশ করিব; আমি প্রভু, আমি সর্ব্বপ্রকারে ভোগবান্, আমি পুত্র পৌত্র নপ্তৃ প্রভৃতিতে সম্পন্ন, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে? আমি যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব, আমি স্তাবকদিগকে দান করিব ও হর্ষলাভ করিব,

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥
আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মাম প্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদি প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত ও কামস্তোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত কুৎসিত নরকে পতিত হয়। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

তাহারা আপনার দ্বারা আপনি পূজিত, অনম্র, ধনদ্বারা মানমদে মত্ত অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রিত ও সৎপথবর্ত্তীদিগের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব ও অপরাপর দেহে অবস্থিত যে আমি, আমাকে দ্বেষকরত দম্ভ-পূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করে। সেই ক্রূর অশুভকর্ম্মা, বিশ্ববিদ্বেষী নরাধমদিগকে ক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি আসুর যোনিতে আমি অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়েরা আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মেই আমাকে পাওয়া দূরে থাকুক, পাইবার উপায়ও না পাইয়া সেই সেই অধম জন্ম হইতেও অধম কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

কাম ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি আত্মনাশক নরক দ্বার; এই হেতু এই তিনকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ২১।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪ ॥
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ।

হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য নরকের দ্বারভূত ঐ কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে আপনার শ্রেয়সাধন তপযোগাদি আচরণ করিয়া থাকে। সেই হেতু তাহার মোক্ষ লাভ হয়। ২২।

যে বেদবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টাচারবর্ত্তী হয়, সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, উপশম লাভ করিতে পারে না ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয় না। ২৩।

কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থাবিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ। অতএব তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অবগত হইয়া তদাচরণে যোগ্য হও। ২৪।



সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ। যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি পরিহার পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে, তাহাদিগের প্রবৃত্তি সাত্ত্বিকী, কি রাজসী কিংবা তামসী। ১।

ভগবান্ বলিলেন, দেহীদিগের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ২।

হে ভারত! সকল লোকেরই পূর্ব্বসংস্কারানুসারে শ্রদ্ধা জন্মে। এই সংসারী পুরুষসকল, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা কর্তৃক বিকৃতভাবাপন্ন হয়। যে পুরুষ পূর্ব্বজন্মে যাদৃশী শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে, সে সেইরূপ শ্রদ্ধাতে সমন্বিত হয়। ৩।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের যজন করে, রাজসী শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ রজঃপ্রকৃতি যক্ষ রাক্ষসদিগের আরাধনা করে; তামসী শ্রদ্ধা-যুক্ত পুরুষ ভূতপ্রেতগণের উপাসনা করে, এবং যে অবিবেকীরা কাম, রাগ

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

ও বল সমন্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কারপ্রযুক্ত বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পৃথিব্যাদি ভূতগ্রাম আকর্ষণ করত অর্থাৎ শরীর কৃশ করত, দেহমধ্যে অবস্থিত যে আমি, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে কর্ষণ করত অশাস্ত্রবিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যার আচরণ করে, তাহাদিগকে অতি ।নষ্টবাশয় জানিবে। ৪। ৫। ৬।

হে অর্জ্জুন! সর্ব্ব প্রিয় আহার তিন প্রকার; এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ও ত্রিবিধ; তাহার প্রভেদ শ্রবণ কর। ৭।

আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও প্রীতি এ সকলের বৃদ্ধিকর, রসসংযুক্ত স্নেহযুক্ত সারাংশ দ্বারা দীর্ঘকালস্থায়ী ও দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়। ৮।

যাহা অতি কটু, অতি অম্ল অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তিক্ত, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী সর্ষপাদি, এতাদৃশ আহার দুঃখ শোক ও রোগপ্রদ হয়, ইহা রাজসদিগের প্রিয়। ৯।

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

যাহা প্রস্তুত হইবার পরে প্রহর কাল গত হইয়াছে, অর্থাৎ শীতল, গতরস, দুর্গন্ধ, দিনান্তরে পক্ব অর্থাৎ পর্য্যুষিত, অন্যভুক্তাবশিষ্ট ও অভক্ষ্য এতাদৃশ আহার তামসিকদিগের প্রিয়। ১০।

ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্যজ্ঞানে মনের একাগ্রতা-পূর্ব্বক বিধিসমাদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। ১১।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান করিয়া দম্ভের নিমিত্ত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবে। ১২।

যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ব্রাহ্মণাদি নিমিত্ত অন্ন নিষ্পাদিত না হয় এবং যাহা মন্ত্রহীন, দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য, সেই যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন। ১৩।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞদিগের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এ সকল শারীরিক তপস্যা। ১৪।

পরিণামে সুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভয়জনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস,

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

এ সকল বাচনিক তপস্যা এবং মনের সাচ্ছন্দ্য, অক্রুরতা, মনন বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার ও ব্যবহারে ছলরাহিত্য, এ সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৫। ১৬।

কায়িক, বাচনিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ তপস্যা যদি মনুষ্যেরা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিকী তপস্যা বলা যায়। ১৭।

লোকে সাধু বা তাপস বলিবে, দেখিলেই অভ্যুত্থান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে, এই নিমিত্ত দম্ভপূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১৮।

দুরাগ্রহ ও আত্মপীড়াকর বা অন্যের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাহা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১৯।

দান কর্ত্তব্য, এইরূপ বোধে প্রত্যুপকারে অসমর্থ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় দান সাত্ত্বিক বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। ২০।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥
ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬॥

প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি শুভফল উদ্দেশে ক্লেশপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২১।

অশুচি স্থানে বা অশুচিকালে অপাত্রে অসৎকার বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক দানকে পণ্ডিতেরা তামস দান কহিয়াছেন। ২২।

ব্রহ্মবেত্তারা বেদান্তে ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, এই হেতু সর্ব্বকালে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই সকল শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে। ২৩। ২৪।

মোক্ষাভিলাষীরা 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ, তপস্যা দান ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকেন। ২৫।

হে পার্থ! অস্তিত্ব ও সাধুভাবে এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাতে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়। ২৬। ২৭।

হে পার্থ। হবন দান বা তপস্যা ও তদ্ভিন্ন যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃত হয়, তৎসমস্তই অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ লোকান্তরে সেই সমুদয় ফল প্রদান করে না, এবং অযশস্করহেতু ইহলোকেও ফলদায়ক হয় না। ২৮।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে মহাবাহো কেশিসূদন হৃষীকেশ। আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যথার্থ্যভাব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ১।

ভগবান্ কহিলেন, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, আর সমস্ত কর্ম্মের ফলমাত্র পরিত্যাগকে ত্যাগ বলেন। ২।

কোন কোন মনীষীগণ কর্ম্মে হিংসাদি দোষ আছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যজ্য বলিয়াছেন; কোন কোন মনীষীগণ যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর্ম্ম অত্যজ্য বলিয়াছেন। ৩।

হে ভরতসত্তম পুরুষেন্দ্র! ইহার সিদ্ধান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞগণ তিন প্রকার ত্যাগ কহিয়াছেন। ৪।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধিজনক হয়। ৫।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥ ৯॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০॥
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

হে পার্থ। সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা আমার নিশ্চিত মত; ইহাই উৎকৃষ্ট মত। ৬।

নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ সুসঙ্গত হয় না, যেহেতু উহা সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের হেতু হয়; অতএব উহার পরিত্যাগ, মোহ প্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৭।

কর্ম্ম আযাসসাধ্য, কেবল দুঃখেরই কারণ, ইহা মনে করিয়া কায়ক্লেশ ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে রাজসত্যাগ বলা যায়; যিনি এই রূপে কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ তৎফল প্রাপ্ত হন না। ৮।

হে অর্জ্জুন। সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া অভিহিত। ৯।

সত্ত্বসমাবিষ্ট অর্থাৎ সাত্ত্বিক-ত্যাগী ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হন, তিনি দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না ও সুখকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না। ১০।

দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক নিঃশেষতঃ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টাদৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ষমতা হয় না, অতএব যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত কর্ম্মফলভোগী হন তাঁহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়। ১১।

ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, কর্ম্মের এই তিন প্রকার ফল যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই অত্যাগীদিগের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মীদিগেরই পরলোকে হইয়া থাকে; সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগীদিগের কখনই হয় না। ১২।

হে মহাবাহো। সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির পাঁচটি কারণ তত্ত্বনির্ণায়ক সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; তাহা আমার নিকট অবগত হও। ১৩।

শরীর, কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি লক্ষণান্বিত আত্মা, পৃথক প্রকার ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ প্রকার ব্যাপার ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি, এই পাঁচটি, মনুষ্যশরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যে কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্মেরই হেতু হয়; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধিপ্রযুক্ত উপাধিরহিত অসঙ্গ আত্মাকে কর্ম্মের হেতুকর্ত্তা বলিয়া বোধ করে সে সম্যগ্দর্শী নহে। ১৪। ১৫। ১৬।

যস্য নাহং কৃতো ভাবো বুদ্ধি যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০ ॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যাঁহার অহঙ্কার ভাব নাই; অতএব যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মেতে লিপ্ত না হয়, সেই দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি এই সমস্ত প্রাণীদিগকে লোকদৃষ্টি ক্রমে হনন করিয়াও হনন করেন না, সুতরাং তৎফলেও আবদ্ধ হন না। ১৭।

'ইহা ইষ্টসাধন' এইরূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় ইষ্টসাধন কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা আত্মা, এই তিনটি কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, অভীপ্সিত কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ত্তা, এই তিনটি, কার্য্যের আশ্রয়। ১৮।

সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম, ও কর্ত্তা, এই তিনটি সত্ত্বাদিগুণভেদে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। ১৯।

যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্বকে দর্শন করে সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে। ২০।

যে জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে সর্ব্বপ্রাণীতে সুখী দুঃখী, ইত্যাদিরূপে পৃথক প্রকার অনেক ভাবাপন্ন জানে, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান জানিবে। ২১

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।

কোন এক দেহে বা প্রতিমাদিতে ঈশ্বর বোধ করিয়া 'ইনিই ঈশ্বর অন্য আর ঈশ্বর কেহ নাই' এইরূপ অযথার্থ অযৌক্তিক তুচ্ছজ্ঞান তামস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২২।

আসক্তি, ফলকামনা, রাগ ও দ্বেষরহিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে নিয়মিত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ২৩।

কাম্য বিষয়ের অভিলাষে বা 'আমার তুল্য আর শ্রোত্রিয় কে আছে' ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কারবশতঃ বহুল আয়াসপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ২৪।

ভাবি শুভাশুভ অর্থক্ষয়, পরপীড়া ও আত্মসামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা তামসিক বলেন। ২৫।

আসক্তিত্যাগী গর্ব্বোক্তিরহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যমসমন্বিত ও কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য, এবম্ভূত কর্ম্মকর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত। ২৬।

পুত্রাদিতে প্রীতিবিশিষ্ট, কর্ম্মফলের লাভাকাঙ্ক্ষী, পরচিন্তাভিলাষী,

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হিংসাস্বভাব, বিহিত শৌচবিবর্জ্জিত ও লাভালাভে হর্ষশোকান্বিত ঈদৃশ কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৭।

অসমাহিত, বিবেকশূন্য, অনম্র, শঠ, পরাপমানকারী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল ও দীর্ঘসূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়। ২৮।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্বাদিগুণভেদে তিন প্রকার প্রভেদ পৃথক ও অশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯।

হে পার্থ! ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্মবিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হয়, যে স্থানেও যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, যে কার্য্যনিমিত্ত ভয় ও যে কার্য্যনিমিত্ত অভয় লাভ হয় এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি প্রকারে মোক্ষ হয়, এ সকল বিষয় যে বুদ্ধি জানিতে পারে সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। ৩০।

হে পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য সকলকে অযথাবৎ জানে সেই বুদ্ধি রাজসী। ৩১।

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে এবং সকল জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত বোধ করে, সেই বুদ্ধি তামসী। ৩২।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্ম্ম কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন!
প্রসঙ্গেন ফলকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

হে পার্থ! যে ধৃতি, বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া চিত্তৈকাগ্রতাহেতু মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া রাখে সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। ৩৩।

হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম ও অর্থ ও কামকে ধারণ করিয়া থাকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী। ৩৪।

যাহাদ্বারা বহুবিধ অবিবেকবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ না করে সেই ধৃতি তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৩৫।

হে ভরতকুলরত্ন! তুমি সংপ্রতি আমার নিকট ত্রিবিধ সুখ শ্রবণ কর। পুরুষ অভ্যাসনিবন্ধন যে সুখে রত হইয়া থাকে ও দুঃখের উপশম লাভ করে, যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাবহ ও পরিণামে অমৃত সদৃশ এবং যাহা, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে রজঃ ও তমঃ পরিত্যাগ করতঃ স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাদৃশ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে. সেই সুখকে যোগীরা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন। ৩৬। ৩৭।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ!
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২॥

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাধীন উৎপন্ন, প্রথমে অমৃততুল্য পরিণামে বিষবৎ, যে সুখ তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৮।

যাহা প্রথমে ও পরিশেষেও আত্মমোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাধীন সমুত্থিত হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। ৩৯।

কোন প্রাণিজাতই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি লোকে বা স্বর্গে দেবলোকে এই প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই। ৪০।

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পূর্ব্বজন্মসংস্কারাধীন সমুৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা কর্ম্মসকল বিভাগক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব কেবল সত্ত্বগুণাত্মক; ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; বৈশ্যদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্মক এবং শূদ্রদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ রজোমিশ্রিত তমোগুণাত্মক। ৪১।

শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয়জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য এ সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। ৪২।

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

শৌর্য্য, প্রাগল্ভ্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও নিয়মশক্তি, এ সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাবসম্ভূত। ৪৩।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকর্ম্ম বৈশ্যদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাব সংজাত হইয়া থাকে। ৪৪।

মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত হইলে জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করিতে পারে; স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫।

যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে, যিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ৪৬।

স্বধর্ম্ম গুণহীন ও পরধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও, স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়; কেননা পূর্ব্বোক্ত স্বভাবত নিয়মিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্য পাপগ্রস্ত হয় না। ৪৭।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্যচ॥ ৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২॥

হে কৌন্তেয়! স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে দোষ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যে হেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষে সমাবৃত; অর্থাৎ যে প্রকার অগ্নির ধূম দোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও শীতাদি নিবৃত্তিনিমিত্ত তাহার উত্তাপের সেবা করিতে হয়, সেই রূপ তোমার স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তই গুণাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ৪৮।

যাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সঙ্গশূন্যা এবং যিনি নিরহঙ্কার ও কলহস্পৃহা-রহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৯।

হে কুন্তিপুত্র! সেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও। ৫০।

তিনি সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত যথোক্ত শুচি স্থানে অবস্থিত, পরিমিতভোজী, সংযতবাক্য, সংযতদেহ, সংযতচিত্ত, ধ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মস্পর্শপরায়ণ, সতত বৈরাগ্যাশ্রিত ও মমতাশূন্য হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদি

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫৩ ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

বিষয়সকল পরিত্যাগ ও রাগদ্বেষে ঔদাস্যভাব করত দেহেন্দ্রিয়াদি অহঙ্কার, সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিমোচনপূর্ব্বক পরমা শান্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে যোগ্য হন। ৫১। ৫২। ৫৩।

ব্রহ্মে অবস্থিত পুরুষ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার রাগ দ্বেষাদি না থাকায় তিনি সমজ্ঞানী হইয়া সর্ব্বভূতে মদ্বিষয়ক ধ্যানরূপ পরমভক্তি লাভ করেন; সেই পরমভক্তি দ্বারা আমিই যে উপাধিকৃত বিস্তর ভেদবিশিষ্ট অথচ উপাধিশূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এবম্ভূত আমাকে যথার্থরূপে অভিজ্ঞাত হইলে পর সেই জ্ঞানের উপরম হইলে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ হন। ৫৪। ৫৫।

আমাকেই আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নির্ব্বাহ করত মৎপ্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। ৫৬।

তুমি মৎপরায়ণ হইয়া চিত্ত দ্বারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা যোগাশ্রয় করতঃ সর্ব্বদা এমন কি, কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমুদয় বস্তু ব্রহ্মবোধে মদেকচিত্ত হও। ৫৭।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা ।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সাংসারিক সমস্ত দুস্তর দুর্গ হইতে তরিবে। যদি অহঙ্কারপ্রযুক্ত আমার এবংবিধ বাক্য না শুনিবে তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। ৫৮।

তুমি অহঙ্কারপ্রযুক্ত আমি যুদ্ধ করিব না, এইরূপ অধ্যবসায় করিতেছ, কিন্তু এ অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা, যেহেতু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। ৫৯।

হে কৌন্তেয়! তুমি মোহপ্রযুক্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু তোমার পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার জন্য শৌর্য্যাদিতে তুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে উহার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধক্রিয়া অবশ্যই করিতে হইবে। ৬০।

হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সমুদয় ভূতের হৃদয়মধ্যে আছেন এবং মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্ররূপ শরীরে আরোপণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১।

হে ভারত! তুমি সর্ব্বোতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৬২।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম এই জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম তুমি ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, কর। ৬৩।

হে পার্থ! সকল গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি। ৬৪।

তুমি আমার প্রতি মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রিয়, এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। ৬৫। ৬৬।

এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি কদাচিৎ ও তপস্যাহীন, ভক্তিশূন্য বা শুশ্রূষাহীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং যে আমার অসূয়া করে, তাহাকে কদাচও বলিবে না। ৬৭।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তি করিয়া এই পরম রহস্য আমার ভক্তকে বলিবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। ৬৮।

যিনি মদীয় ভক্তসমীপে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণমধ্যে আমার প্রিয়তম নাই এবং কালান্তরেও তাহা হইতে অপর প্রিয়তম কেহ হইবে না। ৬৯।

আমার মত এই যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়েরই এই সংবাদ পাঠ করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিবে, আমি তাহার সেই যজ্ঞের ভোক্তা হইব। ৭০।

যে মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মীদিগের প্রাপ্য শুভ লোকসকলে গমন করিবেন। ৭১।

হে পৃথানন্দন ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্রমনে ইহা শুনিলেত? তোমার অজ্ঞান-সংমোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত?। ৭২।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতৎ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥
রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত। আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপানুসন্ধানরূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি অধর্ম্ম বিষয়ে গতসন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি অতএব তোমার আজ্ঞা পালন করিব। ৭৩।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। ৭৪।

হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই পরম গুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫।

আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহু স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। ৭৬।

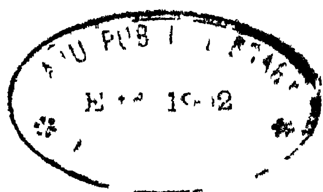
হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারংবার হর্ষ করিতেছি। ৭৭।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগঃ।

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষেই শ্রী বিজয় ঐশ্বর্য্য ও অব্যভিচারিণী নীতি, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে। ৭৮।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত।



প্রণয়সম্বন্ধে তোমার অন্য একরূপ জ্ঞান জন্মিবে। তুমি তখন বুঝিবে যে ঐ জ্ঞানই তোমার পক্ষে প্রকৃত। ফলতঃ সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে জ্ঞানের পূর্ণাবয়বতা সম্পাদিত হয় না।

২য়। আমার জীবনে একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা হইতেও তুমি কৃষ্ণের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে। আমি একদা কয়েকটী প্রাচীন ব্যক্তিকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রজাবৃদ্ধির অহিতকারিতাসম্বন্ধে 'মিলের' মতের ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। আমি বলিতেছিলাম, দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার দুইটিমাত্র উপায় :—

(ক) উপনিবেশ সংস্থাপন, (খ) দারপরিগ্রহে বিতৃষ্ণা; যাহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের সন্তানোৎপাদনে বিরত থাকা উচিত। আমার কথা শুনিয়া তাঁহারা আমাকে বালক বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে অসার, কাপুরুষ, নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি এক্ষণে বুঝিয়াছি যে তৎকালে আমিই নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীনের ন্যায় কথা কহিয়াছিলাম।

বিনোদ। আমার জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করা যায়, সংসারে তাহার অধিকাংশই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ কেন হয় বলিতে পার?

গোপী। বোধ হয়, পারি। কোন একখানি পুস্তকে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। এই অভিজ্ঞতা ঐ ব্যক্তির জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু তাঁহার

অভিজ্ঞতা হইতে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি না। কারণ আমার জীবন, আমার চরিত্র, আমার বুদ্ধি তাঁহার জীবন বা বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাংসারিক ঘটনা তাঁহার চক্ষে যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমার চক্ষে সেরূপ না হইতে পারে। ফলতঃ আমাকেও তাঁহার ন্যায়, আমার নিজ প্রণালী অনুসারে, ধৈর্য্য ও পরিশ্রমসহকারে সাংসারিক কর্ম্মসমূহ হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে।

বিনোদ। তবে কি পুস্তকপাঠে লাভ নাই?

গোপী। আছে। পুস্তকপাঠে মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় এবং চিন্তাপ্রণালী পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু পুস্তকপাঠে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। সে যাহা হউক এক্ষণে কৃষ্ণ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন,—'যত দিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, তত দিন সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে সংসার ছাড়িয়া জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে পার।'

বিনোদ। আবার চিত্তশুদ্ধির কথা কোথা হইতে আসিল?

গোপী। ভাল করিয়া শুন। কৃষ্ণ বলিলেন যে কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে কর্ম্ম করিলেই জ্ঞানলাভ হইবে। যাঁহারা ধনাশায় বা যশোলাভে কর্ম্ম করিবেন তাঁহারা কর্ম্ম হইতে কেবল ধন মান লাভ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা চিত্তশুদ্ধির আশ্রয়ে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। নিষ্কাম কর্ম্মই প্রকৃত জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এবং যাহারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও কর্ম্মে অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ জ্ঞানী লোকেরা যেরূপ আচরণ করেন, ইতরেরাও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। জ্ঞানী লোকেরা যাহার প্রতি ভক্তি করেন, ইতরেরাও তাহার প্রতিই ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। আমার নিজের কথা ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীতে আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, আমার করণীয় কার্য্যও কিছুই নাই; কিন্তু তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ যদি আমি কার্য্যে অবহেলা করি, তাহা হইলে অন্য সকলেও আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্যে অবহেলা করিবে। এইরূপে পৃথিবীর প্রজাসমূহ বিনষ্ট হইবে। এবং আমি ঐ বিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হইব। অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কার্য্য করা উচিত।

বিনোদ। ঠিক কথা। যে জ্ঞানী তাহার এইরূপ বিচার করাই উচিত। যে জ্ঞানী সে আত্মসুখের কথা মাত্র ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব ব্যক্তিরা সংসারচক্রের গতির সাহায্য না করে তাহাদের জীবনই বৃথা।

গোপী। তৎপরে কৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন—'মূর্খেরা সকামচিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐরূপে নিষ্কাম-চিত্তে কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা মূর্খদের হৃদয়ে বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, অর্থাৎ কখনও তাহাদের হৃদয়ে কর্ম্মের উপর বিদ্বেষ বা সন্দেহ উদ্রিক্ত করিবেন না।'

বিনোদ। তবে কি কৃষ্ণের মতে মূর্খদিগকে জ্ঞান প্রদান করাও নিষিদ্ধ ?

গোপী। হাঁ নিষিদ্ধ। স্বামী টীকান্তরে বলিতেছেন—'তেষাং বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তে র্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তে স্তেষাং উভয় ভ্রংশঃ স্যাৎ।' অর্থাৎ যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে জ্ঞানোদ্রেক করিতে চাও তাহার জ্ঞানলাভ ত হইবেই না, কিন্তু তাহার কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও বিদ্বেষ জন্মিবে। এইরূপে তাহার উভয় কূলই বিনষ্ট হইবে।

বিনোদ। কেন ?

গোপী। জ্ঞানলাভের জন্য যে কয়টী গুণের প্রয়োজন, (অর্থাৎ শান্তি, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ, মহত্ব, ঔদার্য্য প্রভৃতি) তাহা অজ্ঞানীর নাই। এই কয়টি গুণ না থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হইবে না।

বিনোদ। যাহার এইকয়টি গুণ এক্ষণে নাই, সে চেষ্টা করিয়া ঐ গুলি অর্জ্জন করিতে পারিবে না। ইহার প্রমাণ কি ?

গোপী। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহাকে তদনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা স্বভাবের ব্যতিক্রম বহুকালসাপেক্ষ। বরং অন্য দিকে স্বভাব অনুসারে জ্ঞানের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ স্বভাব, সে তাহার জ্ঞানকেও নিজ স্বভাবের অনুযায়ী করিয়া ফেলে। ক্যালিবান প্রস্পেরোকে বলিয়াছেন—'তুমি আমাকে বিদ্যাদান করিয়াছ। ইহা দ্বারা আমার এইলাভ হইয়াছে যে, আমি তোমাকে মনের সাধে পণ্ডিতের ন্যায়

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা॥
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥৪০॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১॥

করিলে, উহা কাম; উহা কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ঐ কামকে মোক্ষপথের বৈরী জানিবে; উহাকে দান দ্বারা পরিতৃপ্ত বা সাম দ্বারা ক্ষান্ত করা যায় না। উহা রজগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা রজগুণকে ক্ষয়িত করিতে পারিলে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না। ৩৭।

যে প্রকার ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা আদর্শ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, সেই প্রকার কাম দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত হয়। ৩৮।

হে কুন্তীনন্দন! দুঃসন্তোষণীয়, অনলতুল্য সন্তাপপ্রদ এবং জ্ঞানীগণের নিত্য-বৈরীস্বরূপ যে কাম, তাহা বিবেক জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে। ৩৯।

বিষয়দর্শনাদি, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে; এই হেতু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে ঐ কামের অধিষ্ঠানভূত বলা যায়। ঐ কাম দর্শনাদি ব্যাপারবিশিষ্ট ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। ৪০।

অতএব হে ভরতকুলেন্দ্র! তোমাকে বিমোহিত করণের পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কাম পরিত্যাগ কর। ৪১।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৪৩ ॥

কর্ম্মযোগঃ।

ইন্দ্রিয়সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক হয়; এজন্য ইন্দ্রিয় সকলকে দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, এ নিমিত্ত মন ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। ৪২।

বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মকত্ব শক্তি আছে, এই হেতু সঙ্কল্পাত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, এবং সেই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই আত্মা শব্দে বাচ্য। হে মহাবাহো! এইরূপে সেই আত্মাকে বুদ্ধির অতীত জানিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া দুরাসদ কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর। ৪৩।

